উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৫,৩০১.২৬ (+১১৩১.৩১)

নিফটি : ২২,৮৩৪.৩০ (+৩২৫.৫৫)

ট্র্যাক্টর পিষল টোটোচালককে

বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের গতির বলি এক টোটোচালক। জখম আরও দুই যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে সামসী স্টেট ব্যাংক এলাকায়। » ৪

মার্চে অনিশ্চিত গৌড়বঙ্গের সমাবর্তন

এবছর মার্চেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু মার্চ শেষ হতে চললেও কোনও প্রস্তুতি নজরে পড়েনি। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৫°	২১°	৩৩°	১৮°	৩৪°	২১°	৩৪°	১৮°

পরিবার নীতিতে বদল আনতে পারে বিসিসিআই » ১১

৫ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 19 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 298

বিদায় মঞ্চেও মহাকাব্য

কথায় কথায়

বিদর্ভের আত্মঘাতী কৃষকরা ও অনেক প্রশ্ন

আশিস ঘোষ

আরও একটা সংখ্যা। একটা নাম। মহারাষ্ট্রের আত্মঘাতী কৃষকদের লম্বা তালিকায় জুড়েছে আরও একজনের নাম। কৈলাস অর্জুন নাগাড়ে। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের চাষিদের আত্মহত্যা সত্যি বলতে এখন আর তেমন নাড়া দেয় না। এত আত্মহননের ঘটনা সেখানে যে তা নিয়ে বিরাট কিছু হইচই না হলে, খবর হয় না আলাদা করে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

তবু কৈলাসের খবরটা নজর টানে এত কিছুর মধ্যে। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী ডিভিশনের বিদর্ভের গায়ে লাগা বুলধানার শিবনি আরমাল গাঁয়ের চাষি কৈলাস। বয়স ৪৩ বছর। বিষ খেয়ে মারা গিয়েছেন। এত মৃত্যুর ভিড়েও কৈলাস খবর হয়েছেন, কারণ তিনি ২০২০ সালে মহারাষ্ট্র সরকারের যুব কিষান পুরস্কার পেয়েছিলেন। গোটা এলাকায় কৈলাস ছিলেন সুপরিচিত কৃষক নেতা। সকলেই জানত তাঁর নাম। গত বৃহস্পতিবার গ্রামের একটা খেতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ।

তো সেই পুরস্কৃত কৃষক নেতা নিজেকে শেষ করলেন কেন? অন্যদের মতো মহাজনের ঋণের ফাঁস নয়, খরায় ঝলসে যাওয়া খেতের জন্য নয়। কৈলাস কেন বিষ খেয়েছেন তা জানিয়ে গিয়েছেন তিন পাতার একটা চিঠিতে। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই চিঠি। তাতে তিনি নিজের কোনও কথা লেখেননি। লিখেছেন, আশপাশের ১৪টি গ্রামের চাষের সেচের জন্য জলের কথা। লিখেছেন, এই জলের দাবিতে গতবছর দশদিনের অনশন করার কথা। সেচের জলের জন্য জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ভগবান মুন্ডে যে আন্দোলন করেছিলেন তার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

খড়কপূর্ণা জলাধার থেকে চাষের জলের দাবি অনেক পুরোনো। আবেদন-নিবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি। সরকারের এই উদাসীনতায় মন ভেঙে গিয়েছে সবার। কৈলাসের তিনপাতার সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, প্রশাসন কৃষকদের দাবি উপেক্ষা করছে। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার দেহ সরানো না হয়। এই মৃত্যুর খবরে চারদিকে জড়ো হন চাষিরা। বলা হয়, যতক্ষণ না জেলার মন্ত্রী কিংবা জেলা শাসক এসে দেখছেন এবং

এরপর আটের পাতায়

শেষযাত্রার আগে প্রেক্ষাগৃহে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : প্রাণের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার মঞ্চে শায়িত তাঁর দেহ। ঘিরে রয়েছেন সংস্থার নাট্য অভিনেতা থেকে শুরু করে বালুরঘাটের একাধিক নাট্যপ্রেমী মানুষ। মঙ্গলবার বিকেলে প্রেক্ষাগৃহে এমনই দৃশ্যে যেন নাট্য নির্দেশক, নাট্যকার ও অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'শেষ মঞ্চায়ন' দেখলেন সকলে। তারপরে অশ্রুসিক্ত সকলকে শেষবিদায় জানিয়ে শোকযাত্রা রওয়ানা হয় খিদিরপুর মহাশ্মশানে চূড়ান্ত গন্তব্যের উদ্দেশে।

সোমবার রাতে বিশেষ নাট্যধারার পথিকৃৎ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর বালুরঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কলকাতার নাট্যনির্দেশক থেকে শুরু করে একাধিক অভিনেতারাও তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। মঙ্গলবার ভোররাতে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তাঁর মরদেহ বালুরঘাটে এসে পৌঁছায় দুপুর নাগাদ। রঘুনাথপুর এলাকায় কলকাতা থেকে আসা তাঁর গাড়ি পরিবর্তন করা হয়। সেখানে গঙ্গারামপুর থেকে একটি বাতানুকূল শববাহী গাড়ি আগে থেকেই মজুত করা ছিল। দুপুরের আগেই বালুরঘাট জেলার সংস্কৃতিপ্রেমী শতাধিক মানুষের ভিড় এলাকায়। আগে থেকেই সকলে 'শেষ দেখা' দেখতে উপস্থিত হয়েছেন।

শ্রদ্ধায়, শোকে সকলের মাথা নত। কারও হাতে ফুলের তোড়া, তো কারও চোখে শুধুই জল। বালুরঘাটের প্রতিটি নাট্য সংস্থা থেকে উপস্থিত অভিনেতারা। নিস্তব্ধতার মধ্য থেকেই যেন কান্নার রোল ভেসে আসছে চারদিক থেকে। তারপর সেখান থেকে শোকমিছিল করে দেহ নিয়ে আসা হয় নিজের বাসভবনে। যেখানে অপেক্ষারত তাঁর স্ত্রী রিনা মুখোপাধ্যায়, দুই মেয়ে, এক ছেলে, জামাতা সহ পরিজনেরা। এলাকায় যেন এক অদ্ভুত শোকের আবহ।

সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট কলেজে। যেখানে প্রায় ৩৪ বছর তিনি অধ্যাপনা করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দেহ আসে সাধের ত্রিতীর্থ সংস্থায়। তখন সেখানে হাজির দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ কুণ্ডু সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব।

এরপর সংস্থার প্রেক্ষাগৃহ গোবিন্দ অঙ্গনের ভেতরে নীরবে প্রবেশ করে মঞ্চে শায়িত রাখা হয় 'মাধববাবু'র দেহ। মঞ্চ থেকেই কোনও

এরপর আটের পাতায়

শেষশ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এক নাট্যকর্মী। মঙ্গলবার।

ফিরে দেখা

- ১৯৫৬ সালে বালুরঘাটে তৈরি করেন তরুণ তীর্থ নাট্যদল
- ১৯৬৭ সালে বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজ শুরু করেন মাধববাবু
- ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ত্রিতীর্থ নাট্যদল। যেখানে জল, তিন বিজ্ঞানী, গ্যালিলিয়ো সহ বহু নাটক তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়
- ২০১৭ সালে রক্তকরবী নাটকেই ছিল তাঁর শেষবারের মতো অভিনয়
- ২০১৮-তে 'বন্দুক' নাটক তাঁর শেষ নির্দেশনা
- ভারতের এমার্জেন্সির সময় তাঁর 'শিশুপাল' নাটক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল

সম্মাননা

- ১৯৭৭ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটক পরিচালনার জন্য দিশারি পুরস্কার
- ২০০৭ সালে নাট্য পরিচালক হিসাবে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার
- ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বঙ্গরত্ন সম্মান
- ২০১৯ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি

জন্ম : ৩ এপ্রিল, ১৯৪১ ■ মৃত্যু : ১৮ মার্চ, ২০২৫

ত্রিতীর্থ নাট্যমঞ্চে শায়িত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের দেহ। মঙ্গলবার। বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

মাধব মঞ্চের দাবি, আশ্বাস চেয়ারম্যানের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : বাংলা নাটককে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে নিয়ে গিয়েছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। বাংলা নাটক নিয়ে কোথাও আলোচনা হলে তাঁর নাম বারবার উঠে আসবেই। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং নতুন প্রজন্মের নাট্যকর্মীদের কাছে তাঁকে প্রাসঙ্গিক করে রাখতে 'মাধব মঞ্চ' গড়ে তোলার দাবি উঠল বালুরঘাটে। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা নিয়ে বালুরঘাটে গড়ে উঠেছে নাট্য সংহতি মঞ্চ। যার তরফে পুরসভার কাছে এই দাবি পেশ করা হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার তরফেও সদর্থক সাড়া মিলেছে শুধু নয়, পুরসভা একধাপ এগিয়ে হরিমাধবের আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের কথাও জানিয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। ১৯৫৬ সালে বালুরঘাটে তৈরি করেন তরুণ তীর্থ নাট্যদল। স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতার কলেজে ভর্তি হন। তখন রাজধানী শহরে ঘুরে ঘুরে নাটকের দলগুলোর প্রযোজনা দেখতেন। সেই সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগমোহন মজুমদারের মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ১৯৬৭ সালে বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যমঞ্চে

নাট্যকারের মূর্তি গড়ার ভাবনা পুরসভার

কাজ অব্যাহত ছিল। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ত্রিতীর্থ নাট্যদল। যেখানে 'জল', 'তিন বিজ্ঞানী', 'গ্যালিলিয়ো', 'দেবাংশী' সহ বহু নাটক তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। ২০১৭ সালে রাজবংশী ভাষায় 'রক্তকরবী' নাটকেই ছিল তাঁর শেষবারের মতো অভিনয়। ২০১৮-তে 'বন্দুক' নাটক তার শেষ নির্দেশনা। ভারতে ইমার্জেন্সির সময়ে তাঁর 'শিশুপাল' নাটক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ২০০৭ সালে তিনি নাট্য পরিচালক হিসেবে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। ২০১৯ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বঙ্গরত্ন সম্মানে ভূষিত হন তিনি। ১৯৭৭ সালে বিজন ভট্টাচার্যর 'দেবীগর্জন' নাটক পরিচালনার জন্য তিনি দিশারি পুরস্কার পান। অবশেষে অভিনয় জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে জীবন নাট্যমঞ্চের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। মঙ্গলবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বালুরঘাটের নাট্যকর্মীরা একজোট হয়ে 'মাধব মঞ্চ' গড়ে তোলার দাবি তোলেন। যা নিয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা।

বালুঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'ইতিমধ্যেই আমরা একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায়ের আবক্ষ মূর্তি বসিয়েছি। শহরে একটা মুক্তমঞ্চ গড়ে প্রাথমিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সেই মঞ্চ হরিমাধববাবুর স্মৃতিতে করার দাবি আমরাও সমর্থন করছি। পাশাপাশি, তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের ভাবনাও রয়েছে।'

আজ কাকভোরে পৃথিবীতে সুনীতারা

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ : এই প্রতিবেদন দিনের আলো দেখার আগেই বুধবার কাকভোরে পৃথিবী স্পর্শ করবেন সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গী নভশ্চররা।

দীর্ঘ নয় মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) থাকার পর সুনীতা, বুচ উইলমোর ও আরও দু'জন রওনা দিয়েছেন পৃথিবীর উদ্দেশে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিটে আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলে সমুদ্রের জলে নামবেন তাঁরা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী সুনীতাদের অবতরণের সময় বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিট। স্পেস এক্সের ক্রু ড্রাগন মহাকাশযানে গোটা সফর শেষ করতে তাঁদের সময় লাগার কথা ১৭ ঘণ্টা।

> আমরা ১৪০ কোটি ভারতীয় সবসময়ই আপনার কৃতিত্বে গর্ববোধ করি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও আপনি আছেন আমাদের হৃদয়জুড়ে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি,** প্রধানমন্ত্রী

নাসা জানিয়েছে, সুনীতারা মহাকাশযানেই খাবারদাবার খাবেন এবং প্রয়োজনমতো বিশ্রামও নেবেন। ঘুমের যাতে কোনও ব্যাঘাত না-ঘটে, তার জন্য সুনীতাদের কাছে 'ডু নট ডিসটার্ব' লেখা সুইচও রয়েছে।

ফেরার আনন্দের মধ্যেই সুনীতার কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমরা, ১৪০ কোটি ভারতীয় সবসময়ই আপনার কৃতিত্বে গর্ববোধ করি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও আপনি আছেন আমাদের হৃদয়জুড়ে। ভারতবাসী আপনার সুস্থতা এবং সাফল্য কামনা করেন।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমেরিকার বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে যখনই তাঁর কথা হয়েছে, তখনই তিনি সুনীতার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁদের কাছে।

এরপর আটের পাতায়

'ট্রাস্টে কালো টাকা সাদা'

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মার্চ : ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় এখনও জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে জামাইয়ের কারণে তাঁর বিপদ আরও বাড়ল বলে মনে করছেন আইনজীবীরা। পার্থর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছেন তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। শ্বশুর কীভাবে, কত কোটি টাকা দুর্নীতি করেছেন, তার গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন জামাই। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পার্থর জামাইয়ের বয়ান নেওয়া হয়। তখনই শ্বশুরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন কল্যাণময়। সূত্রের খবর, তিনি জানান যে, শ্বশুরের নির্দেশেই বাধ্য হয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

জামাইয়ের জবানবন্দি

- বিদেশে বসেই পার্থর ট্রাস্ট ও একাধিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন জামাই। এই স্কুলের সূত্র ধরে ইডির সন্দেহের তালিকায় আসেন তিনি
- মেয়ে, জামাইয়ের নামে একাধিক সংস্থার হদিস পাওয়া যায়। এমনকি এই ট্রাস্টের মাধ্যমে কীভাবে কালো টাকা সাদা করা হত তাও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা
- এই ঘটনার তদন্তে এবার পার্থর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী করা হচ্ছে তাঁর জামাই কল্যাণময়কেই

পার্থর স্ত্রী বাবলি চট্টোপাধ্যায়ের নামে তৈরি ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করতেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। প্রভাবশালী শ্বশুরমশাইয়ের নির্দেশ মানতে গিয়েই বিপাকে পড়তে হয়েছে কল্যাণময়কে। তাঁর অপরাধ মার্জনা করার আবেদনও জানান তিনি।

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গোপন জবানবন্দির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদালতে পেশ করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন কল্যাণময়। সেই অনুযায়ী ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছিলেন, পার্থর জামাই নগর ও দায়রা আদালতে ২০ নম্বর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিতে পারবেন। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক এদিন তাঁর বয়ান নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, পার্থর বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য জানিয়েছেন তিনি। পার্থর স্ত্রীর নামে তৈরি ট্রাস্টের বিষয়টি জানানো হয়েছে। ইডির দাবি, দুর্নীতির ক্ষেত্রে মেয়ে, জামাই ও স্ত্রীকে ঢাল করেছিলেন পার্থ। ২০১৭ সালে পার্থর স্ত্রীর মৃত্যুর পর একটি ট্রাস্ট তৈরি করেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সেই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান করা হয় পার্থর মেয়ে সোহিনী চট্টোপাধ্যায়কে। ওই ট্রাস্টের নামে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি স্কুলও তৈরি করা হয়েছিল। সেই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণময় ও তাঁর দুই মামাকে। বিদেশে বসেই পার্থর ট্রাস্ট ও একাধিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন জামাই। এই স্কুলের সূত্র ধরে ইডির সন্দেহের তালিকায় আসে পার্থর মেয়ে, জামাই। তাঁদের নামে একাধিক সংস্থার হদিশ পাওয়া যায়। এমনকি এই

এরপর আটের পাতায়

১০০, ২০০ টাকায় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

প্রচুর জোগান, দর কমছে জাল নোটের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ মার্চ : সীমান্ত পার হয়ে মালদায় ঢুকে পড়ছে বিপুল পরিমাণ জাল নোট। শুধু ৫০০ টাকাই নয়, ঢুকছে ১০০, ২০০ টাকার নোটও। এই প্রবণতায় মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে আগামী শনিবার মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে এক বিশেষ সভা ডাকা হয়েছে।

অন্যদিকে, গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো জাল টাকার দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। গোয়েন্দাদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিহার, উত্তরপ্রদেশের কারবারিদের হাত ধরে ব্যাপক আমদানি হচ্ছে জাল টাকার। ওই সূত্রটি আরও জানাচ্ছে, কয়েক মাস আগেও এক লাখ টাকার জাল নোট বিক্রি হত ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকায়। যা এখন নেমে দাঁড়িয়েছে ৩০-৩৫ হাজারে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের জেলা সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডুর অভিযোগ, 'সব থেকে বিপজ্জনক, শুধু ৫০০ টাকা নয়, এখন বাজারে প্রচুর পরিমাণে ১০০-২০০ টাকার জাল নোট ছেয়ে গিয়েছে। জাল নোটগুলির সঙ্গে আসল টাকার তফাত এতটাই সূক্ষ্ম যে খালি চোখে ধরা পড়ে না। তাই আমরা ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে আগামী ২২ মার্চ বিকেলে একটা সভা ডেকেছি।'

জাল নোট উদ্ধার

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করল বিএসএফ জওয়ানরা। মঙ্গলবার উদ্ধার হওয়ার জাল নোটগুলি কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করেন বিএসএফ আধিকারিকরা। তবে এই অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কালিয়াচক থানার অধীন গোপালনগর বিওপির ১১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা মঙ্গলবার পাহারারত অবস্থায় কয়েকজন পাচারকারীকে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেন।

তারপরে সেই দিকে এগিয়ে যেতেই পাচারকারীরা পালিয়ে পালিয়ে যায়। বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ উদ্ধার করে। সেই ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট। নোটগুলি সব ৫০০ টাকার। উদ্ধার হওয়া জাল নোটগুলি কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

একই কথা মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহারও। তাঁর মতে, 'নোটবন্দির পর কিছুটা হলেও জাল নোটের কারবার বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আবারও শুরু হয়েছে জাল নোটের বাড়বাড়ন্ত। খালি চোখে ধরা পড়ছে না আসল-নকল। ব্যাংকে নিয়ে যাওয়ার পর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। মালদায় ৯৫ শতাংশ লেনদেন হয় চোখের দেখায়। ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন।'

এপ্রসঙ্গে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের মন্তব্য, '২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধারের ২টি ঘটনা নজরে এসেছে। তবে ৫০০ টাকা উদ্ধারের ঘটনা বেশি। তবুও আমরা ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির কাছে সচেতনতা শিবির করার আবেদন জানানো হয়েছে।'

এতদিন কালিয়াচক-৩ নম্বর সীমান্তকে জাল টাকা পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করেছে পাচারকারীরা। কিন্তু এখন করিডর পালটে ফেলেছে পাচারকারীরা। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'আমাদের কাছে খবর আছে, কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি কড়াকড়ি হওয়ায় পাচারকারীরা করিডর পালটে ফেলেছে। এখন মালদার ইংরেজবাজার, রতুয়া ও বামনগোলাকে করিডর হিসেবে বেছে নিয়েছে। ওই সব এলাকা থেকেই জাল টাকার কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।' *এরপর আটের পাতায়*

মহিলা বিবাদে স্কুলে ২ দিন বন্ধ মিড-ডে মিল

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৮ মার্চ : স্বর্ণজয়ন্তী দলের মহিলাদের বিবাদে দুই দিন ধরে মিড-ডে মিল প্রকল্প বন্ধ হয়ে রয়েছে ইটাহারের কুমেদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। রান্নাঘরে তালা দিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন কয়েকটি দলের মহিলারা। শিশুরা বিদ্যালয়ে এসে ক্লাস করলেও মিড-ডে মিল খাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কোন দলের মহিলারা রান্নার কাজ করবেন, মূলত তা নিয়েই শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। আন্দোলনকারী মহিলাদের বুঝিয়ে আধিকারিকরা রান্নাঘরের তালা খুলে দিলেও বিবাদ এখনও মেটেনি। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৪ সাল থেকে ওই বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল রান্না করছিলেন 'কুমেদপুর স্বর্ণজয়ন্তী দল'-এর ১০ জন মহিলা।

মিড-ডে মিলের রান্না নিয়ে সমস্যা মেটাতে স্কুলে পুলিশ। মঙ্গলবার।

গ্রামে অন্য কোনও স্বর্ণজয়ন্তী দল না থাকায় দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে ওই একটি দলের মহিলারাই নির্বিঘ্নে রান্না করে আসছিলেন। কিন্তু গোল বাধে পরবর্তীতে গ্রামে আরও ৩০টি নতুন স্বর্ণজয়ন্তী দল তৈরি হওয়ার পরে।

গত বছর নতুন ৩০ টি দলের মহিলারা বিদ্যালয়ে এসে দাবি জানান, তাঁরাও মিড-ডে মিল রান্নার কাজ করবেন। এই দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। সেই দাবির কথা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আর বিডিওকে জানানো হলে তাঁরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নতুন কোনও দলকে রান্নার কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। তবে পরবর্তীতে সমাধান সূত্র বের করতে আলোচনায় বসেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ভিইসি কমিটির সদস্যরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলালুদ্দিন আহমেদ-এর বক্তব্য, 'গত বছর প্রশাসনের পরামর্শ মেনে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পুরোনো দলের পাশাপাশি নতুন দলের মহিলারাও রান্না করতে পারবেন। তবে পারিশ্রমিকের টাকা পাবেন পুরোনো দলের মহিলারাই। নতুন দলের মহিলারা বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় রান্না করবেন বলে মুচলেকাও দিয়েছিলেন। সেভাবেই রান্নার কাজ চলছিল। কিন্তু এখন নতুন দলগুলির মহিলারা এসে আবার পারিশ্রমিক দাবি করছেন। বিষয়টি অবর বিদ্যালয়

এরপর আটের পাতায়

কুপ্রস্তাবে বাধায় ধর্ষণের চেষ্টা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : পাড়াতেই খেলাধুলা করে বোনের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল এক নাবালিকা। আর তার পিছু নেওয়া রোমিও ক্রমাগত কুপ্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করছিল। ওই ছাত্রী তাতে রাজি না হওয়ায়, হাত ধরে টানতে টানতে আড়ালে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনার আকস্মিকতায় ওই নাবালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এদিকে দিদিকে বাঁচাতে গেলে তার বোনকেও মারধর করার অভিযোগ রয়েছে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীদের সহায়তায় ওই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে ঘটনার পর থেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে ওই তরুণ। ওই ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। বালুরঘাট শহর লাগোয়া চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামের এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাবা-মা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়ে থাকে তার মাসির কাছে। সোমবার বিকালে মাসতুতো বোনের সঙ্গে পাড়ায় খেলাধুলা করছিল ওই নাবালিকা। পরে দুজন বাড়ি ফিরছিল। শহরের একটি গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে

বোনকেও মার

বেশ কিছুদিন ধরেই কুপ্রস্তাব দিচ্ছিল এক তরুণ। গতকাল দুপুরে দুই বোন একসঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রোমিও ওই ছাত্রীর রাস্তা আটকে তাকে কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। সে রাজি না হওয়ায় হাত ধরে তাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে।

ঘটনার পর ওই নাবালিকার মাসতুতো বোন চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে তাকে মারধর করা হয়। প্রতিবেশীরা এসে তাদের উদ্ধার করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, এর আগেও বেশ কয়েকবার ওই ছাত্রীকে লাগাতার উত্ত্যক্ত করত অভিযুক্ত। প্রবল আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছিল তাকে। ভয়ে একা রাস্তাঘাটে চলাও বন্ধ করে দিয়েছিল। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানান, মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

মা ও শিশু নিখোঁজ

কুমারগঞ্জ, ১৮ মার্চ : কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন পঞ্চায়েতের সৈয়দপুর এলাকা থেকে চার বছরের কন্যা সহ এক গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৩০ বছরের সম্পা সরকার তিনদিন আগে বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ।

সম্পার বাবা নরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'মেয়েকে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ করেও সন্ধান পাইনি। এরপরই পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করি।' পুলিশ ইতিমধ্যেই সম্পা ও তার শিশুকন্যার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি।

প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। মঙ্গলবার বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

বালুরঘাটে পুড়ে ছাই বাড়ি, পতিরামে বাগান

বালুরঘাট ও পতিরাম, ১৮ মার্চ : অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল বালুরঘাট ও পতিরামে। তবে দুটি স্থানেই কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের বেলতলি আদিবাসীপাড়ায় মঙ্গলবার দুপুরে আগুনে পুড়ল তিনটি বাড়ি। এছাড়াও দুজনের খড়ের গাদা পুড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে বালুরঘাট দমকলকেন্দ্র থেকে দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নেভান দমকলকর্মীরা। ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৌশিক চৌধুরী প্রমুখ। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তরফে অসহায় পরিবারগুলির হাতে খাদ্যসামগ্রী, জামাকাপড় ও ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

এদিন দুপুরে বেলতলি আদিবাসীপাড়ায় হঠাৎই আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুন দাউদাউ জ্বলে ওঠে এবং আশপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে দমকলের দুটো ইঞ্জিন এসে পৌঁছায়। এদিকে ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সজনী মুর্মু নামে এক বিধবা মহিলার বাড়ি। আংশিক পুড়ে গিয়েছে পরমেশ্বর সরেন ও রজনী সরেন নামে আরও দুজনের বাড়ি। এছাড়াও আগুন ছড়িয়ে পড়ে সুনিরাম মার্ডি ও সুধীর মার্ডির খড়ের গাদায়। দমকল ও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে।

সর্বস্বান্ত সজনী মুর্মুর হাহাকার, 'কীভাবে আগুন লাগল, বুঝতে পারছি না। আমার গোটা বাড়ি পুড়ে গিয়েছে। একটি ছাগলও পুড়ে মারা গিয়েছে। সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছি।'

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেছি। আমার সঙ্গে ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। পরিবারগুলিকে কিছু খাওয়ার সামগ্রী, জামাকাপড় ও ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে আমরা তাঁদের পাশে থাকব।'

অন্যদিকে, পতিরাম থানার পোল্লাপাড়া গ্রামে সোমবার রাতে একটি ইউক্যালিপ্টাস বাগানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। পার্শ্ববর্তী জমিতে সর্ষের ভূষিতে কেউ আগুন লাগিয়েছিল। অনুমান, সেখান থেকেই আগুন লাগে। খবর পেয়ে পতিরাম ফায়ার ব্রিগেড দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কেউ হতাহত না হলেও আগুনে বেশ কিছু গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ আগুন লাগার কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে।

জমি বিবাদে আহত তিন

কুমারগঞ্জ, ১৮ মার্চ : জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদে তেতে উঠল কুমারগঞ্জের মতিজাপুর। ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। দু'পক্ষ একে অন্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জমি নিয়ে বিবাদ বাধে দুই ভাই অভিজিৎ আচার্য ও সুরজিৎ আচার্যের সঙ্গে অম্বিকা মণ্ডল ও তাঁর ছেলে রাজু মণ্ডলের। ঝামেলার সূত্রপাত জমিতে ট্র্যাক্টর নামানো নিয়ে। অভিযোগ, অভিজিৎ ও সুরজিৎ তাদের জমিতে ট্র্যাক্টর নামাতে গেলে বাধা দেন অম্বিকা মণ্ডল ও তাঁর ছেলে রাজু মণ্ডল। দুই পক্ষই তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি একসময় হাতাহাতিতে গড়ায়। দুই পক্ষই কুমারগঞ্জ থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার আসল কারণ ও জমির প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণে নথিপত্র যাচাই করছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ঘাস কাটায় বধূকে মারধর

কুমারগঞ্জ, ১৮ মার্চ : কুমারগঞ্জের চৌষা এলাকায় ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার এক গৃহবধূর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ইয়ারব সরকারের স্ত্রী নার্গিস বিবি এদিন সমীর দাসের জমিতে ঘাস কাটছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সমীর এসে তাঁকে বাধা দেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। নার্গিস ঘটনার প্রতিবাদ করলে সমীর তাঁকে মারধর করেন। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নার্গিসের স্বামী ইয়ারব সরকার কুমারগঞ্জ থানায় সমীরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

গাছে ঝুলন্ত দেহ প্রৌঢ়ের

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : এক প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের চক বিজয়শ্রীতে। পেশায় কৃষক মৃত প্রৌঢ়ের নাম ছামু পাল (৫৫)। মঙ্গলবার সকালে ওই প্রৌঢ়ের বাড়ির সামনের একটি গাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। মানসিক অবসাদ থেকে ওই প্রৌঢ় আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সোনার সংসার, ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.৩০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ শিবা, ১.০০ ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রাবণ, বিকেল ৪.১৫ অগ্নি, সন্ধে ৭.৩০ রাখি পূর্ণিমা, রাত ১০.২০ সন্ত্রাস

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.০০ মঙ্গলদীপ, ১.০০ উৎসব

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরাজিত

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৪ ভাই: মেরা বিগ ব্রাদার, দুপুর ১.৩২ ক্র্যাক, বিকেল ৪.২৭ বচ্চন পান্ডে, সন্ধে ৭.৩০ শেষনাগ, রাত ১০.৩৯ বিল্লা-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪২ ধড়ক, দুপুর ১.৩০ মিস্টার ইন্ডিয়া, সন্ধে ৭.৩০ কে থ্রি-কালী কা করিশ্মা, রাত ১০.২৬ মালামাল উইকলি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ সি কোম্পানি, ২.৪৫ দ্য গাজি অ্যাটাক, বিকেল ৫.০০ আ থার্সডে, সন্ধে ৭.১৫ মোনা ডার্লিং, রাত ৯.০০ কেয়া কুল হ্যায় হম, ১১.৩০ ব্যাং ব্যাং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩২ কিসমত কানেকশন, দুপুর ২.১১ তরলা, বিকেল ৪.২০ উঁচাই, সন্ধে ৭.১৪ ভিড়, রাত ৯.০০ শ্যাম বাহাদুর, ১১.২২ লায়লা মজনু

এমএনএক্স : দুপুর ১.৫০ দ্য ওয়াচ, সন্ধে ৭.১৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, রাত ৯.০০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ -টু, ১০.২০ অ্যালেক্স ক্রস

গুরুদক্ষিণা বেলা ১১.৩০ জি বাংলা সিনেমা

আ থার্সডে বিকেল ৫.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দ্য নিউ মিউট্যান্টস বিকেল ৫.২২ মুভিজ নাউ

ভাইপার কুইনস দুপুর ২.৪৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আনন্দেই কাটবে। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **বৃষ :** মায়ের শরীর নিয়ে সামান্য উৎকণ্ঠা থাকতে পারে। খুব সতর্ক হয়ে কথা বলুন। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। **কর্কট :** কোনও পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান। বাবার শরীর নিয়ে দুর্ভাবনা কেটে যাবে। **সিংহ :** কোনও বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। মায়ের পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** হঠাৎ অফিস বদলের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান। **তুলা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। নতুন বাড়ি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ঋণ করতে হতে পারে। শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। **ধনু :** মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হবে। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। স্ত্রীর সহযোগিতায় কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি। **মীন :** আপনার সৃষ্টিশীল কাজের জন্য পুরস্কার পাবেন। সপরিবার ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৮ ফাল্গুন, ১৯ মার্চ, ২০২৫, সংবৎ ৫ চৈত্র বদি,১৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৫।৪৩। বুধবার, পঞ্চমী রাত্রি ৯।১৩। বিশাখানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।০। হর্ষণযোগ দিবা ৩।১৭। কৌলবকরণ দিবা ৮।১৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।১৩ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।২৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৯।১৩ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি – ৮।৪৭ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪৭ গতে ৪।১৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, সন্ধ্যা ৬।০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৩ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

CORRIGENDUM

Due to minimum bid not received of many serials from NIT No: 31(e)/BDO/K-1 of 2024-25, Date- 07/03/25, for those serials the deadline for receiving of tenders/Bids extends to 22/03/2025 up to 17:00 hours, and opening date of Technical bids for those tender is on 24/03/2025 at 17:00 hours. The tender nos are Sl 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28 ref. tender Id - 2025_DMM_825119_01, 2025_DMM_825119_04, 2025_DMM_825119_05, 2025_DMM_825119_06, 2025_DMM_825119_07, 2025_DMM_825119_08, 2025_DMM_825119_09, 2025_DMM_825119_10, 2025_DMM_825119_14, 2025_DMM_825119_15, 2025_DMM_825119_16, 2025_DMM_825119_17, 2025_DMM_825119_18, 2025_DMM_825119_21, 2025_DMM_825119_27, 2025_DMM_825119_28.

Sd/- Block Development Officer
Kaliachak-I Development Block, Malda

ইলেকট্রিক্যাল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/০৬_২০২৫/কে/১৩৯৯, তারিখঃ ১২-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ০৬_২০২৫, কাজের নাম ঃ নিউ জলপাইগুড়িতে ঃ- নিউ জলপাইগুড়িতে নন-এসেনশিয়ালের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি পাওয়ার হাউস থেকে মহানন্দা রানিং রুম এবং রেলওয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত নন-ইমার্জেন্সি ডেডিকেটেড ১১ কেভি এইচটি ফিডারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৫,৩০,২৪৮ টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,৪৭,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং সিওএম/পার্সেল/সিপিআরও/এম/২৫, তারিখ ১৭.০৩.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা অফিসার), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পি.ও.-ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) মালদা ডিভিশনে এসএলআর ও ভিপি-তে পার্সেল স্পেসের পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। যার বিস্তারিত নীচে উল্লেখ করা হল ঃ- অকশন ক্যাটালগ [illegible] (পার্সেল - এসএলআর); (৪); লট নং. ১২৩৩৫-১২৩৩৬-ভিপি-১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান); অকশন শুরুর তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-253/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I and eNIQ being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division *vide eNIT No - 14/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/2024-25, Dated - 21/02/2025 and eNIQ No-17/APD/WBSRDA/DPR/PMGSY-IV/2024-25 Dated - 18/03/2025.* Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

NOTICE

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

The Vehicle bearing the following numbers were seized in connection with the commission of forest offences.

1.	SK 01 D 0645	4.	WB 73 G 5404
2.	WB 77 5502	5.	WB 76 3034
3.	WB 73 B 2282		

Any one having any interest in the above vehicle shall make an application to the DFO Darjeeling Wildlife & Authorized Officer, Darjeeling District on or before 11.04.2025 by Register Speed Post only. In case of non-representation against any particular vehicle, it shall be concluded that no one is party to the case and proceeding as per Indian Forest Act 1927 will be done Ex-parte.

Sd/- Divisional Forest Officer
Darjeeling Wildlife Division

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজিং

নং. সিসিও/ই-অকশন (২৮.০৩.২০২৫ তারিখে খোলা হবে), তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-অকশন [illegible]

লট নং. সমূহের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ: এসইকিউ নং.; লট নং./ক্যাটাগরি; বিবরণ; ট্রিপ/দিন; লটের শেষ তারিখ ও সময় এবং টার্নওভার আবশ্যক যথাক্রমে:- ৪এ/১; ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি- ২৫-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৩০:০০-এ; ০; ৪এ/২; ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১৩; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৪০:০০-এ; ২০,০০,০০০; ৪এ/৩; ১৩১৬১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ২৩১; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৫০:০০-এ; ০; ৪এ/৪; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ- বিইউআই-২৪-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১২:০০:০০-এ; ০; ৪এ/৫; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১২:১০:০০-এ; ০; রেট ইউনিট ঃ ৪এ/১ থেকে ৪এ/৫ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ ৪এ/১ থেকে ৪এ/৫ প্রতিটির জন্য ০.২। ইএমডিঃ ৪এ/১ থেকে ৪এ/৫ প্রতিটির জন্য ১০%। লট স্ট্যাটাস: প্রত্যেকের জন্য আরপি পেন্ডিং। SDAH-384/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০২৩/২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : এনজে২৪৫০৪১বি;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ডব্লিউএপি-৭ এবং ডব্লিউএপি-৫ লোকো -এর জন্য প্রধান ট্রান্সফরমার ৭৭৭৫ কেভিএ। স্পেকন সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৬৬০ রেভ. ডি বা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/সি-ডিএন্ডডি/এসটিআর/০০১ রেভ. ০ বা সর্বশেষ, ট্যাঙ্ক স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৭ অল্ট. শূন্য বা সর্বশেষ। কনজারভেটর ট্যাঙ্ক স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৮ অল্ট- শূন্য বা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. আরডিএসও/২০১৩/ইএল/এসটিআর/০০৭৯ রেভ.০ বা সর্বশেষ।

প্রেরক: - এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর। **পরিমাণ:** ২ টি।

দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Puspa Roy Singha, আমার আগের নাম ছিল Puspa Singha, যা 28.02.25 তারিখে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে Siliguri Notary অ্যাফিডেভিট করলাম। (C/115654)

আমি Sukur Chand Singha, আমার ছেলের নাম Heemraj Singha এবং Hemraaj Singha একজনই বলে 10.03.25 তারিখে Siliguri Notary অ্যাফিডেভিট করলাম। (C/115654)

I Manik Chandra Saha (Old Name) shall henceforth be known as Manik Ch. Saha (New Name) as per affidavit by 1st Class Judicial Magistrate 2nd Court Jalpaiguri from the date of 17th March 2025. (C/114773)

তিলভিটায় ডিপোর যোগানের জন্যে ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিএমডব্লিউ-০৩ ২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উপ সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁও-এর অধীনের উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জন্যে তিলভিটায় ডিপো যোগানের জন্যে ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ২০,৪২,১৭,৯৬০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১১,৭১,১০০/- টাকা। টেন্ডার প্র পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেনঃ ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায় প্রধান মুখ্য অভিযন্তা/মালিগাঁও এর কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে আধুনিক ওয়্যার কন্ডিশনিং সলিউশনের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/০৮_২০২৫/কে/১৩৭৪, তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৫। [illegible] ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ অথবা 0+ বয়স = 30-45, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M = 9332367891. (C/115652)

ডিস্ট্রিবিউটার

Belight Detergent Powder এর জন্য ডিস্ট্রিবিউটার চাই। জেলা : আলিপুরদুয়ার / কোচবিহার। M : 8101994671. (C/115508)

কর্মখালি

Staff required in Advocate's Office at Khalpara, Siliguri. Salary 10000/-. Contact - 9932892932. (C/115255)

আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির একমাত্র ঠিকানা 'প্লেসমেন্ট'। (M) 7679703364. (C/115257)

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য (H.S. পাশ) ও ডাটা এন্ট্রির জন্য যুবক চাই। যোগাযোগ : 7699002805. (C/115255)

Sikkim Hotel Helper Staff need Rs. 8000. Mob : 7865958226. (C/115256)

Required male/female executives for a reputed travel agency, opening soon at Siliguri. Graduate candidates fluent in English, Bengali, Hindi and Nepali may send their resume at skdeyslg@gmail.com (C/115254)

৫টি ডিভিশনেই পণ্য পরিবহনের বাজারের সম্ভাবনা অধ্যয়নের জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ

টেন্ডার নং. সিএ৮৩আরএনওয়াইটিবিপিপিসিআ, তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৫। [illegible] টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,০০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice

The undersigned invites sealed bids from eligible bidders for different type of works for NIT No. 20 (e)/IGP, 21 (e)/IGP, 22 (e)/IGP, 23 (e)/ IGP and 24/IGP/2025 dated 18/03/2025. Period of downloading bidding documents from e-procurement portal from 18/03/2025 to 26/03/2025. For dctails contact 7431957398.

Sd/-
Pradhan
Islampur Gram Panchyat
Vill-Chandpur, P.O-Mihahat
HC Pur-II, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০০৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০০৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরে একলাফে বাড়ল ৪৫ গন্ডার

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও শুভদীপ শর্মা

মাদারিহাট ও লাটাগুড়ি, ১৮ মার্চ: গন্ডারের সংখ্যার দিক থেকে দেশে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখল জলদাপাড়া। গত ৫ ও ৬ মার্চ জলদাপাড়ায় গন্ডার গণনা হয়েছিল। মঙ্গলবার তার রিপোর্ট প্রকাশ করে বন দপ্তর। ৩৩১টি গন্ডার এবারের গণনায় উঠে এসেছে। গন্ডারকুলের এই পরিসংখ্যান দেশের সর্বোচ্চ অসমের কাজিরাঙ্গার পরেই। ২০২২ সালের গণনায় জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২৯২। গত প্রায় তিন বছরে ৩৯টি বেড়েছে। ২০১৯ সালে ছিল ২৩৭টি। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'গন্ডারের সংখ্যা ৪ থেকে ৬ শতাংশ হারে বাড়ে। আর আমাদের এবারে বাড়ার হার ৪.২৭ শতাংশ। হিসেব অনুযায়ী ঠিক আছে।' সুখবর এসেছে গরুমারা থেকেও। সেখানে গন্ডারের সংখ্যা ৫৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১-তে।

এবারে গন্ডার গণনা হয়েছিল জলদাপাড়ার পাঁচটি রেঞ্জে। কোন রেঞ্জে কত গন্ডার পাওয়া গিয়েছে, তার হিসেব দেওয়া হয়েছে। চিলাপাতা রেঞ্জে ৪০টি, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে সবচেয়ে বেশি ১৪৩টি, নর্থ রেঞ্জে ৬৩টি, পশ্চিম রেঞ্জে ৫৫টি এবং কোদালবস্তি রেঞ্জে ৩৩টি। তবে, এই হিসেব অনুযায়ী ১৩৪টি হলেও বন দপ্তর চূড়ান্ত সংখ্যা বলেছে ১৩১টি।

জলদাপাড়ায় ১৯৮৫ সালে গন্ডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪টিতে। সেই সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৩৩১টিতে। তবে, যেভাবে সংখ্যা বাড়ছে তাতে চিন্তার ভাঁজ রয়েছে। কারণ সংখ্যা বাড়লেও জলদাপাড়ার তৃণভূমির পরিমাণ এতটুকু বাড়েনি। জলদাপাড়ার আয়তনের মোট পরিমাণের মাত্র ৪০ শতাংশ রয়েছে তৃণভূমি। যার উপর নির্ভরশীল এতগুলি গন্ডার। ৮৫টি কুনকি হাতি ছাড়াও প্রায় শতাধিক বুনো হাতি। এছাড়াও কয়েক হাজার বাইসন, হরিণ। আর গত তিন বছর ধরে ঘাসের প্ল্যান্টেশন বন্ধ রয়েছে। ফলে এর প্রভাব ভয়ংকরভাবেই পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'আমি এবার গন্ডার গণনার কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে। তবে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি ভীষণ খুশি।' যদিও উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর বলছেন, 'খাদ্য সংকট হবে না জলদাপাড়ায়। যথেষ্ট পরিমাণে খাবার মজুত রয়েছে। আর গন্ডারদের নতুন বাসভূমি তৈরির কাজ চলছে।' তবে জলদাপাড়ায় যে হারে গন্ডারের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে খুশি জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের বনকর্মীরা।

অন্যদিকে, গরুমারায় ২০২২ সালের শুমারিতে ৫৫টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। সম্প্রতি হওয়া শুমারি চলাকালীনই সংশ্লিষ্ট কাজে থাকা বনকর্মী থেকে শুরু করে বনকর্তারা জানিয়েছিলেন, গন্ডারের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন তাঁরা। কারণ একাধিক গন্ডার শাবকের দেখা মিলেছে। সেই হিসেবেই ফাইনাল রিপোর্টে উঠে এসেছে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডার। –সংবাদচিত্র

> আমি এবার গন্ডার গণনার কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে। তবে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি ভীষণ খুশি।
>
> **–বিশ্বজিৎ সাহা**
> *বিশিষ্ট পরিবেশবিদ*

উপাচার্যদের সম্মেলন

কলকাতা, ১৮ মার্চ : এআইইউ পূর্বাঞ্চলের ২০২৪-'২৫ সালের উপাচার্যদের সভা শুরু হয়েছে। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। সেখানে উপাচার্যদের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাবিদও উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এআইইউয়ের সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার পাঠক, সহ সভাপতি ভিএন রাজশেখর পিল্লাই, সম্পাদক সর্দার তরণজিৎ সিং, জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ পঙ্কজ মিত্তাল, জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সমরজিৎ সিং এবং জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে 'ন্যায়, বৈচিত্র্য ও স্থায়িত্ব' থিমের অধীনে উচ্চশিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রিফন শকুনের দেখা

নাগরাকাটা, ১৮ মার্চ : দেখা মিলল বিপন্নতার তালিকায় নাম থাকা হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির এক ঝাঁক শকুনের। মঙ্গলবার দুপুরে নাগরাকাটার উপকণ্ঠে জলঢাকার তীরে সুদূর হিমালয়ান রেঞ্জের নানা এলাকা থেকে পাড়ি দেওয়া ওই পক্ষীকুলকে দেখেন স্থানীয়রা।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'অত্যন্ত ইতিবাচক খবর। শকুনগুলির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।' বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র অনিমেষ বসু জানান, জলঢাকার তীরে যে শকুনগুলি দেখা গিয়েছে সেগুলি হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির। এই ধরনের শকুনও বিপন্ন তালিকাভুক্ত। মূলত শীতকালে হিমালয়ের নানা এলাকা থেকে নেমে আসে। গরম পড়তেই মূল বাসস্থানে ফিরে যায়।

KIIT
KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (KIIT)
Deemed to be University
(Established U/S 3 of UGC Act 1956), Bhubaneswar, Odisha, India

15th nirf Among Indian Universities Ranked by NIRF, Govt. of India
A++ Grade Accredited by NAAC
Tier 1 Re-accredited by NBA All Engineering Programs for 6 Years
Special Consultative Status by the UN-ECOSOC
ABET (US) Accreditation
THE 601-800 University Ranking World University Rankings 2024
IET Accredited Programme The Institute of Engineering and Technology

ADMISSION OPEN
Apply Online Through KIITEE
www.kiitee.kiit.ac.in

SCHOOL OF MASS COMMUNICATION
ACADEMIC PROGRAMMES AVAILABLE
- Bachelor of Communication & Journalism (BC&J) (3/4 Years)
- Master of Communication & Journalism (MC&J) (2 Years)
- PhD in Communication & Journalism

PLACEMENT OPPORTUNITIES
Corporate Communication, Advertising, PR, Print Media, Television, Radio, Digital Media, Event Management, Media Planning, Data Journalism, Education & Training and Entrepreneurship & Startups

SCHOOL OF FILM & MEDIA SCIENCES
ACADEMIC PROGRAMMES AVAILABLE
- Bachelor of Film & Television Production (Hons: Direction, Cinematography, Editing and Audiography) (3/4 Years)

PLACEMENT OPPORTUNITIES
TV & Film Industry, OTT Platforms & Digital Streaming, Corporate Films, Independent Cinema, Education & Training and Entrepreneurship & Startups

SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY
ACADEMIC PROGRAMMES AVAILABLE
- Bachelor of Design (Fashion/ Textile) 4 Years

PLACEMENT OPPORTUNITIES
Fashion Industry, Apparel &Textile Industry, Retail & E-Commerce, Luxury & Lifestyle Industry, Entrepreneurship & Startups, Education & Training

FACILITIES:
- Expert Faculties
- Specialized Curriculum
- Global University Tie-ups
- Kalinga TV/KNews Immersion
- Clubs & Field Trips
- Entrepreneurship
- Resources For Holistic Learning & Growth
- Multiple Internships & Exposures
- Professional TV & Film Studios with Chroma Facility
- Design Lab
- Fashion Studio
- Textile & Garment Construction Facility
- Weaving Lab
- Pattern Making & Draping Lab
- CAD Lab
- Colour Lab (DYEING & PRINTING)

Director, Admissions :
Admission Cell, Koel Campus, Po- KIIT Bhubaneswar-751024, Odisha, India
Ph: 8080 735 735
Fax : 0674 - 2741465
Email: admission@kiit.ac.in
Website: www.kiitee.ac.in
Scan to Apply
KIIT (Deemed to be University) has only one permanent campus in Bhubaneswar, Odisha. It has no other campus / off campus anywhere else in the country and globe.

কেন TMT ফ্লেক্সি-ষ্ট্রং হওয়া উচিত?

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এটা মনে হতে পারে যে একটি নির্মাণকে মজবুত রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন একটি টিএমটি রিবার যা খুব শক্তিশালী। কিন্তু নির্মাণকে চিরদিন অটুট রাখার জন্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কঠিন আবহাওয়ার থেকে রক্ষা করার জন্য টিএমটি রিবারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যা হলো নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি।

সুতরাং, একটি বাড়িকে শক্তিশালী এবং চিরদিন অটুট রাখার জন্য, আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন এমন টিএমটি যার মধ্যে দুই-ই আছে - উচ্চমানের ফ্লেক্সিবিলিটি এবং পর্যাপ্ত শক্তি। The Bureau of Indian Standards এবং IIT-র স্বনামধন্য অধ্যাপকেরাও এই বিষয়ে একমত।

কিন্তু শক্তি এবং নমনীয়তা-দুটোকেই বেশি রাখা খুবই কঠিন, কারণ শক্তির বৃদ্ধি হলে নমনীয়তার ক্ষয় হয়। বহু বছরের গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে, শ্যাম স্টিল নিয়ে এসেছে একটি অভূতপূর্ব টিএমটি রিবার, Flexi-Strong TMT rebar, যাতে দুটি বৈশিষ্ট্যই রয়েছে - উচ্চমানের নমনীয়তা এবং পর্যাপ্ত শক্তি, যাতে আপনার বাড়ি থাকে চিরদিন স্ট্রং, প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য।

৭০ বছরের অভিজ্ঞতা

SHYAM STEEL®
flexi STRONG® TMT REBAR
যেমন স্ট্রং, তেমন ফ্লেক্সিবেল

শুদ্ধ ইস্পাতের অঙ্গীকার
ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টে উচ্চমানের আয়রন ওর দিয়ে তৈরি। NABL স্বীকৃত ল্যাবে কোয়ালিটি পরীক্ষিত।

৭০ বছরের অভিজ্ঞতা
নিখুঁত মানের টিএমটি উৎপাদনের সাত দশকের অভিজ্ঞতা।

মেগা প্রোজেক্ট বা নিজের বাড়ি
শ'য়ে শ'য়ে মেগা প্রোজেক্ট, লক্ষ লক্ষ স্বপ্নের বাড়ি, এক টিএমটি।

Toll Free 1800 120 4007
অনলাইনে অর্ডার করতে: www.shop.shyamsteel.com

মোরগ লড়াই ঘিরে ধুন্ধুমার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : চলছিল মোরগের লড়াই। সেই লড়াই বদলে গেল জনতার খণ্ডযুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে কমিটি পক্ষপাতিত্ব করেছে। সেকারণে লড়াই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ঘটনা বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েতের গোপালপুরে।

গোপালপুরে কয়েক বছর ধরে চলছে মোরগের লড়াই। তা দেখতে বহুদূর থেকে মানুষ আসেন। খেলা তদারকির জন্য এলাকার একটি ক্লাবের তরফে একটি কমিটিও তৈরি করে দেওয়া হয়। যার সম্পাদক রবীন্দ্র মাহাতো। লড়াই চলছিল অসীম বর্মনের মোরগের সঙ্গে ওই কমিটির সদস্য সুধাংশু মাহাতোর মোরগের। দীর্ঘক্ষণ ধরে দুই মোরগের লড়াই চলে। কিন্তু কোনও ফলাফল বের হয়নি। অসীম বর্মন পক্ষের দাবি, তারা জয়ী হলেও সুধাংশ মাহাতো যেহেতু কমিটির সদস্য, তাই খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। জানিয়ে দেওয়া হয়, অন্যদিন আবার খেলা হবে। এই নিয়ে দুই পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে যায়।

গোপালপুরে

কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্র মাহাতোর অভিযোগ, মোরগের লড়াই অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় আমরা হস্তক্ষেপ করেছিলাম। বলেছিলাম, অন্যদিন আবার খেলা হবে। সেই কথা শুনে দু'পক্ষই তাদের মোরগ নিয়ে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু অসীম বর্মন ও তার সঙ্গে যারা ছিলেন, তারা আমার দোকানে এসে হামলা করে। আমাকে মারধর করে। কমিটির সদস্য তথা প্রতিযোগী সুধাংশু মাহাতোর বাড়িতেও হামলা চালায়। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে পক্ষপাতিত্বের।' মারধরে চোট পেয়েছেন রবীন্দ্র মাহাতো। হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বালুরঘাট থানা তদন্ত শুরু করেছে।

বন্ধ পানীয় জলের জোগান

গঙ্গারামপুর, ১৮ মার্চ : সাবমার্সিবল পাম্পের সোলার সিস্টেম চুরি হয়ে যাওয়াতে প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ রয়েছে গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীতলা গোয়ালপাড়া সংসদে। ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে পঞ্চায়েতের পঞ্চদশ অর্থ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচা করে লক্ষ্মীতলা এলাকায় সোলার সিস্টেমে পরিশ্রুত পানীয় জলের মেশিন স্থাপন করেছিল বেলবাড়ি-১ পঞ্চায়েত। তবে প্রায় একবছর আগে সাবমার্সিবল পাম্পের সোলার সিস্টেম চুরি হয়ে যায়। তারপরে থেকেই প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে লক্ষ্মীতলা এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

তৃণমূলের সভা

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : বালুরঘাট শহর যুব তৃণমূলের তরফে জরুরি সভা আয়োজিত হল। সোমবার বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে যেখানে উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি অম্বরিশ সরকার, বালুঘাট টাউন যুব তৃণমূলের সভাপতি মহেশ পারখ প্রমুখ। সভায় ২১ মার্চ জনসভার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী বিধানসভাকে পাখির চোখ করে সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে। ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা ও নির্দেশিকা সংক্রান্ত পর্যালোচনাও হয়েছে এদিন।

দুঃস্থদের পাশে

কুশমণ্ডি, ১৮ মার্চ : রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় দুঃস্থ বাচ্চাদের গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্পে নতুন ক্লাসঘর নির্মাণের জন্য হাঁসরোইল বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে নতুন ক্লাসঘর তৈরির জন্য কলকাতা নিবাসী কুশল ভট্টাচার্য এবং পুতুল ভট্টাচার্য ৫০ হাজার টাকা আজ দান করেন। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী বরুণ মজুমদার।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পহলগামের পথে।। ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির গৌতমেন্দু নন্দী।

তৃণমূল কর্মী খুনে ৬ জনের যাবজ্জীবন

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতের এডিজে থার্ড কোর্টের বিচারক মনোজ প্রসাদ অভিযুক্ত ৬ জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম রামপ্রসাদ হালদার। বাড়ি বালুরঘাট পুরসভার ছিন্নমস্তাপল্লিতে। ছেলের খুনিরা শাস্তি পাওয়ায় খুশি মৃতের পরিবার।

মৃতের বাবা অমল হালদার বলেন, 'ছেলে তৃণমূল করত। কেন তাকে খুন করা হল, তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। ছেলেকে খুন যারা করেছিল তাদের ফাঁসির সাজা চেয়েছিলাম। তাদের ফাঁসি না হলেও ছয়জনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

মৃতের মা আদরি হালদার জানান, 'কী হয়েছিল কেন এই ছেলেকে খুন করল, আমরা জানি না। কিন্তু ছেলেকে তারা খুনই করে দিল। বর্তমানে ছেলের বৌ এবং নাতি রয়েছে। ছেলের বৌ অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে।'

জেলার সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তীর কথায়, 'বালুরঘাটে রামপ্রসাদ হালদার খুনের মামলায় বিচারক অভিযুক্ত ছয়জনকে ৩০২ ও ৩৪ নম্বর ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। অনাদায়ে আরও পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও ২০১ ও ৩৪ নম্বর ধারায় ছয়জনকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও ৫০৬ ও ৩৪ নম্বর ধারায় তাদের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

লাভের আশায় রমজানে ফল বিক্রেতার সংখ্যা বাড়ে

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৮ মার্চ : চলছে রমজান মাস। রোজাদাররা অনেকেই এই সময় রীতি মেনে ইফতারে ফল খান। ফলে এই সময় বাজারে বেশ ফলের চাহিদাও থাকে। সেই কথা মাথায় রেখেই বছরে এই এক মাস পেশা হিসেবে ফল বিক্রিকেই বেছে নেন বিজয়, আসলামরা। এই এক মাসের বিক্রিতেই মুখে হাসি ফোটে তাঁদের। কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের বৈষ্ণবনগর বাজার, লক্ষ্মীপুর, কুম্ভীরা, কেবিএস, পুরোনো ১৮ মাইল সহ বিভিন্ন এলাকার বাজারে গেলে অনেক ফলের দোকান চোখে পড়ে এই সময়।

রমজান মাসে ইফতারির ফলের পসরা নিয়ে বসেন বিজয় লালা ও আসলাম হোসেন। বিজয় লালার কথায়, 'এগারো মাস ফেরি করি। রোজার এক মাস ফলের দোকান বসায়। লকডাউনের পর থেকেই শুধু রোজার মাসে ফল বিক্রি করে ভালো রোজগার করি। সেটা দিয়ে পুজোর কেনাকাটার টাকা হয়ে যায়। বেশ কয়েক মাস সংসার সুখের মুখ দেখে।'

আরেক অস্থায়ী ফল বিক্রেতা আসলাম হোসেন বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে বেশিরভাগ সময় ভিনরাজ্যে থাকি। শুধু রোজার মাসে ফল বিক্রি করি ভালো রোজগারের আসায়। এবার তো ভালোই আমদানি হচ্ছে।'

বৈষ্ণবনগর বাজারের ফল ব্যবসায়ী অমল লালা, সুকান্ত ঘোষ, রফিক হোসেনরা জানান, রমজানের এক মাস ভালো ব্যবসা হয়। বিক্রিও ভালো হয়। এই মাসে ফলের দাম একটু বেশি থাকে। বর্তমানে তরমুজ, আঙুর, আপেল, কলা, বেদানা ও খেজুর ইত্যাদি ফলের চাহিদা খুব বেশি। এক মাস ব্যবসা ভালো চলে।

রমজানে ফলওয়ালার মুখে হাসি ফুটেছে। মঙ্গলবার তোলা সংবাদচিত্র।

যমুনাপাড়ে তুলে রাখা বালি বাজেয়াপ্ত

হিলি, ১৮ মার্চ : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যমুনা নদীর পাড়ে বেআইনিভাবে জড়ো করা বালি বাজেয়াপ্ত করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। মঙ্গলবার দুপুরে হিলি থানার পশ্চিম আপ্তেরের যমুনা নদী সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালান রাজস্ব আধিকারিকেরা। ঘটনায় কাউকে পাকড়াও করতে না পারলেও তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে সব মহলে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সরকারি নথিতে হিলির যমুনা নদীতে চর নেই। সেকারণেই ওই নদীতে সরকারিভাবে কোনওপ্রকার বালি উত্তোলনের ছাড়পত্র নেই। বেআইনিভাবে দীর্ঘদিন ধরে নদীর বুক থেকে বালি চুরি চলছিল। ভূমি ও ভূমি সংস্কারের দপ্তরের নজর এড়িয়ে ওই কারবার চালাত অসাধু ব্যবসায়ীরা। নদী থেকে বালি চুরি করে গোপন ডেরায় জড়ো করা হত। তারপর সেখান থেকে কারবারিরা বালি তুলে বিক্রি করত। এপ্রসঙ্গে হিলির ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপেশকুমার মল্লিক বলেন, 'নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বালির স্তূপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আইনি প্রক্রিয়ায় ওই বালিগুলি নিলাম করা হবে।'

রাস্তার সম্প্রসারণ

তপন ও হরিরামপুর, ১৮ মার্চ : একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার তপন ব্লকের মদনাহারে রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। মদনাহারের রাজ্য সড়ক থেকে ঝাপড়ি কালীমাতা মন্দির যাবার রাস্তাটি এতদিন কাঁচা ছিল। ফলে এলাকার মানুষজন সহ ভক্তদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। পাকা রাস্তার দাবিতে সরব হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। কাজের সূচনা করেন গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র ও তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন।

অন্যদিকে, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে হরিরামপুর মসজিদ মোড় থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হল।

আহত প্যালাস গাল উদ্ধার

গাজোল, ১৮ মার্চ : আহত অবস্থায় একটি প্যালাস গাল উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। যা গ্রেট ব্ল্যাক হেডেড গাল নামেও পরিচিত।

সোমবার গভীর রাতে করকচ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হোসেনপুর গ্রামের এক কৃষকের পরিবারের কাছ থেকে পাখিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। মঙ্গলবার দুপুরে আদিনা ডিয়ার পার্কের কর্মীদের হাতে আহত পাখিটিকে হস্তান্তর করা হয়। পাখিটির একটি পা এবং ডানায় ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে এই ক্ষতের জন্যই পাখিটি উড়তে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন রেপ্টোহলিক্সের সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, 'রবিবার করকচ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হোসেনপুর গ্রামের দ্বিজেন রায় নামে এক কৃষক পাখিটিকে আহত অবস্থায় জমিতে পড়ে থাকতে দেখেন। এই অবস্থায় পাখিটিকে উদ্ধার করে তিনি বাড়ি নিয়ে আসেন। খাবার হিসেবে দেন গেঁড়ি এবং গুগলি। সোমবার সন্ধেবেলা আমরা খবর পাই। এরপর রাত বারোটা নাগাদ পাখিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।'

আদিনা মৃগদাবে পাখিটিকে ঘিরে রেখেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ সামসীতে

ট্র্যাক্টরে পিষ্ট টোটোচালক

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৮ মার্চ : বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের গতির বলি এক টোটোচালক। জখম আরও দুই যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে সামসী এসবিআই ব্যাংক এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃত টোটোচালকের নাম ইশা আলি(৫০), বাড়ি রতুয়া-২ ব্লকের কুমারগঞ্জ এলাকায়। তার অকালমৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জখম দুই টোটো যাত্রী, লক্ষ্মী মাঝি ও জাক্কার হোসেন। পুলিশ ট্র্যাক্টর ও টোটোটিকে উদ্ধার করে সামসী পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। ট্র্যাক্টরের চালককেও আটক করেছে পুলিশ।

এদিন সামসী এসবিআই ব্যাংকের সামনে যাত্রী নিয়ে ৪২০ মোড়মুখী একটি টোটো দাঁড়িয়েছিল। ঘাসিরাম মোড়মুখী বেপরোয়া একটি ট্র্যাক্টর সজোরে ধাক্কা মারে টোটোটিকে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী সহ টোটোটি পালটি খায়। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পালটি খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনায় টোটোর চালক ইশা আলি ও দুই যাত্রী লক্ষ্মী মাঝি ও জাক্কার হোসেন মারাত্মকভাবে জখম হন। রক্তাক্ত অবস্থায় জখম তিনজনকে স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তাদের তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়। পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে টোটোর চালক ইশা আলিকে মৃত বলে জানিয়ে দেন চিকিৎসকরা।

দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন এলাকার বাসিন্দারা। - সংবাদচিত্র

সামসীর এক বাসিন্দা অভিষেক সিংহানিয়ার অভিযোগ, 'বেপরোয়াভাবে ট্র্যাক্টর চালানোর ফলেই তরতাজা প্রাণ গেল এদিন। এটি জনবহুল এলাকা। এখানে ব্যাংক, পোস্ট অফিস সহ নানা সরকারি অফিস রয়েছে। বাজার লাগোয়া দুটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও একটি প্রাথমিক রয়েছে। সামসী এগ্রিল হাইস্কুল ও সীতাদেবী বালিকা বিদ্যামন্দির দুটি স্কুলেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ভেনু ছিল। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল। তার মধ্যে এই দুর্ঘটনায় বিপত্তি আরও বাড়াল।'

> বেআইনি ট্র্যাক্টরগুলির পাশাপাশি কিছু টোটোচালকও বাড়াবাড়ি করছেন। তাঁদের চলাচলেও নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত।
>
> **তারিকুল ইসলাম**
> **শিক্ষক, সামসী**

সামসী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রামচন্দ্র সাহার বক্তব্য, 'ঘাতক ট্র্যাক্টরচালক মহম্মদ জমসেদকে আটক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করে পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনাস্থল থেকে টোটোটিকেও আটক করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

রোজার মধ্যে রক্তদান

সামসী, ১৮ মার্চ : রোজা রেখে এক থ্যালাসিমিয়া রোগীকে রক্ত দিলেন এক তরুণ। রতুয়ার বাহিরকাপ গ্রামের বাসিন্দা সাকিবুল হাসান(১১) থ্যালাসিমিয়া রোগে আক্রান্ত। গত তিনদিন থেকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটিতে ভর্তি। মঙ্গলবার তার এক ইউনিট এ-পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন পড়ে। সমাজমাধ্যমে তা জানতে পেরেই ভাদোরের বাসিন্দা মিসবাহুল আলম জেমস রোজা অবস্থায় চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত সাকিবুল হাসানকে এক ইউনিট রক্ত দেন মিসবাহুল আলম জেমস।

মিসবাহুল আলম জেমস জানায়, 'এখনও পর্যন্ত নিজে ১৭ বার রক্ত দিয়েছি। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২৬৪ জনকে রক্তদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। যতদিন বাঁচব ততদিনই রক্তদানের ব্যবস্থা করব।'

ওই থ্যালাসিমিয়া রোগীর বাবা মাইনুল হক ছেলের জন্য রক্ত পেয়ে রক্তদাতা মিসবাহুল আলম জেমসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আরপিএফ ব্যারাকের উদ্বোধন

মালদা, ১৮ মার্চ : মালদায় নবনির্মিত আরপিএফ ব্যারাকের উদ্বোধন। মঙ্গলবার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তা, মালদা বিভাগের নিরাপত্তা আধিকারিক একে কুল্লু প্রমুখ। নতুন এই ব্যারাকটি আধুনিকমানের পরিকাঠামো দিয়ে সুসজ্জিত। ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তা বলেন, 'যাত্রী এবং রেলের সুরক্ষার জন্য আরপিএফ নিরলস ভাবে তাদের কাজ করে চলে। তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে নতুন এই ব্যারাক।'

পথ নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা

বুনিয়াদপুর, ১৮ মার্চ : বংশীহারী বিডিও অফিসের সভাকক্ষে পথ নিরাপত্তা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সুব্রত বল, বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ, হরিরামপুর ট্রাফিক ওসি দেবাশিস রায়, বংশীহারী থানার প্রতিনিধি, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ধুমসাদিঘি থেকে কুশকারীর রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানো, টোটোর নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স প্রদান, রাতে হেড লাইট জ্বালানো এবং ঊর্ধ্বগতিতে চলাচলের রাশ নিয়ন্ত্রণে পুরসভার প্রশাসক, প্রধান এবং স্থানীয় টোটো ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ব্যাংকের সভা

বুনিয়াদপুর, ১৮ মার্চ : মঙ্গলবার বংশীহারী বিডিও অফিসের সভাকক্ষে ব্লক লেভেল ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় বিডিও সুব্রত বল, বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গনেশ প্রসাদ, জেলার লিড ব্যাংকগুলির প্রতিনিধি এবং একজন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় কৃষি, প্রাণীসম্পদ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ঋণদানে অহেতুক টালবাহানা না করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ঋণদান, নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব না করা এবং নতুন ঋণদানের ক্ষেত্রে কালক্ষেপ না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া ইত্যাদি।

চান্দাহারে ঘোলা জলে মিড-ডে মিলের রান্না

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৮ মার্চ : গঙ্গারামপুর ব্লকে গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েতের চান্দাহারের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের পানীয় জলের কষ্ট দূর করতে বসানো হয়েছিল চারটি মার্ক টু টিউবওয়েল। গরম সেভাবে এখনও পড়েনি। তার মধ্যে তিনটি টিউবওয়েল বিকল। একটি দিয়ে জল যাওবা ওঠে, তাও আয়রনযুক্ত ঘোলা জল। অভিযোগ, শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মার্ক টু টিউবওয়েলের ওই জল দিয়ে মিড-ডে মিলের রান্না হয়। গ্রামবাসীদেরও ভরসা একই নলকূপ। সকলেই পেটের অসুখের আতঙ্কে ভুগছেন।

চান্দাহারের বাসিন্দা মুনি মার্ডি বলেন, 'আমাদের গ্রামে চারটি মার্ক টু টিউবওয়েল। তার মধ্যে তিনটি দিয়ে জল ওঠে না। গ্রামের স্কুলের মার্ক টু টিউবওয়েল দিয়ে ঘোলা জল বের হয়। বাধ্য হয়ে আমাদের সেই জল খেতে হচ্ছে। ওই জল দিয়ে রান্না হচ্ছে মিড-ডে মিল। আমরা মাঝেমধ্যে পেটের অসুখে ভুগছি। প্রশাসন পানীয় জলের ব্যবস্থা করলে স্বস্তি পেতাম।'

> স্কুলের নলকূপ দিয়ে জল উঠলেও সেটা খাওয়া যায় না। অথচ না খেয়েও উপায় নেই। পরিষ্কার জলের জন্য যেতে হয় প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে জমিতে জল দেওয়ার জন্য রাখা পাম্পের জল আনতে হয়। যে কোনও মুহূর্তে স্কুলের টিউবওয়েলটিও বিকল হতে পারে। তাহলে আমরা কোথায় যাব?
>
> **সন্দীপ মার্ডি, বাসিন্দা**

একই অভিযোগ সন্দীপ মার্ডির। তিনি বলেন, 'স্কুলের নলকূপ দিয়ে জল উঠলেও সেটা খাওয়া যায় না। অথচ না খেয়েও উপায় নেই। পরিষ্কার জলের জন্য যেতে হয় প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে জমিতে জল দেওয়ার জন্য রাখা পাম্পের জল আনতে হয়। যে কোনও মুহূর্তে স্কুলের টিউবওয়েলটিও বিকল হতে পারে। তাহলে আমরা কোথায় যাব?'

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকা শাশ্বতি ঘোষাল বলেন, 'আয়রনযুক্ত ঘোলা জলে সবকাজ করতে হচ্ছে। পানীয় জলের জন্য প্রশাসনের তরফে বিকল্প ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।'

বিডিও অর্পিতা ঘোষাল বলেন, 'জলস্তর নীচে নেমে যাওয়ায় অনেক মার্ক টু টিউবওয়েল দিয়ে জল উঠছে না। চান্দাহারে পানীয় জল নিয়ে যাতে সমস্যা না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

খটখটে পুনর্ভবার বুকে ফাঁকা নৌকা। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে। - চয়ন হোড়

বেহাল আলপথেই চলাচল বিলপাড়ায়

কুমারগঞ্জ, ১৮ মার্চ : চলাচলের রাস্তা আলপথ। সেই রাস্তার অবস্থাও বেহাল। দক্ষিণ দিনাজপুরের দিওর পঞ্চায়েতের নেত্রডাঙা বিলপাড়া গ্রামটির প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন বাসিন্দার একমাত্র ভরসা মাঠের আলের সরু মাটির রাস্তা। কিন্তু সেই রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিদিনই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে। বর্ষার সময় তো সমস্যা চরম আকার নেয়। পথচলা কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন পর্যন্ত আবেদন জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। রাস্তার সংস্কার ও সিমেন্ট ঢালাই করার দাবি দীর্ঘদিনের হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাধ্য হয়ে সম্প্রতি গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা নিজেরাই মাটি কেটে আলের রাস্তার কিছুটা সংস্কার করেন। কিন্তু এই সমাধান সাময়িক, স্থায়ী নয়। বিলপাড়ার বাসিন্দা সুমন রায় জানান, প্রায় দুশো মিটার রাস্তা সিমেন্ট ঢালাই হলে আমাদের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে। কিন্তু বারবার বলেও কোনও লাভ হচ্ছে না। বিডিও-র কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল, কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য মন্মথ রায়ও স্বীকার করেছেন রাস্তার প্রয়োজনীয়তার কথা। তবে তিনি শুধু আশ্বাস দিয়েছেন, কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা জানাননি।

পাইপলাইন মেরামত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ মার্চ : সুবিধে হল অবশেষে। বেশ কদিন ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় ড্রেনের নিচে থাকা পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপলাইনে ফাটল ধরে ছিল। অভিযোগ, ওই জলের পাইপের ফাটলের মধ্যে দিয়ে ড্রেনের নোংরা জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। অবিলম্বে পাইপলাইন মেরামত করার জন্য সরব হয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে চাঁচল মহকুমার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফেটে যাওয়া পরিস্রুত পাইপলাইন মেরামতির কাজে নামে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

ওই এলাকারই বাসিন্দা সুব্রত দাসের বক্তব্য, 'বেশ কয়েকদিন ধরে পাইপলাইনে ফাটল ধরেছে। আর ড্রেনের নীচে থাকায় পাইপলাইনের মধ্যে ড্রেনের নোংরা জল ঢুকেছিল। সেই জলই মানুষ পান করছিল। বারবার অভিযোগ করেও ফল হয়নি। অবশেষে মেরামতি হচ্ছে।'

রায়গঞ্জে বাল্যবিবাহ রোধে কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : বাল্যবিবাহ রোধে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল ১২ নম্বর বড়ুয়া পঞ্চায়েত দপ্তরে। অঞ্চলের ৫৬ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এই কর্মশালায় যোগ দেন। রাজ্য সরকার মহিলাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্প চালু করলেও প্রতিদিন বাড়ছে বাল্যবিবাহ। গ্রামের মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের মেয়েকে ১৮ বছরের আগে যাতে বিয়ে না দেন, সেজন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য আবেদন করেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভবানন্দ বর্মন। সিনিয়ার ব্লক সুপারভাইজার সুব্রত সাহা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা কীভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করবেন সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের উদ্যোগে সোমবার বিভিন্ন বয়সি প্রতিযোগীদের নিয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হল বালুরঘাটে। এদিন সংগঠনের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বালুরঘাটের প্রায় ৩০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। বিজয়ীদের এপ্রিল মাসের শুরুতে প্রতিষ্ঠা দিবসে পুরস্কৃত করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

হে বন্ধু বিদায়...

চোখের জলে শেষ দেখা। চারপাশে সুহৃদরা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

মাধবদার পরামর্শই এখনও পাথেয়

পরিমল ত্রিবেদী

আমরা যারা মহানগরের বাইরে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে থিয়েটার চর্চা করি তাদের কাছে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বড় প্রেরণা। যিনি বালুরঘাটে থেকে থিয়েটার চর্চায় সারা বাংলা জয় করেছিলেন। তাঁর নাট্যচর্চায় ছিল জেলার ভাষা সংস্কৃতি সমাজ রাজনীতির কথা। তাঁর 'দেবী গর্জন' সহ অন্যান্য প্রযোজনাগুলো দেখেইতো আমার 'লোতুন জেবন', 'উদাস পূজা', 'গম্ভীরা গম্ভীরা', 'আলকাপ মায়া'। আমার থিয়েটারে মাধবদার প্রভাব যথেষ্টই।

সেই আশির দশকে 'দেবী গর্জন' নাটকটি আমি দেখেছিলাম। পরবর্তীতে হরিমাধবদার অন্যান্য কাজের সঙ্গে আমার বিস্তর পরিচয় ঘটে। কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ ঘটে ১৯৯০ সালের ১৬ ই অগাস্ট।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আয়োজনে সেবার ১৫ অগাস্ট থেকে ১৯ অগাস্ট মালদা রবীন্দ্র ভবনে পাঁচ দিনব্যপী নাট্যোৎসব হয়েছিল। সেই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির পর্যবেক্ষক ছিলেন হরিমাধবদা। দ্বিতীয় দিন আমাদের 'জীবনযাপন' নাটক শেষে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমাদের দল, আমাদের নাটক নিয়ে অনেক কথা বললেন। শেষে বললেন, কালই তোমার বাড়ি যাব। সেইমতো পরদিন তিনি আমার চরিঅনন্তপুর গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু আমাদের পরম আপনজন আদ্যন্ত থিয়েটারের মানুষ সোমানি কাকু (পুরুষোত্তম সোমানি)। আমার বাড়িই আমার থিয়েটার, আমার ঘর। সব দেখলেন। দলের ছেলেরা সবাই ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে কীভাবে এই রকম একটি জায়গায় যেখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত মাত্র দু কিমি, চোরা অবৈধ ব্যবসা চলে, যেখানে জাল টাকার কারবার প্রতিনিয়ত ধরা পড়ে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ হত দরিদ্র, সেখানে লণ্ঠনের আলোয় উঠোনে রিহার্সাল, এবং 'জীবনযাপন' এই থিয়েটার!

সব ঘুরে দেখা ও কথার মাঝে কখন উনি আমার মাধব দা হয়ে গেছেন খেয়াল করিনি। অনেক কথা হল, তার মধ্যে ওনার যে পরামর্শটি আজও আমার পাথেয় সেটা হল, 'পরিমল তুই মালদার ছেলে, তদুপরি গাঁয়ের ছেলে, গম্ভীরা, আলকাপ, মনসা মঙ্গল তোর রক্তে। তুই গম্ভীরা নিয়ে কাজ কর, আলকাপ, বনবিবি-সোনা রায় নিয়ে কিছু কর। মালদার ভাষাকে অবলম্বন করে নিজেই নাটক লেখ, নাটক কর।' সেই কথা আজও আমি ভুলিনি। এসব আজ বড় মনে পড়ছে!

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানতে কমলদার (কমল দাস) ফেসবুক পোস্টে নিয়মিত নজর রাখতাম। সোমবার রাতে তাঁর প্রয়াণের খবরটি পেয়ে বিয়োগ ব্যথায় বড় কষ্ট পেয়েছি। এই সময়ে আমরা আমাদের একজন অভিভাবক ও পথ প্রদর্শককে হারালাম। এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বাংলা থিয়েটারের।

প্রণাম মাধবদা! না ফেরার দেশে ভালো থাকুন।

(লেখক নাট্য পরিচালক, মালদা মালঞ্চ)

রিহার্সালে বাঁশি আর বাজবে না...

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ মার্চ : ভারী গলায় আর কেউ বলে উঠবেন না, 'একদিন এই নাটকের মধ্যে দিয়ে আমি তোমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকব।' কালিয়াগঞ্জের নজমু নাট্য নিকেতন, বিচিত্রার রিহার্সাল রুমে এই কণ্ঠ চিরকালের স্মৃতি হয়ে গেল।

হরিমাধবের প্রয়াণে কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল নাটকের শহর কালিয়াগঞ্জ। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কালিয়াগঞ্জের নাট্য ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের স্বতন্ত্র নাট্যভাষার ধারক ও বাহককে আমরা হারালাম। যা আমাদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি।'

সংস্কৃতি ও নাট্য জগতের এই মহীরুহ পতন আসলে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাসে আস্ত একটা যুগের অবসান বলেই মনে করছেন কালিয়াগঞ্জের নাট্যামোদী মানুষ। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'সন্যস্ত' নাটকটি আজও কালিয়াগঞ্জের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। একটানা দেড় বছরের মেহেনতের ফসল ছিল সেই নাটকটি। নাট্যশিল্পী চন্দন চক্রবর্তীর কথায়, 'আজও ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একজন আশির চৌকাঠে পৌঁছে যাওয়া মানুষ ৪৫ জন শিশুশিল্পীকে নিয়ে 'ক্ষীরের পুতুল' নাটক উপস্থাপন করেছিলেন কালিয়াগঞ্জে। কী অবলিলায় ওই শিশুদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রিয় দাদু। আজ আমি একজন নাট্যগুরু, শিক্ষক এবং বন্ধুকে হারালাম।'

সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভাগ হলেও তাঁর মন কখনও ভাগ হয়নি। নিজের জায়গা মনে করে বারবার বালুরঘাট থেকে ছুটে এসেছেন কালিয়াগঞ্জে। একের পর এক ওয়ার্কশপ, নাট্য পরিচালনা করে গিয়েছেন। বয়সের ভারে খানিকটা ক্লান্ত হলেও নাটক কখনও বোঝা হয়ে ওঠেনি হরিমাধবের জীবনে। ১৯৭১ সাল থেকে হরিমাধবের সাথে পরিচয় কালিয়াগঞ্জের নাট্যকর্মী শান্তনু দাসের। স্মৃতি হাতড়ে শান্তনু বললেন, 'নাটকের সময় তিনি থাকতেন ভীষণ সিরিয়াস। তার বাইরে প্রাণখোলা হাসিতে আড্ডা দেওয়া ছিল তাঁর বড়ই প্রিয়। একজন শিল্পীকে নাটকের চরিত্রে কীভাবে গড়ে তুলতে হয়, সেটা ছিল মাধবদার ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ। নাটক রিহার্সালের সময় গলায় বাঁশি ঝুলিয়ে নির্দেশনা করতেন। কোথাও ভুলচুক হলে বাঁশি বাজাতেন। আর সেই বাঁশি বাজবে না।'

বালি মাফিয়াদের তৈরি বাঁধ কাটলেন বিএলআরও

পতিরাম ও বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : অবৈধভাবে বালি পাচার নিয়ে সম্প্রতি ডিএম অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন শতাধিক কৃষক। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিহরপুরে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালান বালুরঘাটের বিএলআরও। এদিনের যৌথ অভিযানে ছিলেন বালুরঘাটের জয়েন্ট বিডিও বিদ্যুৎ মণ্ডল এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। সঙ্গে পতিরাম থানার পুলিশ টিম।

এদিন নদীর মাঝে আর্থমুভার নামিয়ে ওই অস্থায়ী কৃত্রিম বাঁধ কেটে ফেলা হয়। ফলে ওই এলাকায় জলের সমস্যা আর থাকল না। বাঁধ কেটে দিতেই জল ঢুকতে শুরু করে এলাকায়। ওই এলাকায় আরএলআই পাম্প থেকে জল পাওয়া যাবে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন।

ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বালি পাচার করছে বালি মাফিয়ারা। এর জন্য নদীর তৈরি করা হয়েছিল অস্থায়ী বাঁধের রাস্তা। সেই বাঁধের রাস্তা দিয়েই ট্র্যাক্টর যাতায়াত করত। ওই নদীর পাশেই জলসম্পদ ও অনুসন্ধান বিভাগের পাম্প রয়েছে। তার আগেই বালি মাফিয়ারা নদীর ধারে কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করে নদীর চরে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেছিল। যার ফলে পাম্প বন্ধ হয়ে যায়।

যার জেরে ওই এলাকার শতাধিক কৃষক জল পাচ্ছেন না। গত সপ্তাহে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন হরিহরপুরের কৃষকরা। এরপরেই মঙ্গলবার ওই জায়গায় অভিযানে নামেন বিএলআরও। কিছুদিন আগে পাগলিগঞ্জ এলাকাতেও এমন অস্থায়ী বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি।

বালুরঘাটের বিএলআরও রণেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বক্তব্য, 'ওই বাঁধ আর্থমুভার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। যার ফলে জল যেতে শুরু করেছে। যারা অবৈধভাবে বালি তুলছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চালানো হচ্ছে। আগামীদিনেও লাগাতার এই অভিযান চালানো হবে।

মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে মানবিক নজির

৮ যক্ষ্মাক্রান্তকে দত্তক স্বাস্থ্যকর্তা-কর্মীদের

মানিকচক, ১৮ মার্চ : ৮ দরিদ্র অসহায় যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক নিলেন মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ অভীকশংকর কুমার সহ পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী। শুধু ওষুধ সামগ্রীই নয়, এই আটজন যক্ষ্মা রোগীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার, পোষাক সহ সমস্ত কিছুর দায়ভার গ্রহণ করলেন তাঁরা। মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এই কর্মকাণ্ডে প্রশংসা করছেন স্থানীয় মানুষ।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মানিকচকে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার। ভিনরাজ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজে গিয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ যক্ষ্মা রোগের শিকার। তাছাড়া মানিকচক ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা বিড়ি শ্রমিক। বিড়ি বাঁধার কাজে নিযুক্ত মহিলারাও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৪০০ বেশি যক্ষ্মারোগী নিয়মিত মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই পরিস্থিতিতে এমন মানবিক সিদ্ধান্ত মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের।

যাতে শামিল হয়েছেন মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওচএইচ অভিকশংকর কুমার, সিনিয়ার পিএইচএন সোমা দত্ত, ব্লক অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার বিমান তিরকি, এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাথী দাস ও ফার্মাসিস্ট শহিদুল্লাহ আমান। এই পাঁচজন নিক্ষয় মিত্র নামের একটি দল গঠন করে মঙ্গলবার ৮ জন যক্ষ্মারোগীকে দত্তক নিয়েছেন।

অভিকশংকর কুমার জানিয়েছেন, 'আমরা সমীক্ষা চালিয়ে ৮ জন যক্ষ্মারোগীকে দত্তক নিলাম। আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার অঙ্গীকার করছি।'

মেলায় অবাধে মদ, জুয়া

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : বালুরঘাটের হাট ও মেলাগুলিতে বিনা বাধায় চলছে মদ ও জুয়ার আসর। জুয়া ও মদের আসরে নিত্যদিনের গোলমালকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের মদতেই যেহেতু এই জুয়ার আসর বসে সেই কারণেই এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে কোনও লাভ হয় না। তবে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় উদ্বেগে রয়েছেন স্থানীয়রা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি নিলয় মাহাতোর অভিযোগ, 'জেলার বিভিন্ন এলাকার হাটেবাজারে, মেলায় এমন মদ, জুয়ার আসর বসছে। ছাত্র-যুবরা এখানে আকৃষ্ট হয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আমরা খুব শীঘ্রই জেলা পুলিশ সুপারের কাছে এসব বন্ধের আবেদন জানাব।' অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বিষয়টি খোঁজ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি কালীপুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাকে কেন্দ্র করে এমন জুয়ার আসরের রমরমায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। অভিযোগ, এলাকায় জুয়া ও মদের আসর চলায় যেমন সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে বহু মানুষ তেমনি বিরূপ প্রভাব পড়ছে এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের উপর। এলাকার মানুষের অভিযোগ, এর আগে কামারপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ জুয়া বন্ধের দাবি তুলেছিলেন। এমনকি পুলিশকেও নালিশ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর ঘুঘুডাঙা ও নওপাড়া এই তিনটি গ্রামের মাঝ বরাবর কালীপুজো উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। দোলপূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে টানা ৯ দিন ওই মেলা চলে। মেলায় পুণ্যার্থীর ঢল নামে। ওই মেলায় অংশ নিতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন যাতায়াত করেন। কিন্তু ওই মেলাকে কেন্দ্র করেই জুয়ার আসর বসায় অসন্তুষ্ট সাধারণ মানুষ। মেলার পরিবেশ স্বচ্ছ রাখার দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ।

চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান রঞ্জন মাহাতো বলেন, 'আমি মেলাতে যাইনি, আমি এসব ব্যাপারে জানিও না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে পাড়ায় পাড়ায় এখন সিভিক রয়েছে। প্রশাসন রয়েছে। যা পদক্ষেপ করার তারাই করুক।'

নন্দুর কুশপুতুল দাহ বাবলা অনুগামীদের। মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন কল্লোল মজুমদার।

৭০ দিন পর আজ নন্দুর জামিনের আবেদন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ মার্চ : বাবলা সরকার খুন কাণ্ডে ধৃত তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির গ্রেপ্তার হওয়ার দুই মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। এতদিন তিনি জামিনের আবেদন করেননি। অবশেষে গ্রেপ্তারের ৭০ দিনের মাথায় এই প্রথম আগামীকাল জামিনের আবেদন করতে চলেছেন তিনি। সেই আবেদন নাকচের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার এক প্রতিবাদ মিছিল করেন বাবলার অনুগামীরা। মিছিল শেষে ধৃতদের ফাঁসির দাবি তুলে নরেন্দ্রনাথের কুশপুতুল দাহ করা হয়। এতে পা মেলান বাবলা জায়া চৈতালি সরকারও।

উল্লেখ, গত ২ জানুয়ারি নৃশংসভাবে খুন হন জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি বাবলা সরকার। খুনের অভিযোগে ৮ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় নরেন্দ্রনাথকে। ওই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত দুই মূল অভিযুক্ত অধরা।

গ্রেপ্তারের ৭০ দিনেও চার্জশিট পেশ করতে পারেনি পুলিশ। সব মিলিয়েই বাড়ছে হতাশা। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, বুধবার জামিনের আবেদনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ তৈরি করতেই এদিনের কর্মসূচি।

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ সুকান্তপল্লির দপ্তর থেকে কয়েকশো মহিলা সহ অনুগামীরা মিছিল শুরু করেন। মিছিল এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় ভবানী মোড়ে। সেখানে বাবলা সরকারের অনুগামীরা বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন চৈতালি সরকার, অনন্ত চক্রবর্তী, চুনিয়া মুর্মু প্রমুখ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চৈতালি সরকার দাবি তোলেন, 'আমরা শুনতে পেরেছি আগামীকাল ধৃত নরেন্দ্রনাথ জামিনের আবেদন করছেন। কোনওমতেই যাতে তিনি জামিন না পান, সেই দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাই পুলিশ যেন দ্রুত চার্জশিট পেশ করে দোষীদের ফাঁসির নির্দেশ দেন।'

বাবলা অনুগামী অনন্ত চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'নরেন্দ্রনাথের অনুগামীরা ভয় দেখাচ্ছে। অভিযুক্তরা যাতে কোনওভাবেই ছাড়া না পায়, তাই চাই। যে দুইজন এখনও ধরা পড়েননি তাদেরও গ্রেপ্তার করা হোক।'

অন্যদিকে, মালদা টাউন স্টেশন এলাকায় রয়েছে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির একটি অফিস। যে অফিস রেলের জায়গায়। সেই অফিস নিয়েও অভিযোগ তুলে দাবি করেন, 'ওই অফিস বেআইনি, রেলের জমি দখল করে করা। আমি ডিআরএমের কাছে দাবি করছি, ওই অফিস বন্ধ করে দেওয়া হোক। কারণ সেখান থেকেই এলাকার মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে।'

পোলে চাপা পড়ে আহত ১

মালদা, ১৮ মার্চ : পানীয় জলের পাইপলাইনের কাজ করার জন্য জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছিল। হঠাৎ মাটির ধস নামায় পাশে থাকা হাই ভোল্টেজ ইলেক্ট্রিক পোল উলটে যায়। ইলেক্ট্রিক পোলে চাপা পড়ে গুরুতর জখম হন এক পাইপলাইন কর্মী। জখম শ্রমিকের নাম তরুণ জানা। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়।

গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। মঙ্গলবার ইংরেজবাজারের সাতটারি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মালদায় পিএইচই দপ্তরের পাইপলাইনের কাজে এসেছিলেন। এদিন সাতটারি এলাকায় পাইপলাইনের মেরামতির কাজ চলছিল। মাটি খুঁড়ে গর্ত করার সময় হঠাৎই রাস্তার ধারে ধস নেমে উলটে যায় ইলেক্ট্রিক পোল। আর তাতেই চাপা পড়ে যান ওই পিএইচই কর্মী।

ধৃত তরুণ

গঙ্গারামপুর, ১৮ মার্চ : পার্কে তোলাবাজির অভিযোগে এক তরুণকে মারধর দিয়ে তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুর কালদিঘি পার্কে। ধৃতের নাম প্রশান্ত মালো (২৩)। তাঁর বাড়ি শহরের ধলদিঘি মোড় এলাকায়।

মঙ্গলবার ছিল এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষদিন। পরীক্ষা শেষ হতে এক দল পরীক্ষার্থী কালদিঘি পার্কে ঘুরতে যায়। অভিযোগ, সেসময় প্রশান্ত তোলা চায়। তোলা দিতে অস্বীকার করলে দুই পরীক্ষার্থীকে মারধর করে। অন্যরা প্রশান্তকে ধরে ফেলে। এরপর শুরু হয় বচসা। পুলিশ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে।

জলের বোতল হাতে মহিলারা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

জল নেওয়ায় বচসা, রক্তাক্ত গৃহবধূ

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : জলের ব্যবস্থা করেনি পঞ্চায়েত। তাই পুরসভার ট্যাপে জল নিতে গিয়ে বিবাদে জড়ালেন ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের বৈদ্যনাথপাড়ার একদল গৃহবধূ।

কলতলায় জল ধরা নিয়েই বচসা। আর তার জেরে পঞ্চায়েত এলাকার এক গৃহবধূকে মেরে রক্তাক্ত জখম করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক পরিবারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় রীতিমতো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সোমবার। স্বপ্না মালি নামে ওই গৃহবধূকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যাতেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট থানায় বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মহিলা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের বৈদ্যনাথপাড়ায় সরকারি কোনও জলের ব্যবস্থা নেই। রোজ বালুরঘাটের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ট্যাপকলে জল ধরতে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু ওই ট্যাপকলটি যে বাড়ির সামনে বসানো রয়েছে, সেই পরিবারের তরফে ওই বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ব্যবহার করা হয়। ঘটনার দিন বিকেলেও কলতলা থেকে জল নিচ্ছিলেন বৈদ্যনাথপাড়ার স্বপ্না মালি, সন্ধ্যা মহন্তরা। জল আগে নেওয়া নিয়ে এক পরিবারের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। ওই পরিবারের মা ও মেয়ের হাতে বেধড়ক মার খেতে হয় স্বপ্না মালিকে। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় তাঁকে প্রতিবেশীরা বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে স্বপ্না মালির পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরেও এই ঘটনায় রিসিভ কপি না পাওয়ায়, এদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বালুরঘাট থানায় বিক্ষোভ দেখান ওই পাড়ার মহিলারা। এর বিহিত চান স্থানীয়রা।

তাঁদের বক্তব্য, স্বপ্না অত্যন্ত মিশুকে। এলাকার সবার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব। শারীরিকভাবে তিনি অসুস্থ। উলটোদিকে, ওই অভিযুক্ত পরিবারের দুর্ব্যবহারে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। টমি মহন্ত নামে এক প্রতিবেশীর বক্তব্য, 'ওই পরিবার আমাদের জল নিতে দেয় না।' এদিকে, বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বিষপানে মৃত্যু দু'জনের

মালদা, ১৮ মার্চ : এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল হবিবপুরে। কারণ নিয়ে ধন্দে পরিবার। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের নাম অর্জুন মণ্ডল (৩৫)। বাড়ি হবিবপুরের সাতরশিয়া এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অর্জুনের মদ্যপানের প্রতি আসক্তি ছিল। সোমবার সন্ধেয় মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতেই বিষপান করেন তিনি। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে প্রথমে বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার সকালে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় অর্জুনের। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাশাপাশি, আরেক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল গাজোলে। পরিবারের তরফে এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার নাম যুথিকা ঘোষ (২৮)।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছর আগে গাজোলের শিবাজিনগর এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয় যুথিকার। যুথিকার বাবার বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের কয়েক বছর পর থেকে নানা অজুহাতে যুথিকার ওপর অত্যাচার চালাত শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ যুথিকা শ্বশুরবাড়িতে বিষপান করে। বিষয়টি নজরে আসার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সন্ধে নাগাদ মৃত্যু হয় যুথিকার।

মাদক সহ আটক ১

পতিরাম, ১৮ মার্চ : পতিরাম থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকার মাদক ইনজেকশন ও ফেনসিডিল সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।

মঙ্গলবার বিকেলে খাঁপুর কৃষ্ণগড় মোড়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বটুনের কৈতাড়া গ্রামের বাসিন্দা কুরবান মণ্ডলকে আটক করে। তার কাছ থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল এবং ১৯৫৪টি মাদক ইনজেকশন উদ্ধার হয়।

পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো জানান, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা অভিযান চালাই। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পঞ্চম দোলের রাতে খোলে ধর্মের আগল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ মার্চ : ভক্তকুলের মুখে মুখে কীর্তনের কলি - 'ঘরে এলো রামকানু, বাজায় বেণু।' আর কীর্তনের সেই সুরে ভেসে রাম-কানাইয়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে আবির খেলায় মেতে উঠলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের নিম্ন থেকে উচ্চ বর্ণ সহ সব ধর্মের মানুষ। পঞ্চম দোলে সম্প্রীতির মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর। এবারও মহা সমারোহে পঞ্চম দোল অনুষ্ঠিত হল হরিশ্চন্দ্রপুরের রায় জমিদারবাড়িতে।

জমিদার বাড়ির সদস্য কৌশিক রায় জানালেন, তাঁদের পরিবারে বহুবছর ধরে পঞ্চম দোল পালন হয়ে আসছে। শতাব্দী পেরিয়েও রীতির কোনও বদল হয়নি। দোল উৎসবের শেষ দিনে পঞ্চম দোল পালিত হয়। ঐতিহ্য মেনে এদিন গভীর রাত পর্যন্ত ভক্তদের মাঝে বসে কীর্তন শোনেন রামকানাই ও গোপাল জিউ। গভীর রাতে রাসলীলা সাঙ্গ হলে পরিবারের সদস্যরা বৈষ্ণব পদাবলি গাইতে গাইতে লাল আবিরে রাঙিয়ে দেন রামকানাইকে। এরপর রামকানাই চতুর দোলায় চেপে গভীর রাতে যান হরিজনপাড়ায়। সেখানে সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষদের কাছ থেকে আবির গ্রহণ করেন জমিদারদের কুলদেবতা। বছরের এই একটি দিনে রামকানু অন্দরমহলের দেবতা থেকে হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষের ভগবান। সেই ভগবান ও ভক্তকুলের মাঝে কোন ধর্মের আগল থাকে না। সম্প্রীতির মহামিলন স্থল হয়ে ওঠে হরিশ্চন্দ্রপুরের মাটি।

ওই রাতেই আবির খেলতে খেলতে রামকানাই যান জমিদার রামকিংকর রায়ের পিসিমা রসমঞ্জরী দেবীর বাড়িতে। সেখানে তাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুড়িমার সঙ্গে রং খেলেন রামকানাই। ফেরার পথে জমিদারবাড়ি প্রাঙ্গণে চণ্ডী মাতার পায়ে আবির দেন দুই ভাই। এরপর জমিদারবাড়ি প্রাঙ্গণে গোপাল সাগরের পাড়ে বসে আতশবাজি প্রদর্শনীতে দেখেন। তারপর আরতি শেষে ভোগ নিবেদনের পর শয়ন দেওয়া হয় আবিরে রাঙা ভগবানকে।

জমিদারবাড়ির আরেক সদস্য, প্রখ্যাত গায়ক সৌমিত্র রায় স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমি ছোট থেকে এই পঞ্চম দোল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি। ছোটবেলায় সেপাইদের কাঁধে চেপে পঞ্চম দোলের রাতে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করতাম। বড় হয়ে পঞ্চম দোলের রাতে ঢোল বাজিয়ে বৈষ্ণব পদাবলী গেয়েছি। এই পাঁচ দিনের দোল উৎসবে কোনও ভেদাভেদ থাকে না। গ্রামের সমস্ত ধর্মের মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, রামকানাইকে আবিরও দেন।'

দোলে মাতোয়ারা গায়ক সৌমিত্র। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৮ সংখ্যা, বুধবার, ৫ চৈত্র ১৪৩১

প্রশ্নে মানবিকতা

কেউ বিপদে পড়লে চারপাশের মানুষের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে ক্রমশ। উটকো ঝামেলা মনে করা হচ্ছে পাশের মানুষের বিপন্নতাকে। গত তিনদিনে তিনটি ঘটনা যে কোনও শুভবুদ্ধির মানুষের চেতনায় আঘাত আনতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'র বিপরীতে কোন আঁধারের পথে চলেছে মানুষ? ভূপেন হাজারিকার সেই কালজয়ী গানের ভাষা 'মানুষ মানুষের জন্য'র যেন বিস্মরণ ঘটেছে আজকের সমাজে।

ঘটনা তিনটি জেনে নেওয়া যাক। তার মধ্যে দুটি কাণ্ড উত্তরবঙ্গের। শিলিগুড়ির। উত্তরবঙ্গে রং খেলার পরদিন শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকাশ্যে খুন হলেন একজন। তাঁকে প্রথমে পিটিয়ে, পরে ভারী কিছু আঘাত করে মেরে ফেলায় অভিযুক্ত তাঁর দাদা। এক মায়ের পেটের ভাই। তাঁদের পরিবারটি তো বটেই, শিলিগুড়ি শহরের ওপর একটি গোটা পাড়া দাঁড়িয়ে দেখল প্রকাশ্যে এই হত্যাকাণ্ড। বাধা দিতে এগিয়ে আসা পরের কথা, কেউ মৃদু প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। ট্রেনে অচৈতন্য এক বৃদ্ধাকে পাঁজাকোলা করে স্টেশনে নামিয়েছিলেন তিন তরুণী। উদ্দেশ্য ছিল, প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত বহু মানুষের সাহায্য নিয়ে বৃদ্ধাকে নিকটবর্তী কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বৃদ্ধার, সেই সহৃদয় তরুণী তিনজনেরও। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাঁরা অনেক কাকুতিমিনতি, অনুরোধ করলেও কেউ সাড়া দেননি। এমনকি রেল পুলিশও নয়। শেষপর্যন্ত ওই তিনজনই কোনওরকমে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসক। অচেনা এক বৃদ্ধার জন্য পরস্পরের অপরিচিত তিন তরুণী যা করলেন, তা সামান্য স্পর্শ করল না স্টেশনে উপস্থিত বহু মানুষের একজনকেও। তৃতীয় ঘটনাটি ফের শিলিগুড়িতে। যে শহরকে উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী বলে গর্ব করা হয়। এমনকি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর প্রস্তাব ওঠে যে শহরকে ঘিরে। সেই শহর দেখল অমানবিকতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছবি।

সেবকগামী জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন এক তরুণ। পথে পড়ে থাকলেও সেখানে উপস্থিত ফোর লেনের নির্মাণকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া দূরের কথা, তরুণটির কাছে পর্যন্ত যাননি। এলাকার এক তরুণ ছুটে এলেও কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। পুলিশকে ফোন করেও তিনি তেমন সাড়া পাননি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে দায় সেরেছিল পুলিশ। শেষপর্যন্ত এক সেনাকর্মীর সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আহত তরুণটির পরিণতি হয়েছিল হাবড়ার সেই বৃদ্ধার মতো।

মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভুলে যাচ্ছি আমরা। সমাজবদ্ধ জীবের সংজ্ঞা থেকে ক্রমশ সরছে মানুষ। এ এক ভয়াবহ সমস্যা। কোনও হাতি গর্তে বা নালায় পড়লে তাকে উদ্ধারে অন্য হাতিদের আকুতির নানা ছবির সঙ্গে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ পরিচিত। এমনকি, দলের কোনও হাতি মারা গেলে তাকে ঘিরে হাতির পালের শোক প্রকাশের ছবিও উত্তরবঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়।

বন্যপ্রাণী যে সহৃদয়তা দেখাতে পারে, মানুষ তা পারছে না। এর চেয়ে মর্মান্তিক, দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! সব মানুষের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা বোধ কাজ করছে বলেই সম্ভবত অন্যের আপদে-বিপদে পিছিয়ে থাকার এই নিন্দনীয় প্রবণতা এত জাঁকিয়ে বসছে। অন্যের পাশে না দাঁড়ানোর এই মানসিকতা তৈরির পিছনে বিভিন্ন কারণ লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রথমত, দুর্ঘটনা বা অচেনা কারও অসুস্থতার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে পরে পুলিশি তদন্ত হলে সহযোগিতা করার প্রশ্ন আসে। অনেকে থানা-পুলিশ এড়িয়ে চলতে চান। দ্বিতীয়ত, ঘটনায় রাজনীতির ছোঁয়া থাকলে সেখান থেকে অনেকে শতহস্ত দূরে থাকাকে শ্রেয় মনে করেন। এই সমস্যা সমাধানে পুলিশকেও তদন্তে অনেক সহৃদয় হতে হবে। যিনি কারও বিপদে পাশে দাঁড়ালেন, তিনি যেন হয়রান করা হচ্ছে, মনে না করেন। তবে সার্বিকভাবে অন্যের পাশে না দাঁড়ানো একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

হরি হে! তুমিই মাধব

নাট্যমঞ্চে একইসঙ্গে তিন ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-বিজন ভট্টাচার্যের সার্থক উত্তরসূরি সদ্য প্রয়াত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এত ভাষাবৈচিত্র্যে বিজনের পরে হরিমাধবই একমাত্র নাট্যকার।

অতনু গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় কীর্তন গাইয়ে। গানটাও কিছুদিন শিখেছিলেন নাটকের জন্য। নাটকের জন্য শিখেছিলেন গানের নোটেশন নেওয়া, মঞ্চ সজ্জার প্রকরণ, মেকআপ, পোশাক- আরও অনেককিছুই। কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন নিজের শহরে নতুন আঙ্গিকের নাটককে দিনাজপুরের মাটিতে বোনার জন্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নাটকের ভাষা পালটে গিয়েছে, তিনিই প্রথম দিনাজপুরিয়া বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, নাটকের ভাষ্য বদল চাইছে মানুষ। কলকাতার ছাত্রজীবনে একটা সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্রের প্রচুর নাটক দেখেছেন। কলকাতার নাটক দেখার আবেশ এবং বাড়িতে কীর্তনের নাট্যসঞ্চার মুহূর্তের প্রভাব হয়তো হরিমাধববাবুর রক্তের অভ্যন্তরের নাটকের

স্মরণ/১

বিছন জাগ্রত হয়েছিল। এটা হয়তো সামগ্রিক ইমপ্যাক্ট।

তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়ের জন্মস্থান দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অভিধা ছিটকে এসেছিল বালুরঘাটে নাট্যকার মন্মথ রায়ের দেশাত্মবোধক নাটকের হাত ধরে। সেই রিলে রেসের ব্যাটনটা ১৯৬৯ সালেই হস্তান্তর হয়ে গেল ত্রিতীর্থের নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথম নাটক 'পুতুল খেলা'। নাটক দেখার ও অভিনয় করার দর্শক, অভিনেতাকে তিনি তুলে আনলেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। এমনকি রিকশাওয়ালাকেও তিনি নাটকে অভিনেতা বানিয়েছিলেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে ত্রিতীর্থের প্রতি আগ্রহ তৈরি হল। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিসূত্রে আসা অনেক মানুষ। চালচুলোহীন একটি ছন্নছাড়া দল প্রায় চারটি দশক বালুরঘাট থেকে কলকাতা নিত্যনতুন নাটক প্রদর্শন সঞ্চারের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল হরিমাধবের হাত ধরে।

প্রথমদিকে ত্রিতীর্থ কলকাতায় অভিনীত নাটকগুলি করত। তারপর বুঝতে পারলেন নিজস্ব নাটক না হলে কোনও আইডেন্টিটি তৈরি হবে না। নাটককে বোঝার জন্য তখন শেক্সপিয়র, কামু, সার্ত্রে, ভয়েস্কার, বার্নার্ড শ' সহ যা পেলেন, তাই পড়েন। এবার শুরু হল নাটক লেখার কাজ। প্রথমে মহাশ্বেতা দেবীর জলের নাট্যরূপ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে মন্ত্রশক্তি নাটকটি লেখেন। মন্ত্রশক্তি নাটকটি উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লিখিত। নাটক পরিচালনা করার পাশাপাশি হরিমাধববাবু একাঙ্ক সহ প্রায় ষাটটি নাটক লিখেছেন। পরিচালনা করেছেন ত্রিতীর্থের প্রায় সব নাটকই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- দেবাংশী, জল, বিছন, দেবীগর্জন, মন্ত্রশুদ্ধি, তিন বিজ্ঞানী, গ্যালিলিও, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী।

তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে- তিনি একটি স্ট্রিমলাইনার গল্প বলতে ভালোবাসতেন। তাছাড়া গ্রামবাংলার জীবনকে দেখা ও পেশাগত জীবনে অধ্যাপনার সুবাদে তিনি শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে,

বালুরঘাটের সাধারণের মানুষের মধ্যে নিবিড় আড্ডার মাধ্যমে কমিউনিকেশন স্কিল তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল- শ্রেণিচেতনার দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে দৃঢ় বক্তব্য। এছাড়া নাটকের মুখ্য ক্রমগুলিকে সাজালে দেখা যাবে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতার দ্বন্দ্বের আখ্যান। নিজেও অভিনেতা হিসাবে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বাংলা নাটকের মঞ্চে একইসঙ্গে তিন ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-বিজন ভট্টাচার্যের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন ত্রিতীর্থের হরিমাধব।

গল্পকার অভিজিৎ সেনের গল্প নিয়ে 'দেবাংশী' নাটকটি করেন। লৌকিক দেবতা বিষহরির ভরে একজন মানুষ দেবাংশী হয়ে যান। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের ভরসাস্থল সেই দেবাংশী। মানুষের মনের ভার লাঘব করতে করতে একসময়ে দেবাংশী নিজের দেবতার ভারকে নিজের থেকে ছিন্ন করেন। উত্তরবঙ্গের সাব-অল্টার্ন মানুষের লৌকিক জীবনের জলছবি এই নাটকটি সারা বাংলায় আদৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নাটকটিকে পুরস্কৃত করে।

তিনি হিন্দিতে 'বিছন' নাটকটি অনুবাদ করেন। বিহারের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে এই হিন্দি নাটকে অনুসরণ করেন। হরিমাধবের পরিচালনায় জল, বিছন, দেবীগর্জন- এই নাটকগুলিতে শ্রেণি চরিত্রের সংঘাত এবং শেষে প্রান্তিক মানুষের জয় দেখিয়েছেন। আমার মনে হয়, হরিমাধব পরিচালিত নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ছিল। সেকথা প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।

তিনি শুধু বাংলা ভাষাতেই নাটক লেখেননি, রাজবংশী উপভাষায় জল, দেবাংশী, মন্ত্রশক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী রাজবংশী উপভাষায় নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন। সম্ভবত বাংলা নাটক রচনায় এত ভাষাবৈচিত্র্যে বিজন ভট্টাচার্যর পরে হরিমাধবই একমাত্র নাট্যকার।

মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রাইসিস নিয়ে

অনিকেত নাটকটি লেখেন ও নির্দেশনাও দেন। তাঁর কিছু আত্মকথন ও সাক্ষাৎকার দেখে মনে হয়েছে, তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে নাট্য উপাদান তুলে এনেছেন। নাটককে কখনোই জটিল ফর্মেশন বা শিল্পের ঘূর্ণনের আবর্তে এক্সপেরিমেন্ট করেননি। তাঁর ভাষায়, 'যে নাটকটা আমি জানি না, বুঝি না, যেটাতে আমার অভিজ্ঞতা নেই, সেটা আমার করা উচিত নয়। আমি কেবলমাত্র আমার অভিজ্ঞতাকে মেলে ধরতে পারি।' সেইজন্যই দ্বান্দ্বিক সরল নিয়মের নাটককে নিয়েও একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নাট্যপ্রাণ দল গড়ে বালুরঘাট এবং জেলা ছাড়িয়ে বাংলার নাট্যজগতে ত্রিতীর্থের অভিঘাতকে স্পষ্ট করে তুলতে একমাত্র হরিমাধবই পেরেছিলেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের হরিমাধবের প্রভাবে ও বৈপরীত্যে অনেক সহায়ক নাট্যদল গড়ে ওঠে। নাটকের জগতে অবদানের জন্য তিনি দিশারি, সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমি সহ প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রায় পঞ্চান্ন বছর সক্রিয় নাট্যচর্চার ফসলে বালুরঘাটবাসীরা বাংলার যে কোনও সাংস্কৃতিক মহলে কিঞ্চিৎ বেশিই সমাদর পান।

যখন খবর এল, হরিমাধব আর নেই, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে তাঁর হাসিমুখ ছবি আর ছবি। সবাই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন, কারণ ত্রিতীর্থের নাটক না দেখে বড় হয়নি এমন তরুণ-তরুণীরা আজ মধ্যবয়সি। বালুরঘাটে এসে নাটক করে গিয়েছে দেশের সব প্রান্তের নাট্যদল। সবাই একবার হলেও ছুঁয়ে গিয়েছেন হরিমাধবকে।

হরিমাধব চলে যাওয়ায় চিত্তহরণ করার মাধব অর্থাৎ মধু যে আজ ফুরিয়ে গেল। বালুরঘাটের নাট্যমৌচাকের মৌতাত আর কি জমবে? হরিমাধব যে সময়ে চলে গেলেন, তখন নাট্যশিল্প বিপন্ন। এবং অনেক পারিপার্শ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ত্রিতীর্থের গোবিন্দ অঙ্গনে আবার হয়তো নতুন নাটকের মহলা জমবে, কিন্তু সন্ধের মহলায় সেই শালপ্রাংশু মানুষটি এসে নবীন অভিনেতার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াবেন না।

ত্রিভুজের তিন বাহুকে একটি অমানুষিক দক্ষতায়, নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতার তিনটে তীর্থকে একই তানে একই সুরে বেঁধে রেখেছিলেন যে মানুষটি, তিনিও আজ পর্দার ওপারে।

বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাস একসময়ে বলবে, তারকাসমৃদ্ধ কলকাতার পাশাপাশি উত্তরেও কিছু তারা ছিল।

(লেখক বালুরঘাটের প্রাবন্ধিক, নাট্যসমালোচক)

বলতেন, মঞ্চে অভিনয়ে ভুল হলে ক্ষমা নেই

দুর্গাশঙ্কর সাহা

স্কুল জীবনে আমার ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে নাটকের মঞ্চে স্নেহের মাধ্যমে তিনি 'স্যর' থেকে হয়ে উঠেছিলেন প্রিয় 'মাধবদা'।

১৯৭২ সালে তাঁর দেবীগর্জন নাটক দেখলাম। সবাই বলাবলি করছিল অসাধারণ নাটক। নাটক দেখেই তাঁর প্রতি অন্য দৃষ্টিকোণ তৈরি হল। সেই সময় আমার একটি অর্কেস্ট্রা দল ছিল বালুরঘাটে। একটি নাটকের আবহসংগীতের জন্য তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। তখন সিন্থেসাইজার সহ একাধিক সরঞ্জাম ছিল আমার কাছে। তারপরেই তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পথ চলা।

একটি শো-তে এক অভিনেতা

স্মরণ/২

অনুপস্থিত। আমাকে উইগ পরিয়ে মাধবদা স্টেজে নামিয়ে দেন। মঞ্চের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত আমাকে ডায়ালগ বলে যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তা আমাকে শিখিয়ে দিলেন। পরে দেবাংশী নাটকে আমি আবহে ঢাক বাজাতাম। সেখানে মাধবদার দয়ায় অভিনয় করেছি।

মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কাউকে রেয়াত করতেন না তিনি। তিনি বলতেন, মঞ্চে অভিনয়ে ভুল করলে ক্ষমা নেই। একবার বহরমপুরে দেবীগর্জন নাটকে এক অভিনেতার ধাক্কা লাগায় আমার ঢাক বাজানোর ত্রুটি হয়। নাটক চললেও সেই দিকটিও নজর করেছিলেন মাধবদা। ভয়ে গ্রিনরুমের পেছনে একটি গাছের নীচে লুকিয়ে ছিলাম। সেই নাটকে আমার অভিনয়ও ছিল। তাই মঞ্চে উঠে নিজের অংশ করি। গ্রিনরুমে ফিরতেই আমাকে সজোরে চড় মেরেছিলেন মাধবদা। পরে আমার দোষ ছিল না জেনে পিতৃস্নেহে জড়িয়ে ধরেন।

২০০১ সাল নাগাদ মাধবদা চাকরি থেকে অবসরের পরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বলতেন, নাটক আর ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা হাঁটাতে নিয়ে যেতাম। ক্রমশ আবার পুরোনো উদ্যমে ফেরেন তিনি।

বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপক তথা নাট্যকার নির্মলেন্দু তালুকদার ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্মলেন্দুদা মারা যাওয়ার দু'মাস পরেই তিনি যেন বন্ধুর হাত ধরে চলে গেলেন। আমরা তাঁদের বলতাম হরিহর আত্মা।

সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের যেন তিনি পরিবার, একজন অভিভাবক। তাঁকে বহুমুখী প্রতিভায় দেখেছি। মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ এমনকি মেকআপেও তিনি ছিলেন প্রখর। তিনি আমাদের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শিখিয়েছেন। নাটকে চরিত্র গঠন হয়। এখানে কোনও আপস নয়, তিনি সবসময় বলতেন।

(লেখক হরিমাধবের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার বর্তমান সম্পাদক)

অনুলিখন : পঙ্কজ মহন্ত

জনমন

জনমত

এক ট্র্যাজিক হিরো

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিমের একসময়ের ক্যাপ্টেন, বর্তমান টিমের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কেন উইলিয়ামসনের জীবনকাহিনীর সঙ্গে কর্ণের অভিশপ্ত জীবনের মিল খুঁজে পাই। কেন উইলিয়ামসন দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে অনেক সফল

ইনিংস তাঁর দেশকে উপহার দিয়েছেন, হয়েছেন অনেক বড় বড় ম্যাচ জেতার কান্ডারি। বেশিরভাগ বিশ্বমানের খেলার ফাইনাল বা সেমিফাইনাল খেলার সময় তাঁর ব্যাট অদৃশ্য অভিশাপের কারণে জ্বলে ওঠার আগেই যেন নিভে যায়। এ ঘটনা আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি।

যদিও এবার প্রতিপক্ষ দেশ আমার ভারত ছিল, তাই জানতাম আমরাই জিতব। তবুও ভালোকে তো ভালো বলতেই হবে। সেই অর্থে এই ভদ্রলোককে আমি ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। ক্রিকেট মাঠে যখন দু'দলের ক্রিকেট টিমের প্লেয়ারদের মধ্যে স্লেজিংটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় কেন উইলিয়ামসনের মতো একজন নম্র, ভদ্র, স্মিত হাসির মানুষটির শরীরী ভাষা যেন আমাদের বলে দেয় ক্রিকেটটা একটা খেলা, কোনও যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাই তো তিনি ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে হারটাকেও হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন। যদিও সেই ফাইনালে আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে নিউজিল্যান্ডের সেই হারটাকে আমার মতো অনেকেই আজও মানতে পারেন না।

ক্রিকেট ভক্তদের মনে সদা বিরাজ করবেন একজন নায়ক হিসেবেই, তা তিনি যতই ট্র্যাজিক চরিত্র হন না কেন!

পিয়ালী চক্রবর্তী ব্যানার্জি
খাগড়াবাড়ি রোড, কোচবিহার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শাহজাহানের দিন শেষ, লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও

সকালবেলায় ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একসময় সাইকেল চালাতে চালাতে ঘুরে বেড়াতেন বালুরঘাট শহরের পথঘাট, বাজার, নদীর তীর, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

শহরের স্ট্রিট লাইটগুলো এক পলকের জন্য কেঁপে উঠেছিল কি কোনও নক্ষত্র পতনের নীরবতায়? বসন্তের সমীরণ লুটিয়ে পড়েছিল বুঝি মাটির শয্যায়! সমস্ত নিশাচর পাখিদের স্লোগান থেমে গিয়েছিল সহসা যেন! আসলে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় শহর বালুরঘাটে তখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছোচ্ছিল নানা মাধ্যম দিয়ে নানা মানুষের কাছে। তিনি নেই-একথা বিশ্বাস করতে বালুরঘাটের কষ্ট হবে। বাংলার সমস্ত নাট্যজগৎ এই সংবাদ মেনে নিয়ে কষ্ট পাবে। প্রত্যেক খেলার একটা নিয়ম থাকে। জীবনেরও মৃত্যুর অভ্যাস থাকে।

একদিন তাঁর ঘরে বসে আছি তাঁরই অপেক্ষায়। তিনি এলেন সাধুসন্তদের মতো ধুতি জড়িয়ে, গায়ে ছাই রঙা পাঞ্জাবি। 'তোমরা এসেছ, ভালো লাগল, এখন তো আর কেউই আসে না।' তিনি বললেন তাঁর বেদনাবিধুর প্রথম বাক্যটি। কথাটিকে মনে হয়েছিল, এক জীবনের খাতে বয়ে শেষ হয়ে যাওয়া মোহনায় ছুটে চলা নদীর অশরীরী সংলাপ। দেওয়ালে টাঙানো ছিল শম্ভু মিত্রের ছবি। সেই ছবির সঙ্গে নীরব কথোপকথনের মতো নীরবতায় ছেয়ে দিচ্ছিল সেই মুহূর্তগুলি। হরিমাধব যেন নিজেকে মেনে নিতে পারছিলেন না সৃজন অক্ষম এক জীবিত মানুষ হিসেবে।

শহর ছেড়ে, তাঁর নাটকের মঞ্চ ছেড়ে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন বহুদূর এক অমর্ত্যলোকে, তখন এই শহরের পথঘাট তাঁর ভূমিপুত্রকে মনে রাখবেন একজন আবহমান কালের ঋজুদেহী সাইকেল আরোহী নাট্যকার হিসেবে। বহু মঞ্চ আলো করা মানুষটি, স্পটলাইটের কেন্দ্রে থাকা মানুষটি সকালবেলায় ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একসময় সাইকেল চালাতে চালাতে ঘুরে বেড়াতেন শহরের পথঘাট, বাজার, নদীর তীর, বিস্তীর্ণ কোনও প্রান্তরে। শহরের পাখিদের মুখ থেকে সংলাপ লিখে নিয়ে মঞ্চে ছুড়ে দিতেন। কুশীলবদের মুখে সেসব অতিলৌকিক সংলাপ স্থায়ী ইতিহাস রচনা করে মহাকালের সময়ের স্রোতে লীন হয়ে গেল।

স্মরণ/৩

এক লিটল ম্যাগাজিন আয়োজিত 'আলাপচারিতায় হরিমাধব' অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'কাম অন! অ্যাটাক মি' অর্থাৎ প্রশ্ন ছুড়ে আঘাত করো। এই হরিমাধবীয় ক্যারিশমায়, এই সহজাত স্মার্টনেস দিয়ে তিনি সারাজীবন মুগ্ধ করেছেন। এক সম্পাদকের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, "তিনি এতটাই সাবধানি ও পারফেক্ট যে, স্নানের সময় আজ পর্যন্ত হাত থেকে সাবান পড়ে যায়নি।" এই সহজ অথচ সুগভীর কথায় তিনি নাটকের মঞ্চ থেকেও দর্শকদের অভিভূত করেছেন।

অশীতিপর হরিমাধবের বুকে জমানো সব দুঃখ সেদিনের সাক্ষাৎপর্বে এক দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। সৃজনশীল মানুষ সারাজীবন সৃজনক্ষম থাকতে চান। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। পরাক্রমশালী রাজাধিরাজকেও শূন্য করে দেয়। বালুরঘাট চকভবানী ঘোষপাড়ার নির্জন বাড়িটিতে সেদিন যেন করুণ সূর্যের এক মহাজাগতিক স্পটলাইট এসে পড়ছিল। আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। সেই অনুজ্জ্বল আলোর প্রতিফলনে ভাস্বর হরিমাধব বলেছিলেন, 'আশি বছর উত্তীর্ণ এই জীবনটা বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর। শুধু বেঁচে থাকা আর জীবনটাকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাওয়া।'

সৃজনশীল মানুষের মৃত্যু তো সেদিনই ঘটে যায়, যেদিন তাঁর আর নতুন কিছু করতে না পারার আক্ষেপ এসে জমা হয়। কোভিড পর্বের আগে শেষ নাটক করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'বন্দুক'। তারপর তিনি আর মঞ্চে ওঠেননি, নাটক লেখেননি। ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়া প্রিয় 'ত্রিতীর্থ'তে যাওয়া কমতে শুরু করে। সেসব সোনার দিনগুলোতে ফিরতে ইচ্ছে হয় না? জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, "মানুষ একটা সময় গ্রহণ করে, তারপর কাজ করে, শেষে সব কিছু ত্যাগ করে। আমি এখন জীবনের সেই ত্যাগ পর্যায়ে আছি।"

সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছিলেন অথবা সব কিছু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে নির্বান্ধব এক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, জীবনের প্রান্তবেলার অসহায়ত্বের কথা। তবু তিনি গভীর ভালোবাসায় বলেছিলেন, দাদার আকস্মিক মৃত্যুর পর বাবার আমলের নারায়ণশিলার পুজো করতে উনচল্লিশ বছর বয়সে বাড়িতে ফিরে আসেন কলকাতা থেকে। সেদিনের পর থেকে একটি দিনের জন্যও নারায়ণশিলার পুজো বন্ধ করেননি। তাঁর বয়স আর বাড়ির নারায়ণশিলার বয়স একই। আজ তিনি প্রয়াত হলেন। একাকী হয়ে পড়লেন তাঁর আরাধ্য নারায়ণ, এই মাটির পৃথিবীতে।

তবুও কোথাও না কোথাও আবার গড়ে উঠতে শুরু করবে নাটকের তীর্থ 'ত্রিতীর্থ'। হরিমাধব বিশ্বাস করতেন, "নাটকের কোনও কলকাতা, উত্তরবঙ্গ হয় না। ভালো নাটকও সব জায়গাতেই হয়। খারাপ নাটকও সব জায়গাতেই হয়।" শেষ বেল বেজে উঠল শেষে, পর্দা সরে গিয়েছে। স্পটলাইটের নীচে চিরপরিচিত হরিমাধব বলছেন, 'শাহজাহানের দিন শেষ! লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও।'

(লেখক সাহিত্যিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯২

পাশাপাশি : ২। চাঁদ ৫। বড় থালা ৬। ত্রিপুরি উপজাতির ভাষা, তিপরা, ত্রিপুরি ভাষা ৮। মনের মিল হওয়া ৯। নক্ষত্র, দেবীবিশেষ, চোখের মণি ১১। সমাপ্ত বা শেষ হয়েছে এমন, রূপান্তরিত ১৩। ব্যাধ, কিরাত,প্রাচীন জাতিবিশেষ ১৪। যাতে জরির বা তারের কারুকাজ আছে, কারুকার্য শোভিত।

উপর-নীচ : ১। বাগান, বাগিচা ২। পুত্র, তনয় ৩। ওড়িশার একটি শহর ৪। পাপ ৬। কতগুলো, গোটাকতক ৭। বড় নৌকাবিশেষ ৮। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ৯। বাবার ভাই, উত্তাপ ১০। যে কথা লোকের মুখে মুখে রটে যায়, ১১। পায়ে হেঁটে চলে যে, স্থল সেনা, পাইক ১২। ভারতের একটি ছোট পাহাড়ি রাজ্য ১৩। খাগড়া গাছ, বাণ,তির।

সমাধান ■ ৪০৯১

পাশাপাশি : ১। অনায়াস ৩। তম্বুরা ৫। কায়দাকানুন ৬। তনয়া ৭। হাপুস ৯। কাণ্ডকারখানা ১২। রসুল ১৩। জবজব।

উপর-নীচ : ১। অংশত ২। সদয় ৩। তরিকা ৪। রাজন ৫। কায়া ৭। হানা ৮। সদাশিব ৯। কাহার ১০। কাবিল ১১। খারিজ।

বিন্দুবিসর্গ

সেবাশ্রয়ে অভিষেক

মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুরের সেবাশ্রয় মেগা ক্যাম্প ঘুরে দেখলেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

ধৃত আরেক পড়ুয়া

১ মার্চের ঘটনায় মঙ্গলবার আরও এক পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করল যাদবপুর থানার পুলিশ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রের নাম সৌপ্তিক চন্দ্র। শিক্ষাবন্ধু অফিসে আগুন লাগানোর অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

জামিন নয়

২০২২ সালে বেলডাঙ্গায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ হয় কোর্টে। এনআইআই-এর আইনজীবী অরুণকুমার মাইতি জামিনের বিরোধিতা করেন।

ডেপুটেশন

মঙ্গলবার শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে মামলার শুনানি চেয়ে ডেপুটেশন জমা দিলেন। পুলিশের গাড়িতে চারজনকে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

রং খেলায় মেতেছে ওরা। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে। নদিয়ার একটি স্কুলে। - পিটিআই

মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গেল একই বন্ধনীতে। এদিকে, '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার।

'একসঙ্গে কাজ করুন আপনারা'

দিলীপ-শুভেন্দুকে আর্জি পদ্ম বিধায়কদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : নতুন ইনিংসের জন্য 'প্রস্তুতি' শুরু করে দিলেন দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে বিজেপি বিধায়করা একজোট হয়ে ২৬-এর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকে একসঙ্গে কাজ করার আর্জি জানালেন। দলীয় বিধায়কদের সেই প্রস্তাবে মৃদু হেসে সম্মতির ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি দিলীপ। তবে বিধানসভার বাইরে এক প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে 'দল কোনও দায়িত্ব দিলে তা গ্রহণ করার জন্য' তিনি প্রস্তুত।

রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে সোমবার দিল্লিতে নাটকীয় পট পরিবর্তনের পর মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গেল একই বন্ধনীতে। বিরোধী দলনেতার ডাকে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়েছিলেন দিলীপ। বিজেপি পরিষদীয় দলের দপ্তরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শুভেন্দু নিজেই। দিলীপকে পাশে রেখেই দল ও রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন শুভেন্দু। পরে দলীয় বিধায়কদের উদ্দেশে প্রায় ২৫ মিনিট ধরে ভাষণ দেন দিলীপ। দিলীপ বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে এখনই এলাকায় নিবিড় জনসংযোগ শুরু করুন। ২১-এ যাঁরা জিতে এসেছেন, তাঁদের ২৬-এও জিততে হবে। সবাইকে নিয়ে

> আমরা সবাই চাই দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে কাজ করুন।
>
> **সত্যেন্দ্রনাথ রায়**
> *গঙ্গারামপুরের বিধায়ক*

সংগঠনের কাজে হাত লাগান।'

দিলীপের এই ভোকাল টনিককেই বিজেপির দলীয় রাজনীতিতে নতুন বার্তা হিসেবেই মনে করছেন বিধায়করা। গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমরা সবাই চাই দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে কাজ করুন।' পরে পরিষদীয় দলের একাধিক বিধায়কও জানিয়েছেন, এটা তাঁদের মনের কথা। তাঁরাও মনে করেন, দিলীপ দল ও সংগঠনের হাল ধরলে আর শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি নিশ্চিতভাবেই ভালো ফল করবে।

বিধানসভার বাইরে তাঁকে নিয়ে এই জল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে দিলীপের মন্তব্যও। দিলীপ বলেছেন, 'দু'বারের ইনিংস আমি শেষ করেছি। নতুন মুখ হবে কিনা জানি না। তবে যেই হোন, তাঁকে সবাইকে নিয়ে লড়াই করে বাংলার পরিবর্তন করতে হবে। এমন নেতাকেই আমরা রাজ্য সভাপতি করতে চাই।'

তিনি যে নতুন ইনিংস খেলার জন্য প্রস্তুত সেকথাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ। দিলীপের কথায়, 'একজন খেলোয়াড় সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতিতে কখন কী পরিস্থিতি আসে তা কেউ জানে না। পার্টি কী দায়িত্ব দেবে কেউ জানে না। তাই খেলোয়াড়দের মতোই আমাদেরও সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।'

উসকানিতে প্রশ্রয় নয় দিলীপের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রচারে নামতে চলেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে রামনবমী উদযাপনকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হুংকার দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'রামনবমীর দিন রাজ্যজুড়ে এত মিছিল হবে পুলিশ, সিভিক দিয়েও আটকাতে পারবে না।' রামনবমী উদযাপনের নামে বিজেপির বিভেদের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। রাজনীতিতে ধর্মকে হাতিয়ার করে উসকানি দেওয়ার পক্ষে নন বলে জানিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার।

রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গত বছর রাজ্যের একাধিক জায়গায় গণ্ডগোল হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ডালখোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনআইএ গ্রেপ্তার করে ৮৫ জনকে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে এবার সেই উত্তেজনার পারদ দ্বিগুণ করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় শুভেন্দু ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, এবার রামনবমী উদযাপনে রাজ্যে এক কোটি মানুষ পথে নামবেন। রাজ্যজুড়ে ২ হাজার মিছিল করার ঘোষণাও করেন। এদিন বিধানসভার বাইরে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, 'রামনবমীতে এবার এত মিছিল হবে যে গোটা রাজ্যের পুলিশ আর সিভিকদের নামিয়েও ঠেকাতে পারবে

না প্রশাসন।' পুলিশ প্রশাসনের অনুমতির তোয়াক্কা না করতে নির্দেশ দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'প্রয়োজন হলে মিছিল হবে অনুমতি ছাড়াই। ক্ষমতা থাকলে আটকান।'

শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারিকেই প্ররোচনা বলে মনে করছে তৃণমূল। শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারির পালটা সমালোচনা করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা বিজেপির এই প্ররোচনায় পা দেব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের রাজনীতির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরেই বিষ মেশানো ভেদাভেদের কথা বলছেন শুভেন্দুরা।' রামনবমী উদযাপনে যাতে হিন্দু সমাজ আরও অগ্রণী ভূমিকা নেয়, সেই চেষ্টা করার কথা বললেও রামনবমীর মতো সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে এধনের মন্তব্যকে কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন দিলীপ।

যদিও বিজেপির মতে, প্ররোচনায় পা না দেওয়ার কথা বললেও তৃণমূলের তরফ থেকেই

রামনবমী নিয়ে শুভেন্দুর হুংকার

উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও এদিন বিধানসভার বাইরে দিলীপ কার্যত জানিয়ে দিলেন, হুমায়ুন বা শুভেন্দুর এই হুমকিকে তিনি সমর্থন করেন না। দিলীপ বলেন, 'এটা রাজনীতির বিষয় নয়, কোনওটাই কাঙ্ক্ষিত নয়, কোনওটিকেই সমর্থন করি না। যেভাবে হাওয়া গরম করার চেষ্টা হচ্ছে, যে ধরনের বক্তব্য সরকারি দলের থেকে আসছে তাতে প্রতিক্রিয়া হবেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হোক, পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

অবাংলাভাষী এলাকায় বিশেষ নজর তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : রাজ্যের অবাংলাভাষী এলাকায় এতদিন নজর ছিল বিজেপির। বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার থেকে অবাংলাভাষী এলাকায় তুলনামুলক ভোটও তারা বেশি পেত। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবাংলাভাষী ভোটার অনেক কেন্দ্রে ভোটের ফ্যাক্টর হয়ে যেতে পারে। তাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভাভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে ওই এলাকায় বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল।

কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা, ইউসুফ পাঠানের মতো সাংসদদের ওই এলাকায় প্রচারে এনে শাসক দল বিজেপিকে মোকাবিলা করতে চাইছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি, খড়্গপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়ার মতো অবাংলাভাষী এলাকায় শাসক দল তাই বিশেষ নজর দিয়েছে। অবাংলাভাষী ভোটাররা কোন কোন এলাকায় নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে তা বিশ্লেষণ করে সেখানকার নেতৃত্বকে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় বাজেট অধিবেশন শেষ হলে কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহার মতো সাংসদরা সেখানে ঝাঁপাবেন। এই কাজে কৌশলে রাজ্যের হিন্দি অ্যাকাডেমিকেও লাগানো হচ্ছে। বিশেষভাবে অবাংলাভাষী ছাত্র, যুব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বেশি করে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের হিন্দি অ্যাকাডেমি গত এক মাসে ১৩টি শিবির করেছে। এবার দোল ও হোলি একত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যৌথভাবে পালন করা হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে অবাংলাভাষী এলাকায় নজর ছিল বিজেপির। পালটা ২০১৮ সাল থেকে দলের বিধায়ক অর্জুন সিংকে সামনে রেখে ওই এলাকায় পালটা প্রচারে নেমেছিল তৃণমূল। কিন্তু অর্জুন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তখন তৃণমূলের সেই প্রচেষ্টা ধাক্কা খায়। ২০২০ সালে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা দীনেশ ত্রিবেদী ও জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্তাকে সামনে রেখে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দীনেশ ত্রিবেদী পরে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় এখন কোনও কমিটি নেই। এই অবস্থায় অবাংলাভাষী সাংসদদের সামনে রেখে নতুন কমিটি গড়তে চলেছে তৃণমূল। নজর দেওয়া হবে এই এলাকায়।

বিক্রির উদ্যোগ

কলকাতা, ১৮ মার্চ : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য রাজ্যের বিভিন্ন শপিং মলে যাতে বিক্রি করা যায়, তার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কথাও হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বাড়ানো গেলে রাজ্যের মহিলারা উপকৃত হবেন বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের স্টল দেওয়া হয়। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার লক্ষ্যেই প্রতি বছর রাজ্যে সবলামেলা হয়। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আরও সুবিধা দিতে বাজেটে ৭৯৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা খরচ করলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কর্তারা।

'জিহাদি' বলে পালটা কটাক্ষ ফেসবুক পোস্টে

তসলিমার ফেরায় আপত্তি কবীর সুমনের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আঠারো বছর আগে বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন কলকাতা থেকে দিল্লিতে নিবাসিত হওয়ার পর কলকাতা বইমেলায় প্রতিবারই একটি প্রকাশনা স্টলে 'তসলিমাকে ফিরিয়ে দাও' বলে পোস্টার দেখা যেত। সম্প্রতি প্রায় একই দাবি নিয়ে রাজ্যসভায় সরব হন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

শমীকের সেই দাবিতে আপত্তি জানিয়ে মঙ্গলবার মুখ খুললেন কবীর সুমন। বললেন, 'তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি আর আগ্রহী নই। আমার কাছে ওঁর কোনও গুরুত্বই নেই।' তসলিমা বাংলাদেশে না গিয়ে কলকাতায় আসতে চাইছেন কেন, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ এই সংগীত শিল্পী। তাঁর ধারণা, হতে পারে তসলিমা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, কলকাতাতেও সবাই বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। তাই হয়তো তিনি এখানে আসতে চান। কিন্তু সুমনের প্রশ্ন, 'উনি বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন না কেন? উনি বাংলাদেশের নাগরিক। উনি দয়া করে বাংলাদেশেই ফিরুন না! কী কী চাইছেন উনি? কলকাতায় ফিরে উনি কী করবেন? পপুলার হবেন আরও?' সুমনের স্পষ্ট অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল পাকিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকারকে ফেলে দেওয়াই উদ্দেশ্য তসলিমার। সুমন মনে করেন, 'তসলিমা এদেশে আছেন, কারণ ভারতবাসী দাক্ষিণ্যে বিশ্বাসী। তিনি আছেন একটি বিশেষ সরকারের অনুগ্রহে।' তবে

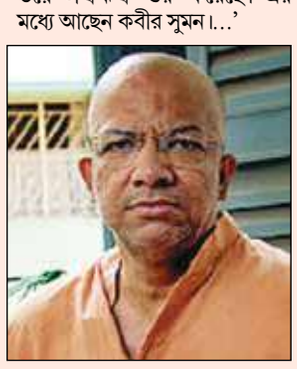

সাক্ষাৎকারের শেষ পর্বে তসলিমার কুশল চেয়ে ৭৫ বছর বয়সি সুমনের কটাক্ষ, 'পরমেশ্বর ওঁকে সুমতি দিন। ওঁর ভালো হোক। উনি তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও কীসব বলেছিলেন, শুনেছি। ওই নিয়েই থাকুন। এসব করে যদি ভাবেন আমরা ওঁর জন্য আসন পেতে দেব, এটা ভাবাটাই তো কেমন কেমন।' তবে চুপ করে থাকেননি তসলিমাও। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, 'মজার ব্যাপার হল আমি কলকাতায় ফিরব, বা কলকাতায় বেড়াতে যাব, এই কথাটা বলিনি, আমাকে ফেরাবার দাবি তুলেছেন একজন সাংসদ, অমনি কলকাতার জিহাদিরা ভীষণ ভয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। এর মধ্যে আছেন কবীর সুমন।...'

তসলিমা আরও লিখেছেন, 'আমাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হয় না বলে যে আমি নির্বাসনে বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, তা তিনি জানেন না? ঠিকই জানেন, শুধু না জানার ভান করেন। তিনি চান না আমি কলকাতায় পা রাখি। কারণ হিসেবে বললেন, আমি বিদেশি। বিদেশি কাউকে তিনি কলকাতায় দেখতে চান না। কী হাস্যকর না?'

দলের নির্দেশ মেনে চলব, সুর নরম হুমায়ুনের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে কড়া ধমকের মুখে সুর নরম করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে একাধিক মন্তব্যে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। তার জেরে তাঁকে সতর্ক করেছিল দল। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির শোকজের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার সেই কমিটির শুনানিতে হাজির হয়েই হুমায়ুন দলের নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। এই ঘটনায় আপাতত ইতি পড়ল শুভেন্দু-হুমায়ুন বিতর্কে।

লোকসভা ভোটের সময় শুরু। হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। সম্প্রতি বিধানসভায় সংখ্যালঘু তৃণমূল বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বিধানসভার বাইরে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর সেই মন্তব্যে পালটা তোপ দেগে হুমায়ুন থেকে সিদ্দিকুল্লারা কখনও ঠুসে দেওয়া কখনও বা ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার মতো দাওয়াই দেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে বার্তা দেওয়ার পরেও দমেননি হুমায়ুন।

মুর্শিদাবাদে গেলে বিরোধী দলনেতাকে আটকে রাখা, বিধানসভায় ঘরের বাইরে শুভেন্দুকে 'বুঝে নেওয়ার' মতো ধারাবাহিক হুমকিতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৃণমূল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশের জেরেই তাঁকে শোকজ করা হয়। নিজের অবস্থান থেকে না সরে সব বিতর্কিত মন্তব্যকেই ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে শোকজের জবাব দেন হুমায়ুন। এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন বিধানসভায় শুনানিতে ডেকে কমিটির চেয়ার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে সাফ জানিয়ে দেন, দল কোনওভাবেই তাঁর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে এধরনের ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না। এর পরেই সুর নরম করেন হুমায়ুন।

বিধানসভায় হুমায়ুন জানিয়েছেন, তিনি দলের নির্দেশ মেনেই চলবেন। দল যাতে অস্বস্তিতে পড়ে তেমন কোনও মন্তব্য তিনি করবেন না। তবে হুমায়ুন এই কথা বললেও শেষপর্যন্ত কতদিন এই অবস্থান বজায় রাখবেন তা নিয়ে সংশয়ে তৃণমূলও।

কালবৈশাখীর ইঙ্গিত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। এর ফলে গত কয়েকদিন ধরে যে তাপপ্রবাহ চলছে, তা থেকে মিলবে মুক্তি। মার্চের প্রথম থেকেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে চড় চড় করে বেড়েছে পারদ। সোমবার কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাকি বেশ কয়েকটি জেলায় এর থেকেও বেশি তাপমাত্রা ছিল। তবে সোমবার সন্ধে থেকে হালকা শিলাবৃষ্টি হওয়ায় গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি মেলে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের তাপমাত্রা বাড়লেও হালকা হাওয়া বইতে থাকে দিনভর। তাতে অবশ্য অস্বস্তি খুব একটা কমেনি। বুধ ও বৃহস্পতিবার তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায়। ওইসময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

হাইকোর্টে রাজ্য

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদের সময় হামলার পরিকল্পনায় গ্রেপ্তার হন সিপিএমের যুব নেতা কলতান দাশগুপ্ত। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে প্রতিবাদ চলাকালীন একটি ভাইরাল অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আসে। সেখানে জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর হামলার ছক কষা হয় বলে অভিযোগ।

ছাতাই যখন ভরসা। মঙ্গলবার পার্ক স্ট্রিটে। ছবি : আবির চৌধুরী

নৌশাদ-শওকত আলোচনায় জল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ভাঙড়। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শওকত মোল্লার। দীর্ঘদিন তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না। কিন্তু গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও বদলেছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে বারবার সরব হয়েছে বিজেপি। এরই মধ্যে মুসলিম বিধায়কদের নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্যে জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

এই আবহেই মঙ্গলবার বিধানসভায় দেখা গেল অন্য ছবি। বিধানসভার অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি ছিল। তখন অধিবেশন কক্ষেই বসেছিলেন শওকত মোল্লা। আসন থেকে উঠে গিয়ে শওকতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ খুব নীচু স্বরে কথা বললেন নৌশাদ। তখন সেখানে আসেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনিও আলোচনায় যোগ দেন। হঠাৎ করে এই তিন বিধায়কের আলোচনা রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি করেছে।

যদিও নৌশাদ সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে বলেছেন, 'ভাঙড়ে ইফতারের তারিখ নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। তাছাড়া বিধানসভায় আমার কোনও শত্রু নেই। আমরা সবাই এখানকার সদস্য।' শওকতও বলেন, 'স্থানীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই।' যদিও সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক সময় যেভাবে ধর্মকে ইস্যু করে বিজেপি রাস্তায় নেমেছে, তার মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল। বিজেপির হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাকেই হাতিয়ার করেছে রাজ্যের শাসকদল।

বিদেশিদের অন্যতম সেরা গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৮ মার্চ : গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ও ইসকনের মায়াপুর দেখার টানে প্রতিবছরই বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটক আসছেন এই রাজ্যে। পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিদেশিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে রাজস্থান, গোয়া, কেরল, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পরপর দু'বছর বিদেশিদের কাছে পছন্দের পর্যটন রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ দেশে তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। দুর্গাপুজো উৎসব দেখতে তাই প্রচুর বিদেশি পর্যটক আসছেন

এরাজ্যে। বিদেশি পর্যটকদের কাছে অবশ্য আকর্ষণের প্রধান চুম্বক কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। এছাড়া মায়াপুরের ইসকনের মন্দির দেখতে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে মায়াপুরে বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতেও বাড়ছে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা। এর সঙ্গে অবশ্যই আছে শৈল শহর দার্জিলিং। এখানকার অপরূপ দৃশ্য দেখতেও বিদেশি পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে।

সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে রাজ্যে দেশি ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৮.৫ কোটি। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৪.৫ কোটি। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৮.৪ কোটি। এর মধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। ২০২৩ ও '২৪ সালে রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কত, তা জানাননি ইন্দ্রনীল। তবে কেন্দ্রীয়

তৃতীয় স্থানের স্বীকৃতি পর্যটনমন্ত্রকের

পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে এ রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার। ২০২৩ সালে আড়াই গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ ৬ হাজারে। যদিও রাজ্যের কোন পর্যটন কেন্দ্রে কত বিদেশি পর্যটক গিয়েছেন, সেই তথ্য জানা যায়নি। পর্যটন দপ্তরে খোঁজ নিয়েও মেলেনি সেই তথ্য। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক পর্যটন দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'এভাবে তথ্য পাওয়া যাবে না। আমাদের যা তথ্য তা কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।' বিদেশি পর্যটকরা বেশি ভিড় জমান মহারাষ্ট্রে। ২০২২ সালে সেখানে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার পর্যটক গিয়েছিলেন, ২০২৩ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজারে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা গুজরাটে ২০২২ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার। ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ৭ হাজার।

ধানের খেতে রৌদ্র-ছায়া। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন বিক্রম যাদব।

দুর্ঘটনা রুখতে ডিভাইডার

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় ডিভাইডার কোণ বসানোর উদ্যোগ নিল বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার গৌড়ীয় মঠ এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝবরাবর রিফ্লেক্টর ডিভাইডার বসানো হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা রুখতে এমন পদক্ষেপ ট্রাফিক দপ্তরের।

ইফতার পার্টি

সামসী ও কুশমণ্ডি ১৮ মার্চ : চাঁচল থানার উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণে এক ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু জানান, 'সম্প্রীতির বার্তা দিতেই মূলত এদিনের ইফতারের আয়োজন। এদিন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ ইফতার পার্টিতে সামিল হন।' বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার, পুখুরিয়া থানার আইসি বাপন দাস, চাঁচল-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ।

সাধারণ মানুষকে নিয়ে ইফতার পার্টি করলেন কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায় এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি করিমুল ইসলাম। প্রায় দুইশো জন রোজাদার ইফতার করেন বলে জানান বিধায়ক।

কার্ল মার্কস স্মরণ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ মার্চ : সোমবার কার্ল মার্কসের স্মরণ দিবস পালন করা হল হরিশ্চন্দ্রপুরের এসইউসিআই পার্টি অফিসে। এদিন কার্ল মার্কসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য অংশুধর মণ্ডল, লোকাল কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বলেন্দু সরকার প্রমুখ।

সম্মেলন

গঙ্গারামপুর, ১৮ মার্চ : চলতি মাসের ২৮ মার্চ হবে ডিওয়াইএফআই-এর উত্তরকন্যা অভিযান। এই অভিযানকে সফল করতে সোমবার গঙ্গারামপুর ব্লকের মহারাজপুর, প্রাণসাগর, বাসুরিয়া ও চালুনে ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

ধিক্কার মিছিল

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : মেদিনীপুরে কোতোয়ালি থানায় প্রতিবাদী ছাত্রীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এমনই অভিযোগ তুলে শহর জুড়ে ধিক্কার মিছিল করল এসইউসিআই কমিউনিস্ট-এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। এদিন ব্যানার,ফেস্টুন সহ মিছিল করে তারা দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হন। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের নেতা-কর্মীরা এদিনের মিছিলে পা মেলান।

মহানামযজ্ঞ

কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর, ১৮ মার্চ : কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর ব্লকের একাধিক জায়গায় মহানামযজ্ঞ ও লীলাকীর্তন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ভগবদগীতা পাঠ ও পদকীর্তন এবং মহাপ্রভু ভোগেরও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুরা রক্তের অভাবে প্রায় প্রাণসংকটে পড়েছে। তাদের অভিভাবকরা রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের স্বাস্থ্যকর্মীরা রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য বিভিন্ন এলাকার ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন।

মার্চে গৌড়বঙ্গের সমাবর্তন অনিশ্চিত

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৮ মার্চ : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ বছর ধরে সমাবর্তন উৎসব হয়নি। এবছর মার্চেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু মার্চ শেষ হতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। এই অবস্থায় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো সমাবর্তন উৎসব কার্যত অসম্ভব এমনটাই মনে করছেন শিক্ষামহল।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করতে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি মার্চের মধ্যে সমাবর্তন উৎসব করা হবে এমনটাই জানিয়েছিলেন। মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'গৌড়বঙ্গে যাতে কনভোকেশন না হয় তার জন্য চক্রান্ত হচ্ছে। তবে আমি বলছি কনভোকেশন হবে। আশা করছি মার্চের মধ্যেই হবে।' বাস্তবে মার্চের মধ্যে সমাবর্তন উৎসব নিয়ে কোনও আশার কথা শোনাতে পারেননি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এই প্রসঙ্গে গৌড়বঙ্গের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রস্তুতি চলছে। মার্চেই করা সম্ভব হবে কি না, তা বলা যাচ্ছে না।'

> আমাদের সবরকম প্রস্তুতি রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে চিঠি করা হয়েছে। তাদের তরফে নির্দেশ পেলেই সমাবর্তন উৎসবের কাজেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব।
>
> **বিশ্বজিৎ দাস**
> ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

শাসকদল প্রভাবিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সনাতন দাস অবশ্য বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে উদ্যোগী রয়েছেন। মার্চে সম্ভব না হলেও দুই-এক মাসের মধ্যেই সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

তৃণমূল প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের বক্তব্য, 'গৌড়বঙ্গে গত ৮ বছর ধরে কনভোকেশন হয়নি। তাই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কনভোকেশন খুব জরুরি। শিক্ষামন্ত্রীও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উনি যখন বলেছেন, তখন আমরা আশাবাদী যে কনভোকেশন হবে।'

২০১৭ সালে প্রাক্তন উপাচার্য গোপাল মিশ্রর সময়কালে শেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়কালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। সমাবর্তন উৎসব না হওয়ায় তারা তাদের চাহিদামতো উপযুক্ত ফি দিয়ে 'প্রভিশনাল সার্টিফিকেট' পেয়েছেন। কিন্তু আসল সার্টিফিকেট পাননি। এই সময়কালে তিন শতাধিক গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। বিভিন্ন বর্ষে, বিভিন্ন বিভাগে কয়েক হাজার প্রথম শ্রেণির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী রয়েছেন। তারাও এই সমাবর্তন থেকে সম্মাননা পাওয়ার অধিকার রাখেন। এই উৎসব থেকেই কলা, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ অবদানের জন্য ডিলিট প্রদান করা হয়। ঠিক কবে সমাবর্তন উৎসবের ঘোষণা করা হবে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষামহল।

নিখোঁজ মহিলাকে বাড়িতে ফেরাল পুলিশ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ মার্চ : দোলের মধ্যেই সাত মাস ধরে নিখোঁজ থাকা এক বিশেষভাবে সক্ষম মাকে তার ছেলের কাছে ফিরিয়ে দিল হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। গত শনিবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী কুমেদপুর এলাকার পুটিয়া ব্রিজের কাছে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলাকে অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর খবর পায় পুলিশের মোবাইল ভ্যান টিম। খবর পেয়ে মোবাইল ভ্যানে উপস্থিত অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেকটর সুজিতকুমার সিংহ এবং মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার ফরিদা ইয়াসমিন ঘটনাস্থলে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে আসেন। এরপর থানার মহিলা কনস্টেবলরা ওই মহিলাকে সেবাশুশ্রূষা করেন এবং খাবার খাইয়ে সুস্থ করেন। এরপর জিজ্ঞাসা করে জানা যায় ওই মহিলার বাড়ি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা এলাকার গজলের কুটি অঞ্চলে। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ এরপর কোচবিহার জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জানা যায়, গত বছর জুলাই মাস থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। মাথাভাঙ্গা থানায় ওই মহিলার নামে জুলাই মাসেই নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। মহিলার নাম কমলা দাস। বাড়িতে স্বামী সন্তান রয়েছেন। তবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর তিনি বাড়ি ফিরতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে পুলিশসূত্রে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'শনিবার রাতে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করি। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করে মহিলার বাড়ির খোঁজ পায়। যতদূর বুঝতে পারি মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। ওনার বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বামী এবং ওনার পুত্রের সঙ্গে কথা বলানো হয়েছে। গতকাল রাত্রে ওনার স্বামী এসেছিলেন। উনার হাতে আমরা ওই মহিলাকে তুলে দিয়েছি।' কমলা দাসের স্বামী প্রহ্লাদ দাস জানান, 'দীর্ঘ সাত মাসের বেশি সময় ধরে আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছি। অবশেষে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের চেষ্টায় ওকে আমরা ফিরে পেলাম।'

শেষযাত্রার আগে

প্রথম পাতার পর

অভিনেতার মুখ থেকে ভেসে এল ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও নাটকের সংলাপ। যেন তাঁর শেষ মঞ্চায়ন।

শেষকৃত্যের জন্য খিদিরপুর শ্মশানে দেহ পৌঁছানোর পর সেখানেও তখন প্রচুর মানুষের ভিড়। দূর থেকে সকলে হাতজোড় করে প্রণাম জানাচ্ছেন। আর তিনি, হরিমাধব যেন কোনও অদৃশ্য বার্তায় সকলের কানে কানে 'নাটকের জয় হোক' বলে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বালুরঘাটের প্রবীণ নাট্য নির্দেশক প্রদোষ মিত্র জানান, 'তাঁকে কেউ শ্রদ্ধা জানাতে চাইলে সংস্থায় আসার কথা মাইকিং হয়েছে। এদিন রঘুনাথপুর এলাকাতেই প্রচুর নাট্যপ্রেমী সহ সাধারণ মানুষ এসেছিলেন। তাঁর প্রয়াণ শুধু বালুরঘাটের নয়, পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের নাট্যজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আশীর্বাদের হাত যেন আমাদের সকলের মাথার উপরে থাকে।'

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণার মতে, 'তিনি চলে গেলেও নাটকের প্রতি তাঁর উদ্যম ভালোবাসা তাঁর কাজের মাধ্যমে থেকে যাবে। নাটকের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলার মতো প্রচুর মানুষকে তিনি রেখে গেলেন। পরবর্তীতে আমরা তাঁর কাজ সংরক্ষণের ভাবনাচিন্তা করব।'

বিজেপি সভাপতিকে সংবর্ধনা

গঙ্গারামপুর ও কুমারগঞ্জ, ১৮ মার্চ : বিজেপির জেলা সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য স্বরূপ চৌধুরীকে সংবর্ধিত করা হল মঙ্গলবার। বিজেপির গঙ্গারামপুর ব্লক কমিটির উদ্যোগ কালীতলা এলাকার একটি ভবনে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবর্ধনা সভায় বিজেপি জেলা সভাপতির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ, অশোক বর্ধন, প্রদীপ সরকার সহ অন্য বিজেপি নেতৃত্ব।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় কুমারগঞ্জ ব্লক বিজেপির তরফে বরাহারে স্বরূপ চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে দেবশ্রী সরকার সহ বিজেপির অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনটি মণ্ডলের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা গ্রহণের পর স্বরূপ চৌধুরী কুমারগঞ্জের সমজিয়া বুড়িকালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

জল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : রায়গঞ্জ পুরসভা বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পাইপলাইন পরীক্ষা করার কাজ আগামী ২১ মার্চ থেকে শুরু হবে। পাইপলাইন পরীক্ষা করার সময়ে বাসিন্দাদের জল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুরসভা।

রায়গঞ্জ পুরসভা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলপ্রকল্পের সূচনা করে। বেশকিছু দিন বাসিন্দারা জল পেলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। গত জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।

পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'এই জল পরীক্ষা করার জন্য ছাড়া হচ্ছে। পরবর্তীতে নোটিশ জারির পর এই জল ব্যবহার করা যাবে।'

স্কুলে ২দিন বন্ধ মিড-ডে মিল

প্রথম পাতার পর

পরিদর্শক ও বিডিও সাহেবকে জানিয়েছি।'

অপরদিকে আন্দোলনকারী মহিলাদের প্রতিনিধি মোসলেমা খাতুনের দাবি, 'আমাদের বলা হয়েছিল, পুরোনো দলের পাশাপাশি আমরাও রান্নার কাজ করতে পারব এবং পারিশ্রমিকের টাকার ভাগ আমাদেরকেও দেওয়া হবে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন সেটা মানতে চাইছে না। আমরা চাই, উপযুক্ত পারিশ্রমিক সহ আমাদেরকেও সরকারিভাবে রান্নার কাজে নিযুক্ত করা হোক।'

আন্দোলনকারীদের দাবিকে নস্যাৎ করে ইটাহারের বিডিও দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'নতুন কোনও দলকেই মিড-ডে মিল রান্নার কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। কয়েকটি দলের মহিলারা বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় কাজ করতে চেয়েছিলেন। সেই শর্তেই তাঁদেরকে সেখানে রান্না করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখন তাঁরা টাকার দাবি করলে তা মানা সম্ভব নয়।'

দর কমছে জাল নোটের

প্রথম পাতার পর

কীভাবে পাচার হচ্ছে জাল নোট? কাদের ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে সীমান্তের গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, মূলত পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ থেকে মালদায় ঢুকছে জাল নোট। আর সেই টাকা চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে। মালদা থেকে প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন। পাচারকারীরা ওই সব নিরীহ শ্রমিক, দিনমজুরদের সামান্য টাকার প্রলোভন দিয়ে ক্যারিয়ারের কাজ করাচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের তরফে দাবি উঠেছে, রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে যাতে জাল টাকা রোধে উদ্যোগী হয়। না হলে ভেঙে পড়বে জেলার ব্যবসাবাণিজ্য।

বেসরকারি সংস্থা থেকে কমিশন আদায়

বাইরে পরীক্ষা, যুক্ত হাসপাতাল কর্মীরা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ মার্চ : একেই বলে ঝোপ বুঝে কোপ। হাসপাতালে রোগী আসছেন প্রাণ বাঁচাতে। ব্লাড টেস্ট, এক্সরে, ইসিজি করতে বললেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার কাছে। ব্যস, জুটে যাচ্ছে চোখ ধাঁধানো কমিশন। সবটারই ব্যবস্থায় রয়েছে চতুর্থ শ্রেণির সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা।

রোগীদের পরিবারের অভিযোগ, 'হাসপাতালে অধিকাংশ ব্লাড টেস্টের সুবিধা রয়েছে। তবে ভালো রিপোর্টের নাম করে শহরের কিছু বেসরকারি সংস্থা থেকে টেস্ট করতে বাধ্য করছেন হাসপাতালের একাংশ চতুর্থ শ্রেণির কর্মী সহ মহিলা দালালরা। টেস্টের শেষে মোটা অঙ্কের বিল পেমেন্ট করতে গিয়ে বাড়ি আসার টোটো ভাড়াও থাকছে না। প্রশাসন সব দেখেও নিশ্চুপ। তাই হয়তো দালালদের এত বাড়বাড়ন্ত।'

অবশ্য কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়দেব রায় বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। তাঁর কথায়, 'আমিও শুনেছি দালালির সঙ্গে আমার হাসপাতালের গ্রুপ-ডি স্টাফ জড়িত। যদি কোনও বাইরের মহিলা অথবা সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী সরাসরি জড়িত থাকে, তাহলে প্রমাণ নিয়ে অভিযোগ করলেই সরাসরি কালিয়াগঞ্জ থানায় জানাব। পুলিশ প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে বলব।'

কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। - সংবাদচিত্র

কান পাতলেই শোনা যায়, এই দালালিতে কিছু সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ফাল্গুনী, দুলালি, তারামণিদের মতো গ্রামীণ ও শহরের মহিলারা। মোবাইল ফোনেই চলছে দেওয়া-নেওয়ার কাজ।

রাধিকাপুরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলার কথায়, 'পেটের তাগিদেই দালালির কাজ করি। আমি মনে করি, এটা সমাজসেবা। আপনার তো কোনও ক্ষতি করছি না। গ্রাম থেকে রোগী এনে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বহির্বিভাগে ডাক্তারকে দেখানোর পর রোগীদের কিছু টেস্ট বেসরকারি সংস্থা থেকে করালে আমরা ৫০ শতাংশ লাভ্যাংশ পাই।'

আমার কানেও এসেছে খবরটা, জানিয়েছেন কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধান। তাঁর দাবি, 'আমিও নজরে রেখেছি। দশদিন চোরের তো একদিন গৃহস্থের। তৃণমূল জমানায় সাধারণ রোগীদের প্রায় সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা রাজ্য সরকার দিচ্ছে। এক্সরে, ইসিজি সহ অধিকাংশ ব্লাড টেস্ট বিনামূল্যে পায় মানুষ। সেখানে গুটি কয়েক দালালের খপ্পরে পড়ে মানুষ সরকারি কেন্দ্রে চিকিৎসা করতে এসে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। ধরা পড়লে অথবা প্রমাণ হাতে এলে আমিও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে।'

বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, শুরু তদন্ত

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৮ মার্চ : বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে। অভিযুক্ত ব্যক্তি রান্নার কাজ করেন এবং তরুণী তাকে মামা বলে ডাকতেন। ঘটনাটি ঘটে ১২ মার্চ, একটি কীর্তন অনুষ্ঠানের রাতে। ওই কীর্তনে ভক্তদের জন্য খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে বিশেষভাবে সক্ষম ওই তরুণীও খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখানে রান্নার দায়িত্বে ছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি ওই তরুণীকে খাবার দেন এবং পরে তাকে দিদির বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে একটি বাগানে নিয়ে যান। সেখানেই তিনি তাকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তরুণী পরে কোনওরকমে দিদির বাড়ি ফিরে আসেন এবং পুরো ঘটনা জানান। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে হতবাক হয়ে পড়েন। পরে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনার পাঁচদিন পরে কেন অভিযোগ জমা পড়ল তা নিয়ে এলাকায় জল্পনায় তৈরি হয়েছে। অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম ওই তরুণীর শারীরিক পরীক্ষা করা হবে বলেও জানা গেছে।

ঝড়ে ভুট্টা চাষে ক্ষতি, সরকারি সাহায্যের আর্জি

রতুয়া, ১৮ মার্চ : রবিবার রাতে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টা চাষ। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়েছে রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। মাথায় হাত চাষিদের। তারা সরকারি সাহায্যের আবেদন করেছেন। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ব্লক কৃষিকর্তা সৈয়দ সারওয়ার উস্মান।

ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টাচাষি মোকাম্মেল হক বলেন, 'রবিবার রাতের ঝড়ে আমাদের এলাকার ভুট্টা চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। গাছ ভেঙে পড়েছে। আমরা বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ। শুখা মরশুমে বছরের দুটো পাট ও ভুট্টা চাষ করি। এর ওপরে নির্ভর আমাদের জীবন-জীবিকা।'

আক্ষেপের সুরে মোকাম্মেল হক বলেন, 'বেশিরভাগ চাষি ঋণ নিয়ে চাষ করেন। ফসল বিক্রি করে মহাজনী ঋণ শোধ করতে হয়। এবার ভুট্টার ফলন ভালোই হয়েছিল। আশায় বুক বেঁধেছিলাম। রবিবারে ঝড়ের তাণ্ডবে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। মহাজনের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা নেই। অনেক চাষির ফসল বীমা থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। আমাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাই।'

ব্লক কৃষিকর্তা সৈয়দ সারওয়ার উস্মান জানিয়েছেন, 'ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে রতুয়া ১ ব্লক এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় ভুট্টা চাষের ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা এলাকা পরিদর্শন করেছি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং চাষিদের নাম জেলাস্তরে পাঠিয়েছি।'

কাকভোরে পৃথিবীতে সুনীতারা

সেরা ১০-এ সুনীতা

নভশ্চর	দেশ	মহাকাশে মোট বিচরণের দিন	মিশনের সংখ্যা
ওলেগ কোনোনেঙ্কো	রাশিয়া	১,১১০	৫
গেন্নাদি পদলকা	রাশিয়া	৮৭৮	৫
সের্গেই ক্রিকালেভ	ইউএসএসআর /রাশিয়া	৮০৩	৬
আলেকজান্ডার কালেরি	রাশিয়া	৭৬৯	৫
সের্গেই আব্দেভ	রাশিয়া	৭৪৭	৩
পেগি হুইটসন	আমেরিকা	৬৭৫	৪
ফিওদর ইউরচিকিন	রাশিয়া	৬৭২	৫
ইউরি মালেনচেঙ্কো	রাশিয়া	৬৪১	৬
সুনীতা উইলিয়ামস	আমেরিকা	৬০৯	৩
পাভেল ভিনোগ্রুদভ	রাশিয়া	৫৪৬	৩

প্রথম পাতার পর

মোদি লিখেছেন, 'মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর সঙ্গে কথা বলার সময়েও আপনার নাম এসেছে। আপনার জন্য আমরা গর্বিত।' মহাকাশ থেকে ফিরে ভারতে আসার জন্য মোদি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুনীতাকে। লিখেছেন, 'ফিরে আসার পর ভারতে আপনাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

সুনীতা এবং বুচ গত বছরের ৫ জুন বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযানে করে মহাকাশে পাড়ি দেন। তাঁদের এই মিশন ছিল মাত্র আট দিনের। কিন্তু স্টারলাইনারে যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি, যেমন হিলিয়াম লিক এবং প্রপালশন সিস্টেমের সমস্যার জন্য তাঁদের ফিরতে দেরি হয়ে যায়। সুনীতাদের মিশন দীর্ঘায়িত হয় এবং নয় মাস পর্যন্ত আইএসএসে থাকতে হয় তাঁদের। গত সেপ্টেম্বরে স্টারলাইনার পৃথিবীতে ফেরে খালি হাতে। এরপর সুনীতাদের ফেরার জন্য স্পেসএক্সের ক্রু-৯ মিশনের পরিকল্পনা করা হয়।

দীর্ঘ এই সময়টা অবশ্য অলসভাবে কাটাননি সুনীতা এবং বুচ। নয় নয় করে ১৫০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশ নিয়েছেন তাঁরা। অবশেষে মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) তাঁরা আইএসএস থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন নিক হেগ এবং রুশ মহাকাশচারী আলেজান্ডার গোরবুনভ।

ট্রাস্টে কালো

প্রথম পাতার পর

ট্রাস্টের মাধ্যমে কীভাবে কালো টাকা সাদা করা হত তাও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। বিভিন্ন ব্যক্তিকে নগদে টাকা দিতেন পার্থ। সেই টাকা থেকে কমিশন কেটে বাকি টাকা ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতেন ওই ব্যক্তিরা। সূত্রের খবর, পার্থর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী করা হচ্ছে তাঁর জামাই কল্যাণময়কেই। এতদিন এই মামলায় তাঁর জামাইও অভিযুক্ত ছিলেন। এবার থেকে তিনি আর অভিযুক্ত হিসেবে থাকবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৬ ও ৩১ মার্চ পার্থর বিরুদ্ধে আরও দুজন সাক্ষী দিতে পারেন। তার মধ্যে একজন পার্থর আত্মীয়। ফলে ক্রমশই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে আরও জড়িয়ে পড়ছেন পার্থ। আইনজীবী মহলের মতে, পার্থর বিরুদ্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠরাই বয়ান দিলে সিবিআইয়ের মামলায় তাঁর জামিন পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে।

এদিন নিয়োগ দুর্নীতি মামলারশুনানিতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ আদালতে পার্থর মেডিকেল রিপোর্ট পাঠায়। তাতে জানানো হয়, পার্থ অসুস্থ রয়েছেন। তাই জেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অসুস্থতার কথাও বিচারকের কাছে জানান তাঁর আইনজীবী। তিনি জানান, সুজয়কৃষ্ণের বুকে বসানো পেসমেকারের কিছু সমস্যা রয়েছে। ১৬ মার্চ থেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। এদিকে কুন্তল ঘোষ আবার পুরী যেতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানান। তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে সেই অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যতম অভিযুক্ত অরুণ হাজরাকেও এদিন আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দাবি, সমন না পৌঁছোনোয় তিনি হাজির হতেপারেননি।

চাতাল বিলি

বুনিয়াদপুর, ১৮ মার্চ : আগামী বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে লটারির মাধ্যমে ৬টা চাতালের মধ্যে ৫টি চাতাল লটারির মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক কমল সরকার জানান, 'আগামী বৃহস্পতিবার এসডিও অফিসে লটারির মাধ্যমে ৫টি চাতাল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিলি করা হবে। আপাতত মাছ, মাংস বাদে সকল ব্যবসায়ীরা এই চাতালে বসেই ব্যবসা করবেন। আগামী ২৪ তারিখে ব্যবসায়ীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আত্মঘাতী কৃষকরা ও অনেক প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ততক্ষণদেহ পড়ে থাকবে। ময়নাতদন্তের জন্য নিতে দেবেন না।

কৈলাসের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বাবা, স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ে। স্ত্রী সুশীলার আক্ষেপ, সময়ে সরকার পদক্ষেপ করলে স্বামীকে হারাতে হত না। কেউ কিছু করেনি। রাজ্যের মন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন, গত ছাপ্পান্ন মাসে দিনে আটজন কৃষক মারা যাচ্ছেন বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয় মোটেই। অত হবে না। তবে তিনি কবুল করেছেন, ছত্রপতি শম্ভাজিনগর আর অমরাবতী ডিভিশনে চাষিদের মৃত্যুর সংখ্যাটা একটু বেশি। গতবছরের প্রথম ছয় মাসে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, মারাঠাভূমে মারা গিয়েছেন ১,২৬৭ কৃষক। সবথেকে বেশি মৃত্যু বিদর্ভের অমরাবতী ডিভিশনে। ৫৫৭ জন। তারপরই শম্ভাজিনগর, ৪৩০ জন। নাসিকে ১৩৭ জন, পুনেতে ১৩ জন।

কৈলাসের মৃত্যুর পর যা হওয়ার তা হচ্ছে। আসরে নেমেছে সব পার্টি। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রবীণতম শারদ পাওয়ার বলেছেন, বিদর্ভ আর মারাঠওয়াড়ায় কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বিধানসভায় সরকার নিজেই জানিয়েছে, গতবছর রাজ্যে আত্মহননকারী কৃষকের সংখ্যা ২৬৩৫। এই অবস্থায় পাওয়ার চান নীতি তৈরি করুক কেন্দ্র। একসময় এই পাওয়ার নিজেই ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। কংগ্রেসের কথায়, মহাজুটি সরকার তো হিন্দু-মুসলমান করতেই ব্যস্ত। চাষিদের কথা ভাবার সময় কোথায় তাদের? কৃষক সংগঠনগুলির মতে, এটা সরকারের ব্যর্থতা। এটা আত্মহত্যা নয়, খুন।

আর এখানে? এই রাজ্যে? ২০২১ সালে তথ্য জানার অধিকারে আবেদন করে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ক'জন কৃষক এ রাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন। সরকারের তরফে জানানো হয়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১২২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। রাজ্যের প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিআইজি (ডি অ্যান্ড টি) জানিয়েছিলেন, জেলার দুটি থানা এলাকায় এই মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এরপর কাগজপত্রে এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। তারপরই রাজ্য সরকার সেই তথ্য প্রত্যাহার করে নেয়। জানিয়ে দেয়, ওই তথ্য ভুল। এখানে কোনও কৃষক আত্মঘাতী হননি। ওই বছর পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৫০০ জন আত্মহত্যা করলেও তাঁদের মধ্যে কোনও কৃষক বা খেতমজুর নেই। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা কিন্তু অনেক বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

ছোট্ট তারা

চিত্রশিল্পী মৃত্তিকা মুখার্জি (৬)। দেশবন্ধুপাড়ার এই খুদে জেলা স্তরের একাধিক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছে। বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তার।

থানা মোড়ে নেই ট্রাফিক পুলিশ

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : রায়গঞ্জ শহরের জেলখানা মোড় অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা হলেও দিনের অধিকাংশ সময় দেখা মেলে না ট্রাফিক পুলিশের। ফলে অবাধেই চলাচল করছে যাত্রীবাহী বাস। জেলখানা মোড়ে রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ কিয়স্ক। দিনেরবেলাও সেটি বন্ধ দেখা যায়। যানজট এড়াতে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের তরফে প্লাস্টিকের ডিভাইডার বসিয়ে দেওয়া হলেও বর্তমানে সেগুলির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

বাসিন্দাদের দাবি, ডিভাইডারগুলি ভেঙে পড়ে থাকায় ঘন ঘন যানজট হচ্ছে এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। সপ্তাহখানেক আগে ওই এলাকায় এটিএম লুঠের ঘটনা ঘটে। ট্রাফিক পুলিশ থাকলে ওই ঘটনা ঘটত না।

ভেঙে পড়ে আছে ডিভাইডার

স্থানীয় ওঙ্কার দত্তের কথায়, ‘জেলখানা মোড় শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তাই ওই এলাকায় ডিভাইডারের পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা ট্রাফিক পুলিশ থাকা জরুরি। বেশকিছু উঠতি বাইকচালক মদ্যপ অবস্থায় ডিভাইডারগুলি ভেঙে দিয়েছে। ডিভাইডার না থাকায় বাসচালকদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।’

উত্তর দিনাজপুর প্রবীণ নাগরিক কল্যাণমঞ্চের সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেব বলেন, ‘সহজে যাতায়াতের জন্য রাস্তায় প্লাস্টিকের ডিভাইডার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি ডেকে আনছে। ডিভাইডার ও ট্রাফিক পুলিশের দাবি জানানো হয়েছে।’

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, ‘ওই এলাকায় যাতে ২৪ ঘণ্টা ট্রাফিক পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করা হবে। প্লাস্টিকের ডিভাইডারগুলি পুনরায় বসানো হবে।’

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	–	৬
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৩৯
বি নেগেটিভ	–	৪
এবি পজিটিভ	–	১৬
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৯৪
ও নেগেটিভ	–	১

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৫
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	১

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৭০৬৩৪৩৮৪৬৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

চিকিৎসকের অভাবে রোগীর অনন্ত অপেক্ষা, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও

রেফার ‘রোগ’ মালদা মেডিকেলের নিউরো বিভাগে

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১৮ মার্চ : মালদা মেডিকেলে অচলাবস্থা নিউরো সাজারি বিভাগে। দুজন নিউরো চিকিৎসক বুধবার করে বসলেও যন্ত্রণা নিয়েই ধৈর্য ধরতে হয় রোগীদের। পরিকাঠামোর অভাবে লাগাতার অন্যত্র রোগী রেফার করেন চিকিৎসকরা। এনিয়ে সমাজকর্মীরাও সরব হয়েছেন। মালদা মেডিকেলে ২০২১ সালে চালু হওয়া নিউরো সাজারি বিভাগ আসলে অকার্যকর বলেই দাবি উঠেছে।

এরকম একটি বিভাগ থাকা সত্ত্বেও কেন ব্রেন স্ট্রোক ও অন্য গুরুতর স্নায়ু সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত রোগীদের বাইরে রেফার করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা লিখিত দাবি পেশ করেছে মেডিকেল কলেজ সুপার ও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে মালদা মেডিকেলে ব্রেন স্ট্রোক রোগীদের জন্যে গ্রিন করিডর চালু করা হয়। ওই বছরের মার্চ মাসে একটি জটিল নিউরো সাজারিও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তারপরেই পরিস্থিতির অবনতি। আজও কেন নিউরো রোগীদের কলকাতা বা শিলিগুড়ির বড় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাহলে রোগীদের সুবিধার্থে এত ব্যয় বরাদ্দের পরেও কি চলছে প্রহসন?

সেভ লাইফ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে ওই সংস্থার দাবি, নিউরো সাজারি বিভাগকে পুরোপুরি কার্যকর করা হোক। যথেষ্ট সংখ্যক নিউরো সার্জেন ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা জরুরি। বিনা কারণে রোগীদের রেফার বন্ধ করা দরকার। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক মহম্মদ হাবিব হকের ক্ষোভ, ‘শুধুমাত্র বুধবার নিউরো সাজারি চিকিৎসা হয়, যা অত্যন্ত অপ্রতুল। প্রতিদিনই নানা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেক মানুষ মারাত্মক নিউরোলজিক্যাল সমস্যায় আক্রান্ত হন। সেসব নিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করা অসম্ভব। রেফারের সময় ৩৫০-৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে অনেক রোগী পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।’

কালিয়াচকের বাসিন্দা রজিৎ শেখ জানান, ‘আমার স্ত্রী বাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গুরুতর চোট লাগে, রক্ত জমে মাথায়। সেন্সলেস অবস্থায় মালদা মেডিকেলে এলে এমআরআই করতে বলা হয়, রিপোর্ট পেতেই সন্ধ্যার মধ্যে রেফার করা হয়। কলকাতায় হন্যে হয়ে এসএসকেএম থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ঘুরেও মেলেনি সুরাহা। শেষে আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসা হয়। দুর্ভোগ অনেক পোহাতে হয়।’

কেন এই রেফার, কী বলছে প্রশাসন? এপ্রসঙ্গে মালদা মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, ‘মালদা মেডিকেল কলেজে নিউরো সাজারি বিভাগ রয়েছে, তবে আরও পরিকাঠামো ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। আমরা বিষয়টি খুব শীঘ্রই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে তুলে ধরব।’

জেলার নাগরিক সমাজের দাবি, রাজ্যের অন্য সরকারি মেডিকেল কলেজের মতো মালদাতেও যেন পূর্ণাঙ্গ নিউরো পরিষেবা চালু করা হয়। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিললেও, বাস্তবিক পরিবর্তন না হলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

অভিযোগ

গত ৯ মার্চ জোতকাবিল গ্রামের ২৬ বছর বয়সি মুহাম্মদ আবু বকর এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে চোট পান। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পর চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হলে পরিবার পরিজনেরা কলকাতার উদ্দেশে নিয়ে গেলে সেখানেই মারা যান।

আবদুল কাসেম, মৃতের পরিজন

সাফাই

আউটডোরে একজন ও অপারেশনের দরকারে একজন চিকিৎসক রয়েছেন। নিউরো বিভাগ চালু হয়েছে ঠিকই, অপারেশনও হয়, তবে অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ এবং পরবর্তী পরিচর্যার জন্য আরও বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। মাথায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও পরবর্তী থেরাপি নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল, মালদা মেডিকেল কলেজ

চোখে জল, মুখে হাসি...

এক অধ্যায়ের শেষ, নতুন অধ্যায়ের শুরু। পরীক্ষা শেষে বান্ধবীদের আলিঙ্গন। মঙ্গলবার মালদা গার্লস স্কুলের সামনে। - স্বরূপ সাহা

হিন্দুত্ব নিয়ে পদ্মকে পোস্টারে কটাক্ষ ঘাসফুলের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৮ মার্চ: হাতে আর মাত্র একটা বছর। বাংলার শাসনভার কার হাতে তুলে দেবেন ১০ কোটি ভোটার তা নির্ধারণ হয়ে যাবে ছাব্বিশের বিধানসভায়। তবে থেমে নেই রাজ্যের শাসক ও প্রধান বিরোধী দল। বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে এখন থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার তৃণমূল আইটি সেলের পোস্টার ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে মালদা শহরজুড়ে।

পোস্টারে কোথাও লেখা রয়েছে, ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, আধার লিংকে ফাইন খাই,’ আবার কোথাও লেখা রয়েছে ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, গ্যাসে কোনও ছাড় নাই’। তৃণমূলের এই পোস্টারকে অবশ্য বিজেপি কোনও আমল দিতে চায়নি। তারা মনে করছে তৃণমূল এখন স্লোগানেও বিজেপিকে নকল করতে শুরু করেছে। যদিও এনিয়ে বাম-কংগ্রেসের দাবি, এখন থেকেই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিতে মেতে উঠতে শুরু করেছে দুই দল, যা গণতন্ত্রের পক্ষে মহাবিপদ।

মঙ্গলবার ভিড় দেখা যায় শহরের এলআইসি মোড়ে মালদার উঠানের দেওয়ালে লাগানো দুটি পোস্টারকে ঘিরে। যেখানে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক রাজনৈতিক স্লোগান লেখা ছিল। এই স্লোগানের নীচে লেখা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া শাখা। তবে কী এখন থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেল এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পোস্টারকে ঘিরে।

অবশ্য পোস্টার প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু জানান, ‘বিজেপি রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় জিগির তুলে বিভাজনের ভোট করতে চাইছে। তাদের এই অশুভ চেষ্টাকে প্রতিহত করতেই আমাদের স্লোগান। হিন্দু হিন্দু করে যখন তারা বিভাজন করছে তখন কেন হিন্দুদের গ্যাসে ভরতুকি নাই বা আধার লিংকের নামে আর্থিক জরিমানা করা হবে?’

আসলে মানুষকে সজাগ করতে এই পোস্টার। যদিও তৃণমূলের ওই পোস্টারকে হাস্যকর বলছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘ওই পোস্টারের কোনও মানে আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তারা ঠিক কী বলতে চাইছে। ওরা আমাদের স্লোগান নকল করতে শুরু করেছে। এই স্লোগান হওয়া উচিত, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ছাব্বিশে বিজেপিকে চাই।’ রাজ্যের শাসক ও প্রধান বিরোধী দুই দলের বক্তব্য যাই থাক, এই পোস্টার নিয়ে বামেদের বক্তব্য ভিন্ন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কৌশিক মিশ্র বলেন, ‘এমন পোস্টার এই রাজ্যের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।’ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোত্তাকিন আলমের বক্তব্য, ‘ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করতে এখন বিজেপির মতো তৃণমূলও প্রকাশ্যে রাস্তায় নামল। এটা অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয়।’

হাল ফেরানোর দাবি তুলছেন স্থানীয়রা

গঙ্গাবাগ মাঠে দুষ্কৃতী, মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য

মালদা, ১৮ মার্চ : মাঠজুড়ে সারি সারি চার চাকা গাড়ি আর টোটো। মাঠের মাঝখানে বালি আর পাথরের পাহাড়। এখান থেকেই চলছে নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসা। মৃতপ্রায় এই মাঠের দখল নিয়েছে মাদকাসক্ত তরুণরা। গোঁসাই এস্টেটের গঙ্গাবাগ মাঠের হাল ফেরানোর দাবি উঠছে মালদা শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে।

মালদা শহরের গঙ্গাবাগ এলাকা। এই এলাকায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী গোঁসাই এস্টেটের মাঠ। মাঠের চারপাশে রয়েছে সারি সারি বহুতল। একপ্রান্তে ললিতমোহন শ্যামমোহিনী স্কুল, অন্যপ্রান্তে ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত কালীমন্দির। শহরবাসীর কাছে এই উন্মুক্ত ময়দানটি গঙ্গাবাগের মাঠ হিসেবেই সুপরিচিত। একটা সময় এই মাঠ ছিল খেলাধুলো ও শরীরচর্চার পীঠস্থান। ফুটবল, ক্রিকেট সহ নানা খেলার আসর বসত এই মাঠকে ঘিরে। জেলার বহু কৃতী খেলোয়াড় উঠে এসেছিল এই মাঠ থেকে। খেলাধুলোর সেই সোনালি দিনগুলো অতীত। বর্তমানে এই মাঠের অবস্থা অত্যন্ত দৈন্য। মাঠের দখল নিয়েছে নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায়ীরা। তৈরি হয়েছে বেআইনি পার্কিং লট। বহুতলের বাসিন্দারা তাদের চার চাকার গাড়ি পার্ক করছেন

মাঠের ভিতরে। বাদ নেই টোটোও। সেইসঙ্গে বেড়েছে উটকো লোকেদের আনাগোনা। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য আর মাদকাসক্ত তরুণদের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে গঙ্গাবাগ ময়দান।

বিশ্বজিৎ পোদ্দার নামে গঙ্গাবাগ এলাকার এক বাসিন্দার বক্তব্য, ‘একটা সময় এই মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট সহ নানা খেলাধুলো হত। বহু টুর্নামেন্ট হয়েছে এই মাঠে। বর্তমানে এই মাঠ বেদখল হয়ে রয়েছে। উটকো লোকেদের আনাগোনা চলে রাত পর্যন্ত। চরম আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয় আমাদের। আমরা মাঠের পুনরুজ্জীবন চাই।’ টোটন দত্ত নামে এক বাসিন্দার দাবি, ‘এই মাঠ গোঁসাই এস্টেটের। মাঠ বাঁচাতে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। সমাজবিরোধীদের আড্ডা বসছে এই মাঠে। কাউন্সিলার দীর্ঘদিন ধরে মাঠ বাঁচাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি পুরপ্রধান এই মাঠকে বাঁচানোর জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু কবে শুরু হবে এই কাজ জানা নেই কারোর।’ অসিম শর্মা নামে এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমরা চাইছি, মৃতপ্রায় এই মাঠের পুনরুজ্জীবন। পুরসভা এই মাঠকে বাঁচাতে উদ্যোগ গ্রহণ করুক।’

স্থানীয় কাউন্সিলার সঞ্জয় দে জানান, ‘মাঠের হাল ফেরাতে আমি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী পরিদর্শন করে গিয়েছেন। মাঠের চারপাশ ঘিরে বয়স্কদের বসার জন্যে আসন তৈরি, সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

রোগ মোকাবিলায় পালস মুড অভিযান

পুরাতন মালদা, ১৮ মার্চ : বর্ষা আসার আগেই মশা ও পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পুরাতন মালদা পুরসভা ‘পালস মুড’ অভিযান শুরু করেছে। আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। একের পর এক শহরের ২০টি ওয়ার্ডে নিকাশিনালা পরিষ্কার, মশা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্য পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালানো হবে।

মঙ্গলবার থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন নিকাশিনালাগুলি পলি জমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মশার উপদ্রব বাড়ছে। বর্ষা শুরু হলে জল জমার কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। তাই পুরসভা আগেভাগেই পদক্ষেপ নিয়েছে।

পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক সাধন দাস জানান, ‘পালস মুড কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা। এপ্রিল মাসজুড়ে সাফাইকর্মীরা ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন কাজ করবেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা এই কাজের তদারকি করবেন।’

পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা বলেন, ‘এলাকায় পতঙ্গবাহী রোগ প্রতিরোধে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে কার্যক্রম। আজ বাচামারি এলাকায় নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ডেঙ্গি সহ অন্য পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য এই পদক্ষেপ।’

রাতের অন্ধকারে ভাঙছে ডিভাইডার

পেট্রোল পাম্পের সামনের ভাঙা ডিভাইডার। - সংবাদচিত্র

ডালখোলা, ১৮ মার্চ : রাতে অন্ধকারের সুযোগে জাতীয় সড়কে ভেঙে ফেলা হচ্ছে একের পর এক ডিভাইডার। যে সব অংশের ডিভাইডার ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তার কাছেই রয়েছে পেট্রোলপাম্প। না হলে রেস্তোরাঁ বা ধাবা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্যবসায়িক স্বার্থেই ডিভাইডারগুলিকে নিশানা করা হয়েছে। আর যাদের এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করার কথা, সেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। একই দৃশ্য দেখা যাবে ডুমুরিয়া, অসুরাগড়, অসুরাগড় শ্মশান. গুরুনানক, ধর্মকাটা ও ডালখোলা বিপিতে। শিক্কর এবং বস্তাডাঙিতে কিছুদিন আগেও ডিভাইডার ছিল। সেটা ভেঙে ওই দুই জায়গায় দুটি পেট্রোলপাম্প তৈরি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতা পঙ্কজ পাসোয়ান ঘুরিয়ে শাসকদলের দিকে আঙুল তুলেছেন। বলেন, ‘ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের মদত না থাকলে ব্যবসায়ীরা ডিভাইডার কাটার সাহস পায় কী করে?’

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর অফিসের এক আধিকারিক বলেন, ব্যবসায়িক স্বার্থে অবৈধভাবে জাতীয় সড়কের ডিভাইডার কেটে ফেলা হচ্ছে। পুলিশের উচিত এই সবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

রাস্তায় ব্যাংককর্মীরা

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : আগামী ২৪ ও ২৫ মার্চ ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন। পাঁচদিন ব্যাংক খোলা রাখা, অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু সহ একাধিক ইস্যুতে দুদিন ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান নেতৃত্ব। সোমবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ শহরের ঘড়ি মোড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে পথসভা করে ব্যাংক কর্মীরা। এই ধর্মঘটের প্রভাব রাষ্ট্রায়ত্ত থেকে বেসরকারি ব্যাংকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্যাংক কর্মীদের ধর্মঘটের প্রভাব পড়তে পারে এটিএমগুলিতেও। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায় মণ্ডল এদিন বক্তব্য রাখেন।

অ্যাফিডেভিট

আমি PUSPAK KUMAR CHOWDHURY, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার REG No-B/2024/1057388 Dt- 09/08/2024. আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 27/02/2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M. তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে ARNA CHOWDHURY থেকে AARADHYA CHOWDHURY করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114054)

●

আমি Fulobati Sharma (Karmakar), স্বামী - Jayanta Karmakar, গ্রাম-বিষণপুর, পোঃ পূর্ব সৈদপুর, থানা- মানিকচক, জেলা- মালদা। আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি নং 301/15, তাং- 06/01/2015) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10/03/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subarna Karmakar থেকে Subarna Jayanta Karmakar করা হইল। (M-114053)

এক যুগ ধরে নিখরচায় মহিলাদের আত্মরক্ষার পাঠ একক চেষ্টায়

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : উদ্দেশ্য ‘নারীদের হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণা। তাঁদের আত্মরক্ষা যেন তাঁরা নিজেরাই করতে পারে।’ আর সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতেই চলেছে নানারকম ভাবনা। অবশেষে সেই ভাবনার সমাধান করেছেন মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক শংকরকুমার মণ্ডল। বিগত ১৩ বছর ধরে খালি হাতেই মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল

প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন মহিলারা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - সংবাদচিত্র

মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষকের উদ্যোগ

শেখাচ্ছে ‘মা ভবানী দুর্গা বাহিনী শিবির।’

জন্মসূত্রে শংকরবাবু কলকাতার গার্ডেনরিচের বাসিন্দা। ওয়ার্ল্ড ট্র্যাডিশনাল শতকান ক্যারাটে ফেডারেশনের তরফে উত্তরবঙ্গে মার্শাল আর্টের প্রসার ঘটাতে তাঁকে বালুরঘাটে পাঠানো হয়। ২০১২ সাল থেকে বালুরঘাটে ভাড়া বাড়িতে থেকেই তিনি মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শুরুর প্রথম থেকেই মহিলাদের আত্মরক্ষার বিষয়টি মাথায় ঘুরপাক খেত শংকরবাবুর। খালি হাতে বা সাধারণ বস্তুকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই ভাবনাতেই বিভোর থাকতেন তিনি। সেই থেকেই জেলার মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর উদ্যোগ। শুরু হল ‘মা ভবানী দুর্গা বাহিনী’ বলে একটি দল। যেখানে প্রথমে শুধুমাত্র একজন প্রশিক্ষণার্থী থাকলেও বর্তমানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রশিক্ষণার্থী মিলিয়ে প্রায় ৩০০ জন রয়েছে। বিনামূল্যেই মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাচ্ছেন শংকরবাবু । ইতিমধ্যে ভারত সরকারের নীতি আয়োগ স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড কালচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন কমিশনের তরফে তাঁর কাজের জন্য সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিও পেয়েছেন তিনি।

প্রশিক্ষক শংকরকুমার মণ্ডল জানান, বিগত ১৩ বছরে জেলার প্রায় ৭০ হাজার মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই সমগ্র শিক্ষা মিশনের তত্ত্বাবধানে জেলার ৬৪টি স্কুলে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তপন, গঙ্গারামপুর, দৌলতপুর, কুশমণ্ডি, ফুলবাড়ি সহ জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের মার্শাল আর্ট বিনামূল্যে শেখাচ্ছি।

নাগপুরে পাথর-আগুন, গ্রেপ্তার ৫০

গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্ফিউ জারি

নাগপুর, ১৮ মার্চ : সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে জ্বলল মহারাষ্ট্রের নাগপুর। সোমবার দফায় দফায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা শহর। একের পর এক গাড়ি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও জনবসতি নিশানা করে ছোড়া হয় পাথর। একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে। ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০ থেকে ৪০ জন জখম হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জারি করা হয় কার্ফিউ। হামলা চালানোর অভিযোগে এপর্যন্ত অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শহরে শান্তি বজায় রাখতে আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তাঁর অভিযোগ, এই হামলা 'পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত' ছাড়া কিছু নয়। তিনি পুলিশকে নির্দেশ দেন হামলাকারীদের কঠোরভাবে দমন ও রং না দেখে গ্রেপ্তার করার। পুলিশের দাবি, একটি গুজবকে কেন্দ্র করে নাগপুরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয় সোমবার রাতে। মঙ্গলবার সেভাবে হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটলেও এলাকার পরিবেশ থমথমে ছিল।

নাগপুরে গত কয়েকদিন ধরেই গোলমাল চলছে। এই গোলমালের মূল কারণ মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেবের সমাধি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) আর বজরং দল চাইছে অওরঙ্গজেবের সমাধি মহারাষ্ট্র থেকে সরিয়ে ফেলতে। তাদের দাবি, অওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠুর শাসক। তিনি যে কেবল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তাই নয়, একইসঙ্গে হত্যা করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজির ছেলে সম্ভাজি মহারাজকেও। এই কারণে তারা তাঁর সমাধিকে 'জাতীয় লজ্জার প্রতীক' বলে মনে করে।

নাগপুরে হিংসার আগুনে জ্বলছে একের পর এক গাড়ি। সোমবার রাতে।

সোমবার নাগপুরের মহল এলাকায় কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভ সমাবেশে অওরঙ্গজেবের কুশপুতুল পোড়ায়। এরপর তারা একটি ধর্মীয় মন্ত্র লেখা কাপড় (কলমা) পুড়িয়ে দেয় বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। যার জেরে চিতনিস পার্ক, কোতওয়ালি, গণেশপেট, মহল সহ বহু এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। হিংসা ছড়ায় আরএসএস-এর সদর দপ্তর মহল এলাকাতেও। জনবসতির বাড়িঘর ও পুলিশকে নিশানা করে পাথর ছোড়ে উত্তেজিত জনতা। জেসিবি যন্ত্র থেকে শুরু করে একাধিক গাড়ি ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে ক্ষতি হয় চিতনিস পার্ক থেকে শুক্রবারি তালাও রোড এলাকার। এই ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০-৪০ জন জখম হন। গ্রেপ্তার করা হয় কমবেশি ৫০ জনকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মঙ্গলবার দাবি করেন নাগপুরের পুলিশ কমিশনার রবীন্দ্রকুমার সিঙ্গল।

হংসপুরী এলাকার বাসিন্দা শরদ গুপ্ত (৫০) বলেন, রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে উত্তেজিত জনতা তাঁর বাড়ির সামনে চারটি দুই চাকার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি নিজেও আহত হন। পাশের একাধিক দোকানেও ভাঙচুর চালায় জনতা। পুলিশ ঘণ্টাখানেক পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। আরেক বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত কাওয়াড়ে বলেন, তিনি রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য কাজ করছিলেন। উত্তেজিত জনতা পাথর ছুড়তে ছুড়তে ঢুকে তাঁর সাজসজ্জার সব জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেয়। এক চা বিক্রেতা জানান, হামলাকারীরা একটি ক্লিনিকে ঢুকে ভাঙচুর করে। তারপর পুলিশ আসার আগেই চম্পট দেয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, লাঠি চালায়। শহরের একাধিক জায়গায় কার্ফিউ জারি হয়। হিংসার ঘটনাকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ বলেন, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'ছাওয়া' সিনেমা তৈরি হয়েছে সম্ভাজি আর অওরঙ্গজেবের লড়াই নিয়ে। এই ছবি স্থানীয় মানুষের মনে ক্ষোভ জাগিয়েছে। একই সুরে কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও। বিধানসভায় ফড়নবিশ বলেন, 'নাগপুরে ভিএইচপি ও বজরং দল বিক্ষোভ করছিল। সেই বিক্ষোভের বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে হামলার চক্রান্ত করা হয়েছে। একজন হামলাকারীকেও ছাড়া হবে না।'

রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'নাগপুর ৩০০ বছরের ইতিহাসে কখনও এমন হিংসা দেখেনি।' শিবসেনা (উদ্ধব) নেত্রী প্রিয়াংকা চতুর্বেদী রাজ্যের মহাযুতি জোটের নিন্দা করে বলেন, 'হিংসা ছড়িয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করে মানুষকে ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে। এতে রাজ্যের আর্থিক সংকট, ঋণের বোঝা, বেকারত্ব আর কৃষকদের আত্মহত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়ানো হচ্ছে।' ফড়নবিশ সরকারের সমালোচনা করে বসপা নেত্রী মায়াবতী বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থেই কারও সমাধি বেদি ভাঙার উসকানি দেওয়া অন্যায়।'

রাজনৈতিক তর্জা

- নাগপুরের ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০-৪০ জন জখম হন। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার ৫০ জন। এলাকায় কার্ফিউ জারি।
- হিংসার ঘটনাকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ।
- কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেন, নাগপুর ৩০০ বছরের ইতিহাসে কখনও এমন হিংসা দেখেনি।

কুম্ভ-কথায় মোদির মুখে ঐক্যের বার্তা

কটাক্ষ রাহুল-প্রিয়াংকার

> মহাকুম্ভের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব ভারতের কর্মদক্ষতা দেখতে পেয়েছে। মহাকুম্ভে সর্বভারতীয় মহাজাগরণ দেখেছি। যাঁরা আমাদের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাও সমুচিত জবাব পেয়ে গিয়েছেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে চাই। কুম্ভ আমাদের পরম্পরা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, যাঁরা কুম্ভে মারা গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানাননি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : প্রথমে গোধরা হিংসা নিয়ে ভিকটিম কার্ড খেলার চেষ্টা। আর এবার হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আড়ালে ভারতের বহুত্ববাদী ভাবধারার ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার মরিয়া প্রয়াস চালালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মঙ্গলবার লোকসভায় সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভ মেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নমোর বার্তা, 'আজ যখন গোটা বিশ্ব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন একতার এই মহাযজ্ঞই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। আমরা সবসময় বলি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের বিশেষত্ব। প্রয়াগরাজে আমরা সেই ঐক্যের সাক্ষী হতে পেরেছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মহাকুম্ভের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব ভারতের কর্মদক্ষতা দেখতে পেয়েছে। মহাকুম্ভে আমরা এক সর্বভারতীয় মহাজাগরণ দেখেছি। যা নতুন সাফল্য পেতে অনুপ্রাণিত করবে। যাঁরা আমাদের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাও সমুচিত জবাব পেয়ে গিয়েছেন।'

মহাকুম্ভ নিয়ে মোদি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তাতে যে সমস্ত পুণ্যার্থী পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে টুঁ শব্দ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি বিরোধীদেরও কুম্ভ নিয়ে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। সংসদের বাইরে রাহুল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে চাই। কুম্ভ আমাদের পরম্পরা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, যাঁরা কুম্ভে মারা গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানাননি।' দেশে বেকারত্বের মলিন ছবির কথা জানিয়ে রায়বেরেলির সাংসদের তোপ, 'যে তরুণরা কুম্ভে গিয়েছিলেন, তাঁরা কাজ চান। প্রধানমন্ত্রীর তাই উচিত, কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও কথা বলা।' বিরোধীদের কেন কুম্ভ নিয়ে বলতে দেওয়া হল না, তা নিয়ে রাহুলের তোপ, 'গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিরোধী দলনেতাকে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু ওঁরা সেই সুযোগ আমাদের দিতে চান না। এটাই হল নতুন ভারত।' দাদাকে সমর্থন জানিয়ে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিরোধীদেরও বলতে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, কুম্ভের ব্যাপারে বিরোধীদেরও যথেষ্ট আবেগ ছিল। আমরা যদি আমাদের ভাবনা তুলে ধরতাম তাহলে ওঁদের আপত্তির কিছু থাকত না।' সমালোচনা করেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে আজ বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের আগে থেকে বলা হয়নি। হঠাৎ তিনি মহাকুম্ভ নিয়ে বলতে শুরু করলেন। আমরাও এই বিষয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিল, বিষয়টি যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই কিছু বলা যাবে না। আমাদের অবাক লাগছে যে একটি রাজ্যের বিষয় নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী কথা বললেন। এটা বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মোদি এদিন জানান, 'কিছু সমালোচক ভারতের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু মহাকুম্ভের সাফল্য সেই সমস্ত সংশয় এবং ভয় দূর করে দিয়েছে। রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানের সময় আমরা জাতির আগামী ১ হাজার বছরের প্রস্তুতি টের পেয়েছিলাম। আজ এক বছর পর মহাকুম্ভের আয়োজন সেই ধারণাকে আরও পোক্ত করেছে।' বিরোধীরা এদিন মহাকুম্ভের জলে দূষিত পদার্থ থাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকেও হাতিয়ার করেন। তাতে অবশ্য টলানো যায়নি মোদিকে।

এপিক-আধার যোগ, বৈঠক কমিশনের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : আধারের সঙ্গে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র (এপিক) সংযুক্তিকরণের ব্যাপারে মঙ্গলবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে এই বৈঠকে এপিক-আধার সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংযুক্তিকরণের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ওই বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিব এবং আধারের সিইও সহ একাধিক টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। বৈঠক শেষে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এপিকের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ হবে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক হবে। নাগরিকদের ওপর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে মূলত ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা এবং নির্বাচনি ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করা হবে।

কমিশনের মতে, সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটাধিকার পান, আর আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র হিসেবে কাজ করে, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নয়। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সংবিধানের ২৩(৪), ২৩(৫) ও ২৩(৬) ধারা এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এপিক বিতর্কে আলোচনার দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সমন্বয় করেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। সূত্রের দাবি, সোমবার রাতেই কংগ্রেসের রাজ্যসভার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৈঠকে ঠিক হয়, কংগ্রেস মনরেগা নিয়ে এবং তৃণমূল এপিক ইস্যুতে আলোচনা চাইবে। দুই দল পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যসভায় এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার এপিক নিয়ে আলোচনার জন্য তৃণমূল রাজ্যসভায় নোটিশ দেয়। যদিও সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে আলোচনার দাবিতে দেওয়া সেই নোটিশ খারিজ হয়ে যায়। তবুও তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, 'বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে নির্বাচন কমিশন এবং এপিক নিয়ে স্বল্পমেয়াদি আলোচনা করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছিল। আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না, সভা চলুক।' অন্যদিকে জিরো আওয়ারে সাকেত গোখলে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টিএন শেসনকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তোলেন। তিনি বলেন, 'টিএন শেসন নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা এবং স্বশাসন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অথচ, আজ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি। শেসনের আমলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল। অথচ, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিক প্রচারসভায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করলেও, নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক ছিল।'

'একসঙ্গে ভোট' বিচারপতির আপত্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থাকে সরাসরি অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এপি শা। সোমবার সংসদের যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র কাছে ১২ পাতার একটি নোট জমা দেন তিনি। ওই নোটে আইন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাফ জানিয়েছেন, 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনটি অসাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।' কমিটির কাছে আইনজীবী হরিশ সালভে দাবি করেন, একসঙ্গে ভোট করতে যে সমস্ত সাংবিধানিক রীতিনীতির প্রয়োজন, সেগুলি রয়েছে। সংবিধানের মূল কাঠামো এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে যে দাবি করা হয়েছে, তাও মানতে অস্বীকার করেন হরিশ সালভে। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'এক দেশ, এক ভোট' বিলে অসংখ্য ভুল রয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোট স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। প্রায় ৫ ঘণ্টার বৈঠক শেষে জেপিসির চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরী জানান, বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে।

মনরেগা নিয়ে সরব সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ কমানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বাজেট-পরবর্তী আলোচনায় তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে যে মনরেগা আইন তৈরি হয়েছিল, বর্তমান সরকার তা দুর্বল করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার যেভাবে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প দুর্বল করছে এবং বাজেটবরাদ্দ মাত্র ৮৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন, 'গতবারের তুলনায় এবার বাজেট বরাদ্দ কমেছে ৪ হাজার কোটি টাকা। অথচ যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় ২০ শতাংশ চলে যাবে আগের বছরের বকেয়াগুলি মেটাতেই।'

সোনিয়া এদিন বলেন, বর্তমানে মনরেগা একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে আধারভিত্তিক মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা, ন্যাশনাল মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে লাগাতার বিলম্ব ঘটাচ্ছে। যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১০০ দিনের কাজে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ ৪০০ টাকা এবং কাজের দিনের সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ দিন করার সওয়ালও করেছেন সোনিয়া গান্ধি।

ইজরায়েলি হানায় নিহত একজনের দেহ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দুই প্যালেস্তিনীয়। মঙ্গলবার গাজায়।

গাজায় ইজরায়েলি হামলা, হত ৪১৩

বন্দিদের মেরে ফেলার হুমকি হামাসের

তেল আভিভ, ১৮ মার্চ : দু-মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হতেই গাজায় হামলা শুরু করে দিল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার রাতভর চলা বিমান হামলায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনূস শহরে কমপক্ষে ৪১৩ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০০-র বেশি। যদিও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একাধিক সূত্রে মৃতের সংখ্যা ৪৫০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। হতাহতদের অনেকেই মহিলা ও শিশু বলে গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্র খলিল দেগরান জানিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন গাজায় হামাস প্রশাসনের প্রধান ইসাম-আল-দালিস সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক।

ইজরায়েল একতরফা হামলা চালিয়ে গেলেও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। এদিন পর্যন্ত তাদের তরফে প্রত্যাঘাতের খবর মেলেনি। হামাস নেতা ইজ্জর-আল-রিশেক ইজরায়েল সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত ইজরায়েলি বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডের শামিল।' হামাস নেতার অভিযোগ, ইজরায়েলে অতি ডানপন্থী জোট সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতেই গাজায় হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের জন্য কারা দায়ী শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীদের কাছে সেই তথ্য প্রকাশ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।এদিকে গাজায় হামলা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইজরায়েলে। সাধারণ মানুষের অনেকে এদিনের হামলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'হস্টেজেস অ্যান্ড মিসিং ফ্যামিলিজ ফোরাম'-এর তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হামাসের ভয়াবহ বন্দিদশা থেকে আমাদের প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করায় আমরা হতবাক, ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত।' হামাসের হেপাজতে থাকা বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে না পারা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে ইজরায়েল জুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে নেতানিয়াহু বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক সংগঠন।

নেতানিয়াহু নিজের অবস্থানে অনড়। তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দি ইজরায়েলিদের মুক্তি দিচ্ছে না হামাস। গাজায় তারা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার হামাসের ঘাঁটি ধ্বংস করতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানো হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিজ বলেন, 'গাজায় হামলা চালানোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও মার্কিন সরকারকে আগাম জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রতিনিধিরা। আমাদের প্রেসিডেন্ট আগেই স্পষ্ট করেছেন যে, শুধু ইজরায়েল নয়, যারা আমেরিকায় সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছে সেই ইরান, হামাস, হুথি সবাইকে এর খেসারত দিতে হবে। ওদের ওপর নরক নেমে আসবে।'

শান্তির শর্ত পুতিনের : ইউক্রেনে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ইস্যুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন তিনি। সেই ফোনালাপের আগেই যুদ্ধ বন্ধের শর্ত দিয়েছেন পুতিন। রুশ সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে ইউক্রেনে যাবতীয় অস্ত্র সাহায্য বন্ধ রাখার ব্যাপারে ট্রাম্পের কাছে নিশ্চয়তা চাইবেন পুতিন। এই শর্ত শুধু আমেরিকার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে তাই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিকেও ইউক্রেনকে দেওয়া সব ধরনের সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখতে হবে।

রাশিয়া এমন শর্ত দেবে পুতিনের সহযোগী ইউরি উশকভের কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা এটিকে এক কঠিন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখছি। রাশিয়ার সেনা এখন সব ফ্রন্টে এগোচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতিকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সামরিক সরবরাহ বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছি।' ইউক্রেন বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রে সিবিগা বলেন, 'রাশিয়া সত্যিই শান্তি চায় কি না এবার সেটা বোঝা যাবে। আশা করি ওরা নিঃশর্তভাবে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাবে সম্মত হবে।'

সংঘের দপ্তরে যাবেন নমো

নাগপুর, ১৮ মার্চ : আরএসএসের সঙ্গে ঠান্ডাযুদ্ধে আপাতত দাঁড়ি টানছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় সংঘ এবং বিজেপির মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা অনেক আগেই মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবার আরএসএসের সদর দপ্তরে হাজির হয়ে সেই দূরত্ব পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে চান মোদি। ৩০ মার্চ নাগপুরে মাধব নেত্রালয় আই ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ওই সময়ই রেশমবাগে যেতে পারেন মোদি। ওই চক্ষু হাসপাতালের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সরসংঘচালক মোহন ভাগবত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশেরও হাজির থাকার কথা। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একবারও সংঘের সদর দপ্তরে যাননি মোদি। শুধু মোদি নন, ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী কখনও সংঘের সদর দপ্তরে যাননি। আসন্ন সফরে ভাগবতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নতুন বিজেপি সভাপতি কে হবেন, তা নিয়েও কথা হতে পারে। রবিবার একটি পডকাস্টে মোদি তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকান্দ এবং আরএসএসের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।

বঙ্গ সাংসদদের ডাক রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন সাংসদকে একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার সকালে রাইসিনা ভবনে একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বাংলার সাংসদরা অংশ নেবেন। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এই চা-চক্র শুরু হবে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় তৃণমূলের ২৯ জন, বিজেপির ১২ জন এবং কংগ্রেসের একমাত্র সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী রয়েছেন। তবে বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের প্রয়াণের কারণে বর্তমানে বাংলার সাংসদ সংখ্যা ৪১। সেই হিসেবেই ৪১ জন সাংসদ রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ পেয়েছেন ।

ঊর্ধ্বমুখী বাজার

মুম্বই, ১৮ মার্চ : সপ্তাহের দ্বিতীয় লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স ফের ফিরল ৭৫ হাজারের ওপরে। একইভাবে নিফটিও উঠে এল ২২৮০০-এর ওপরে। এই উত্থানে এক দিনেই লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। মঙ্গলবার, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠল দুই সূচক। দিনের শেষে সেনসেক্স ১১৩১.৩১ পয়েন্ট উঠে ৭৫৩০১.২৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। নিফটি ৩২৫.৫৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৮৩৪.৩০ পয়েন্টে।

মঙ্গলবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে দিল্লি বিধানসভায় স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

আর্জি তুলসীকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খালিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বহুদিন ধরেই ভারত উদ্বিগ্ন। খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ভারতীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে মার্কিন প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গাবার্ডের বৈঠক হল নয়াদিল্লিতে। তুলসীকে প্রয়াগরাজ সংগম মহাকুম্ভের ঘড়াভর্তি গঙ্গাজল উপহার দিয়েছেন মোদি। এর আগে তুলসী অজিত ডোভাল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজনাথ খালিস্তানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, বৈঠকে সন্ত্রাস দমন, সাইবার নিরাপত্তা ও নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সুরক্ষা বিষয়ক অংশীদারি নিয়ে কথা হয়েছে।

ওবিসি তালিকা যাচাইয়ে ৩ মাস

রাজ্যের আবেদনে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (ওবিসি)-র তালিকায় কারচুপির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের নতুন করে সমীক্ষা চালানোর আবেদনে সম্মতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এজন্য রাজ্যকে ৩ মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গভাইয়ের বেঞ্চে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, ওবিসি তালিকায় সংশোধনের জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য। এজন্য ৩ মাস সময় লাগবে। আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচাপতি এজি মসিহ্‌র বেঞ্চ। ৩ মাস পর আদালতে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেবে সরকার। ততদিন স্থগিত থাকবে শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকার আপাতত স্বস্তি পেল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

ওবিসি সংরক্ষণ তালিকায় কারচুপির অভিযোগে এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। গত বছর মে-তে সেই

মামলার রায়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া যাবতীয় ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ। এর জেরে প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। শীর্ষ আদালতে ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে সমীক্ষা চালানোর কথা জানিয়ে রাজ্য সরকার পরোক্ষে তালিকায় গরমিলের অভিযোগকেই মান্যতা দিল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

‘এ সালা কাপ নামদে’। বাংলা অর্থ এবার ট্রফি আমাদের। তারকাখচিত দল গড়েও গত ১৭ বছরে যদিও যে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বিরাট কোহলির উজ্জ্বল কেরিয়ারেও একটাই আক্ষেপ আইপিএল না পাওয়া। প্রশ্ন অষ্টাদশ প্রচেষ্টায় কি লক্ষ্যপূরণ হবে?

আক্ষেপ মেটানোর বিরাট-মঞ্চ

মাঝে আর কয়েক দিন। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে উদ্বোধনী দ্বৈরথ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নতুন আসরে নয়া দৌড়ের আগে কতটা প্রস্তুত আরসিবি, সেদিকেই চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ চতুর্থ স্থান

অধিনায়ক : রজত পাতিদার

হেড কোচ : অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার
ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট : মো বোবাট
ব্যাটিং কোচ : দীনেশ কার্তিক। **বোলিং কোচ :** ওমকার সালভি
ঘরের মাঠ : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু
প্রথম ম্যাচ : ২২ মার্চ, কলকাতা নাইট রাইডার্স
দামি ক্রিকেটার : বিরাট কোহলি (২১ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন
বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)

নিলাম থেকে
লিয়াম লিভিংস্টোন (৮.৭৫), ফিল সল্ট (১১.৫০), জিতেশ শর্মা (১১), জোশ হ্যাজেলউড (১২.৫০), ভুবনেশ্বর কুমার (১০.৭৫), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৫.৭৫), টিম ডেভিড (৩), লুঙ্গি এনগিডি (১)।

শক্তি

ওপেনিং জুটি : বিরাট কোহলির সঙ্গী ফিল সল্ট। টি২০ লিগ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সল্ট সফল। আরসিবির জার্সিতে বিরাটের ব্যাট বরাবর চওড়া। জুটিতে লুটির অঘোষিত স্লোগানের সফল বাস্তবায়ন ঘটে কি না, সেটাই দেখার।

পেস ব্রিগেড : পেস ব্রিগেডের সমস্যা মেটাতে নিলাম থেকে জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারকে নিয়েছে আরসিবি। রিটেইন করে ২০২৪ সালে সফল যশ দয়াল। আছেন পেস অলরাউন্ডার রোমারিও শেফার্ড, লুঙ্গি এনগিডিও।

দুর্বলতা

দক্ষ স্পিনার : যুযবেন্দ্র চাহালকে ছাড়ার পর থেকে স্পিন বিভাগ কমজোরি। এবারও স্পিন চিন্তার কারণ। ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে সুযশ শর্মা-চিন্তা কতটা দূর করতে পারেন, প্রশ্ন থাকবে।

মিডল অর্ডার : মিডল অর্ডারে ইনিংস টানার লোক কম। রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, টিম ডেভিড, লিয়াম লিভিংস্টোনদের ভরসায় ম্যারাথন লিগে বৈতরণি পার সহজ নয়।

এক্স ফ্যাক্টর

হ্যাজেলউড
অজি স্পিডস্টারের ৪ ওভার গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি ডেথে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখা, হ্যাজেলউডের নিয়ন্ত্রিত বোলিং তুরুপের তাস হতে পারে।

সেরা পারফরমেন্স : রানার্স (২০০৯, ২০১১, ২০১৬)
সর্বাধিক স্কোর : ২৬৩/৫, পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়া, ২০১৩
সর্বনিম্ন রান : ৪৯, কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০১৭

সর্বাধিক রান : ৮০০৮, বিরাট কোহলি
এক মরশুমে সর্বাধিক রান : ৯৭৩, বিরাট কোহলি, ২০১৬
সর্বাধিক ১০০ : ৮, বিরাট কোহলি
সর্বাধিক ছক্কা : ২৭২, বিরাট কোহলি

থিম সং : প্লে বোল্ড
লোগো : মিস্টার নাগস (কৌতুক চরিত্র)

সম্ভাব্য একাদশ : বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোন, রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, ক্রুণাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, স্বপ্নিল সিং, ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজেলউড ও যশ দয়াল।

রজতের জন্য ভালোবাসা প্রার্থনা বিরাটের

ওয়ার্ম আপে ফুটবলে মেতে বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ : দল তাঁকে আবারও অধিনায়ক করতে চেয়েছিল।

যদিও রাজি হননি বিরাট কোহলি। ফাফ ডুপ্লেসির শূন্যপদে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নেতৃত্বে তাই রজত পাতিদার। এদিন ফের নতুন আইপিএল অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিলেন কিং কোহলি। গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভালোবাসা পেয়েছেন আরসিবি’র সমর্থকদের থেকে। চান, এবার একইভাবে সমর্থকরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিক রজত পাতিদারকে।

> বিরাটভাই, এবি ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলের মতো কিংবদন্তিরা আরসিবি-তে খেলেছেন। ওদের দেখে বড় হয়েছি। প্রথম থেকেই আরসিবি-র প্রতি বাড়তি টান ছিল আমার। টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।
>
> **রজত পাতিদার**

গতকাল আরসিবি-র ‘আনবক্স ইভেন্ট’-এ বিরাট অবিশ্বাস্য প্রতিভা আখ্যা দেন পাতিদারকে। দাবি, মস্তিষ্কও অত্যন্ত ক্ষুরধার। শুধু আসন্ন মরশুমেই নয়, আগামী কয়েক বছর যে মস্তিষ্ক, কাঁধ দলকে নতুন দিশা দেখাবে। সমর্থকদের উচিত সর্বাত্মকভাবে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকা।

পাতিদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কোহলি বলেছেন, ‘এরপর যে ছেলেটা আসছে, সে দীর্ঘদিন আপনাদের নেতৃত্ব দেবে। যতটা সম্ভব ভালোবাসা দিন ওকে। দুর্দান্ত প্রতিভা। অসাধারণ প্লেয়ার। মাথাটাও অত্যন্ত ক্ষুরধার। আমি নিশ্চিত দলের দায়িত্ব নিয়ে দারুণ কাজ করবে, দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। এজন্য যা যা গুণ থাকা দরকার, সবই রয়েছে ওর মধ্যে।’

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বভাবতই বিরাট। হাউসফুল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিরবচ্ছিন্ন বিরাট-ওয়েভ। বিরাট যখন বলতে শুরু করেন, দর্শকদের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস। ‘বিরাট, বিরাট’ আওয়াজের শব্দব্রহ্ম থামছিল না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, সঞ্চালক বলতে বাধ্য হন, ‘আপনারা চুপ করুন, বিরাটকে বলতে দিন’। ভরা চিন্নাস্বামীতেই সমর্থকদের সামনে পাতিদারের প্রশংসায় মাতেন বিরাট।

রজতের মুখেও বিরাটভাই। বলেছেন, ‘বিরাটভাই, এবি ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলের মতো কিংবদন্তিরা আরসিবি-তে খেলেছেন। ওদের দেখে বড় হয়েছি। প্রথম থেকেই আরসিবি-র প্রতি বাড়তি টান ছিল আমার। টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।’

অধিনায়কের পাশাপাশি এবারের দল নিয়েও বিরাট আত্মবিশ্বাসী। বিশ্বাস, ১৭ বছরের অধরা স্বপ্নপূরণের রসদ রয়েছে এই দলের মধ্যে। আরও বলেছেন, ‘এবারের দলটাও দারুণ হয়েছে। বেশ কিছু আকর্ষণীয় ক্রিকেটারকে পেয়েছি আমরা। প্রতিভারও অভাব নেই দলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি উত্তেজিত এবং দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে মরিয়া। বিগত বছরের মতো আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’

গত সতেরো প্রচেষ্টায় ট্রফি আসেনি। কিন্তু তারপরও সমর্থনের অভাব হয়নি। বিরাটের মুখে সেই কথা। পাশাপাশি দ্বিতীয় ঘর বেঙ্গালুরুতে পা রাখার খুশিও তাঁর চোখেমুখে। জানিয়ে দিলেন, গার্ডেন সিটিতে আসা, সমর্থকদের কাছে পাওয়ার অনুভূতি বরাবরই স্পেশাল তাঁর কাছে। গত ১৭ বছর প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। এবার আঠারো নম্বর বছর। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চান।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে দেখা যায় বিরাট কোহলিকে।

কোহলির পাশে কপিল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : বিদেশ সফরে স্ত্রী, পরিবার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ি ইস্যুতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। হেঁয়ালিভরা দীর্ঘ পোস্টে পালটা দেন বিরাট-ঘরনি অনুষ্কাও। এবার কোহলিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন তিরাশির বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব।

এই প্রসঙ্গে কপিল বলেছেন, ‘এটা বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত। যার সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু আমি বলব, লম্বা সফরে ক্রিকেটারদের পাশে থাকাটাও যেমন দরকার। তেমনি দলের প্রতি ফোকাস রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ সবসময়।’

সদ্যসমাপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামিদের পরিবার দুবাইয়ে থাকলেও টিম হোটেলে ছিলেন না। পরিবারের খরচ ক্রিকেটাররাই বহন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কপিল বলেছেন, ‘আমাদের সময় আমরা বলতাম, সবকিছু বোর্ড করবে না। এটা হল ক্রিকেটের একটা দিক। অন্য একটা বিষয় হল, প্রিয়জনরাও ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাবে। ক্রিকেট উপভোগ করবে। তবে এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।’

মাহির ফিটনেসের রহস্যভেদ ভাজ্জির

চেন্নাই, ১৮ মার্চ : সামনের ৭ জুলাইয়ে চুয়াল্লিশে পা রাখবেন।

যদিও ফিটনেসে এখনও হাঁটুর বয়সিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন। বাইশ গজে দৌড় হোক বা বন্ধুদের সঙ্গে ডান্স ফ্লোরে ঝড় তোলা- মহেন্দ্র সিং ধোনি ছুটছেন নিজের গতিতে। বহাল তবিয়তে বিন্দাস মেজাজও। আইপিএল প্রস্তুতির মাঝেও যার ব্যতিক্রম হয়নি।

> এই বয়সেও প্র্যাকটিসে সবার আগে ঢোকে এমএস। সবার পর বেরোয়। এটাই বাকিদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তফাত।
>
> **হরভজন সিং**

সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার পাশাপাশি থাকছে স্পেশাল মাহি-টিপস। এদিন আবার ধরা পড়ল ‘ক্যাপ্টেন কুল’-এর সারমেয়-প্রেম। অতীতে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে থাকা ডগ স্কোয়াড নিয়ে ধোনির উৎসাহের ছবি বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনেও তারই পুনরাবৃত্তি।

ডাগআউটে বসে নিজের হাতেই বিস্কুট খাওয়াতে দেখা গেল মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া সারমেয়কে।

নেতৃত্ব ছেড়েছেন আগেই। যদিও হলুদ ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘থালা’। গত কয়েকদিন ধরে আন্তর্জাতিক তারকারা একে একে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। প্রস্তুতিতে জোর দিতে একটু আগেভাগেই তামিলনাড়ুর রাজধানী শহর চেন্নাইয়ে পা রাখেন ভারত তথা আইপিএলের সফলতম অধিনায়ক। মাহির খোশমেজাজ, বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখানো এনার্জির স্পর্শে ফুটছে বাকিরাও।

তেতাল্লিশের মাহির যে এনার্জি দেখে রীতিমতো অবাক হরভজন সিংও। সম্প্রতি দেখা হয়েছিল দুজনের। প্রাক্তন সতীর্থকে যেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বয়সে এত এনার্জি পান কীভাবে? মাহির উত্তরে স্তম্ভিত হরভজন এদিন বলেছেন, ‘কয়েকদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হয় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে। দুর্দান্ত ফিট লাগছিল। জিজ্ঞাসা করি এই বয়সে এখনও কীভাবে ম্যাচ ফিট রাখো নিজেকে? উত্তরে মাহি বলে, ‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা সহজ নয়। কিন্তু আমি শুধু এটাই (ক্রিকেট) পারি। এর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাই। ক্রিকেট না খেলে গোটা বছর কাটানো আমার পক্ষে কঠিন। খিদেটা যতদিন থাকবে, চালিয়ে যাব।’ মুখে বলা শুধু নয়, মাহি করেও দেখাচ্ছে। শুধু খেলব বলে খেলা বা টিকে থাকা নয়, বোলারদের ওপর দাপটও চালাচ্ছে।’

সিএসকে শিবিরে মাহির প্র্যাকটিস শিডিউলের রহস্যও ফাঁস করলেন হরভজন। এক-আধঘণ্টা নয়, প্রতিদিন নেটে নাকি ২-৩ ঘণ্টা ব্যাট করেন। বাকি বছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকেন। আইপিএলের জন্য নিজেকে তৈরি করতে তাই বাড়তি ঘাম ঝরানো। ভাজ্জি জানান, এই বয়সেও প্র্যাকটিসে সবার আগে ঢোকেন এমএস। সবার পর বেরোন। এটাই বাকিদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তফাত।

পরিবার নীতিতে বদল আনতে পারে বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : বিরাট কোহলির সমালোচনার জের। বিদেশ সফরের দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিবারের থাকা নিয়ে বর্তমান অবস্থান বদলের ভাবনা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের। অস্ট্রেলিয়া সফরের ভরাডুবির পর নতুন নিয়ম আনে বোর্ড। একঝাঁক বিধিনিষেধ আনা হয় খেলোয়াড়দের পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়া নিয়ে।

কয়েকদিন আগে বিরাট যে ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন। সমালোচনা করেন যে নীতির। দাবি করেন, দিনের শেষে পরিবারকে সঙ্গে পাওয়া, ক্রিকেটারদের জন্য রসদ, নতুন অক্সিজেন। আর পাঁচটা মানুষের মতো পরিবারকে পাশে পাওয়া খেলোয়াড়দেরও সাহায্য করে স্বাভাবিক থাকবে। যা ভালো খেলার জন্য আবশ্যিক।

বিরাট-সমালোচনার জের

বিরাটের যে প্রতিক্রিয়ার পর নড়েচড়ে বসছেন বোর্ড কর্তারাও। বিসিসিআইয়ের সূত্রের দাবি, পরিবার নিয়ে কড়া নিয়ম শিথিল করা হতে পারে। বর্তমান নিয়মে ৪৫ দিনের বিদেশ সফরে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি পরিবারকে সঙ্গে রাখতে পারবেন না খেলোয়াড়রা। সফর আরও সংক্ষিপ্ত হলে, সময়সীমা কমে এক সপ্তাহ। এছাড়াও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে হঠাৎ হঠাৎ জারি করা নিষেধাজ্ঞা রয়েইছে।

বোর্ডের যে কড়া নিয়মবিধি নিয়ে বিরাটের পালটা যুক্তি ছিল, মানসিকভাবে ভালো থাকতে পরিবারের বিকল্প নেই যে কোনও খেলোয়াড়ের কাছে। এটা শুধু তার নয়, প্রতিটি ক্রিকেটারের বক্তব্য। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিলদেবও এই ব্যাপারে বিরাটের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। খবর, বিরাটের যে যুক্তির সঙ্গে সহমত বোর্ডের একটা বড় অংশ। যার প্রতিফলন সম্ভবত পড়তে চলেছে আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে।

মিডল অর্ডারে নামতে পারেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : টিম ইন্ডিয়ায় তিনি ওপেনিং করেছেন, তিন নম্বরে খেলেছেন আবার মিডল অর্ডারেও নামতে দেখা গিয়েছে। আসন্ন আইপিএলেও সেই সম্ভাবনা বাড়ছে। দলের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে মিডল অর্ডারে দেখা যেতে পারে লোকেশ রাহুলকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের একটি সূত্র এমনটাই দাবি করেছে। লোকেশ মিডল অর্ডারে নামলে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের সঙ্গে ওপেনিংয়ে আসতে পারেন ফাফ ডুপ্লেসিকে। গত তিন বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে ওপেনিংয়ে সফল হয়েছিলেন তিনি। এবারও ডুপ্লেসিকে একই দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা দিল্লি শিবিরের। সেক্ষেত্রে লোকেশের সঙ্গে মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সামলাবেন অক্ষর প্যাটেল ও ট্রিস্টান স্টাবস।

রাজস্থান শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু

শর্টবল ‘ভীতিকে’ ছক্কা হাঁকিয়ে দৌড় শ্রেয়সের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : ক্রিজে শ্রেয়স আইয়ার আসা মানে বোলারদের হাত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাউন্সার বেরিয়ে আসা। শর্টবলে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেননি প্রতিপক্ষ পেসাররা। যদিও চোট সারিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর ছবিটা একেবারে উলটো। শর্টবলের দুর্বলতা প্রায় উধাও। উলটে শর্টবলকেই ছক্কা হাঁকিয়ে দৌঁড়োচ্ছেন শ্রেয়স!

প্রত্যাবর্তনের পর ইংল্যান্ড সিরিজ বা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-তারই প্রতিফলন। জাতীয় দলের জার্সি আপাতত কিছুদিন সরিয়ে রেখে আইপিএলে ফোকাস। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের গুরুভার। সেই প্রস্তুতির মাঝেই এদিন নিজের একদা শর্টবল ভীতি নিয়ে সোজাসাপটা শ্রেয়স। ইংল্যান্ড সিরিজে জোফ্রা আর্চারের শর্টবল পরিকল্পনা ভোঁতা করে দেওয়া তাঁকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। বুঝে যান জোফ্রাকে পারলে, বাকিদের শর্টবলকেও সামলে দিতে পারবেন।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাও সাহায্য করেছে শ্রেয়সকে। নিজের ব্যাটিং নিয়ে ভাবার সময় যেমন মিলেছে, তেমনই দুর্বলতা দূর করতে বাড়তি ঘাম ঝরিয়েছেন। সুফল দেখছে ক্রিকেট দুনিয়া। পাকা করে ফেলেছেন ভারতীয় ওডিআই দলে নিজের হারানো ৪ নম্বর পজিশনও। শ্রেয়স বলেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এই মরশুমে। কঠিন বলেও ছক্কা হাঁকিয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমাকে যা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন কাজে আসছে।’

ভারতীয় দলে ফেরার পর বাইশ গজে রীতিমতো রুদ্রমূর্তিতে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন। যে ব্যাটিং ধামাকায় সমালোচক, নির্বাচকদের প্রতি বার্তাও দেখছেন কেউ কেউ। যদিও শ্রেয়স এভাবে বিষয়টি দেখতে নারাজ। গত নিলামে ২৬.৭৫ কোটি চমকপ্রদ দর পাওয়া তারকার মতে, কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য নয়, নিজের ওপর আস্থার প্রতিফলন ঘটছে বাইশ গজে। আর সাফল্য পেলে যেখানে যা বার্তা যাওয়ার ঠিকই চলে যায়। এই নিয়ে তাই বাড়তি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না।

পাঞ্জাব কিংসের নেটে ব্যাটে শান শ্রেয়স আইয়ারের।

এদিকে, রাজস্থান রয়্যালস শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর। দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু স্যামসন। ইংল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে আঙুলে চোট পান। গত মাসে আঙুলে অস্ত্রোপচার করেন। মেগা লিগের শুরু থেকে অধিনায়ককে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সমর্থক, দলকে আশ্বস্ত করে দলের শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু। টিম সূত্রে দাবি, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে মাঠে নামতে সমস্যা হবে না।

ওপেনিং পার্টনার যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে আলোচনায় সঞ্জু স্যামসন।

> ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এই মরশুমে। কঠিন বলেও ছক্কা হাঁকিয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমাকে যা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন কাজে আসছে।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**

রাজস্থান রয়্যালসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে জয়পুর বিমানবন্দরে পা রাখছেন সঞ্জু। বিমানবন্দর থেকেই সোজা সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে দলের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে হাজির। অধিনায়ককে পেয়ে স্বভাবতই খুশির আবহ। গত বছর টপ অর্ডারে ভালো ছন্দে ছিলেন। এবারও ব্যাটিংয়ে অন্যতম ভরসা অধিনায়ক সঞ্জু।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ছন্দেই অনুশীলনে বরুণ-হর্ষিত

বুধবার কলকাতায় পৌঁছাচ্ছেন বিরাটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে পারদ। চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে যাচ্ছে কালই।

শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচের লক্ষ্যে আগামীকাল বিকেলেই কলকাতায় হাজির হয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি, ফিল সল্টরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কলকাতায় হাজির হওয়ার সঙ্গেই শনিবারের ম্যাচের উন্মাদনার পারদ আরও চড়বে নিশ্চিতভাবেই।

অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচের ভাগ্য শেষ পর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত ক্রিকেটের নন্দনকাননে অনুশীলন চালিয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে ধরা দিলেন বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা। দুজনই গতকাল রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছেছেন।

আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার দীর্ঘ অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে তাঁরা হাজির হলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। সঙ্গে 'ম্যায় হুঁ না'র ঢংয়ে দলকে ভরসা দিলেন। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেট সংসারে ছিলেন বরুণ-হর্ষিতরা। জোরে বোলার হর্ষিত দুবাইয়ে প্রথম দুই ম্যাচের পর প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি আর। হর্ষিতের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে তিন ম্যাচে নয় উইকেট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবিষ্কার হয়ে উঠেছিলেন বরুণ। রোহিত শর্মার ভারতীয় দলের সাফল্যে তাঁর বিশাল অবদানের কথাও সবারই জানা। এহেন বরুণ-হর্ষিতদের আজ কেকেআর অনুশীলনে পাওয়া গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেজাজেই।

অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রোভমান পাওয়েল, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা বারবার পরাস্ত হলেন রহস্য স্পিনারের স্পিনের জালে। দেখে মনে হচ্ছিল, কিউয়ি ব্যাটারদের মতো তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন না বরুণের রহস্য। শনি-সন্ধ্যার ইডেনে বরুণের স্পিনের জালে কি জড়িয়ে যেতে পারেন বিরাট? যেভাবে আজ কেকেআর ব্যাটারদের ঘূর্ণির ফাঁদে বরুণ নাকানিচোবানি খাইয়েছেন, তারপর এমন সম্ভাবনা সত্যি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনিতেই কোহলির স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বলতার কথা সবারই জানা।

নাইট সংসারে স্বস্তি হিসেবে বরুণের উপস্থিতি যখন দলকে ভরসা দিচ্ছে। তখন হর্ষিতও তাঁর বৈচিত্র্যে ভরা বোলিং নিয়ে হাজির নাইটদের সংসারে। শেষবার কেকেআর যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, হর্ষিতের তখনও টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়নি। মাঝের সময়ে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই গৌতম গম্ভীরের সংসারে হর্ষিত এখন নিয়মিত। এহেন হর্ষিতকে সন্ধ্যার ইডেনে দেখা গেল বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে স্পট বোলিংয়ের চর্চা করতে। ধারাবাহিকভাবে রঙিন মার্কারে বল ফেলে যাচ্ছিলেন হর্ষিত। যা দেখে বোলিং কোচ ভরতের হাসি ক্রমশ চওড়া হচ্ছিল।

বরুণ-হর্ষিতরা কেকেআর অনুশীলনে যতটা প্রভাবিত করলেন বাকিদের, তুলনায় বল হাতে স্পেনসার জনসন থেকে শুরু করে আনরিচ নর্তজেরা হতাশ করেছেন আজও। তাঁদের বোলিংয়ের লাইন, লেংথ নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবে নিশ্চিতভাবেই। এদিকে, আজ নাইটদের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না আন্দ্রে রাসেল। জানা গিয়েছে, আজ বিশ্রামে ছিলেন তিনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের ঘূর্ণির ফাঁদে নাকানিচোবানি খাইয়ে প্রস্তুতি শুরু বরুণ চক্রবর্তীর। স্পট বোলিংয়ে ভরসা দিলেন হর্ষিত রানাও। ছবি : ডি মণ্ডল

শিলংয়ের মাঠে অনুশীলনে সুনীল ছেত্রী।

ফের অভিষেক আজ সুনীলের!

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বুধবার ফের একবার অভিষেক হতে চলেছে সুনীল ছেত্রীর।

এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতার্জন পর্বের অভিযান শুরু করার আগে বুধবার মালদ্বীপের বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় দল। যাঁরা যোগ দেননি তাঁরা বাদে, শিবিরে সকলেই ফিট বলে দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের। এই ম্যাচেই অবসর ভেঙে ফিরে এসে প্রথমবার নীল জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন সুনীল। তিনি দলকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে পারেন কিনা, এখন সেদিকেই নজর সারা দেশের। তবে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখবেন কিনা তা এখনও ঠিক করেননি মানোলো মার্কুয়েজ। অন্তত তাঁর বক্তব্য তেমনই, 'মাঠে তো অবশ্যই সুনীল নামবে। কিন্তু কতটা সময় খেলবে, শুরু করবে নাকি পরে নামবে, সেটা এখনও ঠিক করিনি। ৬ জন পরিবর্তন করা যাবে। অর্থাৎ ১৭ জন ফুটবলার খেলবে। সুনীল তারমধ্যে একজন তো হবেই।' ২০২১ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শেষবার দুই দলের খেলায় মনবীর সিং একটি এবং সুনীলের জোড়া গোল জেতায় ভারতকে। এবারও এই দুজনই জুটি বাঁধবেন কিনা সেটাই দেখার। এদিন অবশ্য তরুণদের সুযোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিরক্তির সুরে মানোলো বলেছেন, 'সিনিয়ার জাতীয় দল ফুটবলার তৈরির জন্য জায়গা নয়। এখানে তৈরি হয়ে ফুটবলার আসে। কারণ জাতীয় দলকে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট জিততে হয়। আর জিততে হলে ফর্মে থাকা তৈরি ফুটবলার প্রয়োজন।'

ভারত বনাম মালদ্বীপ

ম্যাচ শুরু : সন্ধ্যা ৭টা

স্থান : জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, শিলং, **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ ও জিও হটস্টারে।

বুধবার ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাতটায়। নতুন করে তৈরি হওয়া জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, যা পোলো গ্রাউন্ড নামেই পরিচিত, ম্যাচ সেখানেই। এদিন প্রায় ওই সময়েই মূল মাঠে অনুশীলন করল ভারতীয় দল। জানা গেল, সন্ধ্যার দিকে তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির মতো হলেও হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া নেমে আসছে আশপাশের পাহাড় থেকে। তবে, এই ঠান্ডাতেও মাঠ ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা। মানোলোও শিলংয়ে পরিবেশ এবং মাঠ নিয়েও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্ছ্বসিত, 'এই প্রথমবার এখানে খেলব আমরা। কিন্তু এখানকার প্রচুর কোচ ও ফুটবলারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাই জানাই ছিল যে শিলং দারুণ জায়গা। গতবছর ডুরান্ড কাপের সময়েও এখানকার মাঠ, দর্শক, পরিবেশ প্রতিটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় দলের এখানে খেলা উচিত।'

> এই প্রথমবার এখানে খেলব আমরা। কিন্তু এখানকার প্রচুর কোচ ও ফুটবলারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাই জানাই ছিল যে শিলং দারুণ জায়গা। গতবছর ডুরান্ড কাপের সময়েও এখানকার মাঠ, দর্শক, পরিবেশ প্রতিটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় দলের এখানে খেলা উচিত।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ। যা নিয়ে ওদেশে ইতিমধ্যেই প্রবল উৎসাহ। তার আগে মালদ্বীপের বিপক্ষে জিতে মনোবল বাড়ানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের।

'ত্রিমুকুটে' লক্ষ্য এমবাপের

মাদ্রিদ, ১৮ মার্চ : মরশুমের শুরুতে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু যতই মরশুম এগিয়েছে তিনি কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এখনও পর্যন্ত রিয়াল জার্সিতে ৪৩ ম্যাচে ৩০ গোল করেছেন ফরাসি তারকা।

চলতি মরশুমে রিয়ালও দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পৌঁছে গিয়েছেন ফেডেরিকো ভালভের্দেরা। লা লিগায়ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই মরশুমে 'ত্রিমুকুট' জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে মাদ্রিদের। ফরাসি তারকা এমবাপে নিজেও চান, মাদ্রিদকে তাঁর প্রথম মরশুমে 'ত্রিমুকুট' জেতাতে। তিনি বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য, রিয়াল মাদ্রিদকে ত্রিমুকুট জেতানো। এবছর ট্রেবল জয়ের সুযোগ রয়েছে আমাদের। এর আগে রিয়াল কখনও ত্রিমুকুট জেতেনি। এই মরশুমে সেটাই করতে চাই।'

প্যারিস সাঁ জাঁ-তে থাকার সময় শেষ দিকে ক্লাব সভাপতি নাসের আল খেলাইফির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল এমবাপের। তবে সেই কথা এখন আর মনে রাখতে চান না। তিনি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি-র মুখোমুখি হলে আমি খেলাইফির সঙ্গে করমর্দন করব। নেতিবাচক কোনও ঘটনা মনে রাখতে চাই না। আমরা সবাই পেশাদার।'

সেমিফাইনালে নিজের পুরোনো ক্লাবের মুখোমুখি হতে পারেন এমবাপে। তবে এখনই সেসব নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বরং তাঁর লক্ষ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালকে হারানো। ফরাসি তারকা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গতবছর সবাই ভেবেছিল, পিএসজি-রিয়াল ফাইনালে খেলবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এই মুহূর্তে আমি কোয়ার্টার ফাইনাল নিয়ে ভাবছি। আর্সেনালকে হারাতে হবে।'

ফ্রান্স দলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচের অনুশীলনে চলেছেন কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার।

ডিসকাসে দ্বিতীয় ঐতিহ্য

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : রাজ্যস্তরের আন্তঃকলেজ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ডিসকাস থ্রোয়ে দ্বিতীয় হয়েছে ঐতিহ্য রায়। সোমবার কলকাতার সল্টলেক সাইয়ের মাঠে ৩৮.২১ মিটার ছুঁড়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করে ঐতিহ্য। সে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী।

ফাইনালে রামভোলা

কোচবিহার, ১৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল রামভোলা হাইস্কুল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রামভোলা হাইস্কুল ৪২ রানে জেনকিন্স স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। টসে হেরে রামভোলা ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। শুভদীপ দাস ৫০ রান করে। শ্রেয়াণ সাহা ২৪ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে জেনকিন্স ১৮ ওভারে ৯৩ রানে গুটিয়ে যায়।

নকআউটের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতেও মাটিতে পা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। জয়ের উচ্ছ্বাসে না ভেসে আইএসএল কাপকেই পাখির চোখ করেছেন তিনি। সেই জন্য মঙ্গলবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হেডস্যর।

এদিন অনুশীলনে জাতীয় দলের থাকা খেলোয়াড়রা ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কড়া অনুশীলন করালেন মোলিনা। সাইড লাইনে ছিলেন আশিস রাই ও সাহাল আব্দুল সামাদ। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, সেমিফাইনালে দুই ফুটবলারকেই পাওয়া যাবে। এছাড়াও অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেনও সাইড লাইনে রইলেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকলের জন্য পায়ে হালকা ব্যথা রয়েছে তাঁর।

অনুশীলনে ফুটবলাররা ছিলেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। আশিস রাই মজা করে গ্লেন মার্টিন্সকে বাংলাদেশের ফুটবলার হামজা চৌধুরীর সঙ্গে তুলনা করে বসেন। আবার অনুশীলন শেষে বেরোনোর সময় দিমিত্রিস পেত্রাতোস কিছুটা মজা করে এক সাংবাদিকের ফোন নিয়ে নিজেই ভিডিও করা শুরু করে দেন। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাগান শিবিরে 'ফিলগুড পরিবেশ'। তবে, কোচ মোলিনা কিন্তু বেশ সিরিয়াস। গতবারও লিগ-শিল্ড জেতার পর আইএসএল কাপ হাতছাড়া হয়েছিল বাগানের। এবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছেন না বাগান কোচ মোলিনা।

জিতল ফণীন্দ্র

জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয় ২ উইকেটে টেকনো ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমে টেকনো ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৬ রান তোলে। রাজদীপ্ত দে ৩২ রান করে। ১২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে সত্যব্রত মাইতি। জবাবে ফণীন্দ্র ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। জয়দীপ রাউত ৪৪ রান করে।

অন্য ম্যাচে বেলাকোবা হাইস্কুল ৬ উইকেটে জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। পাবলিক প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৬৯ রান তোলে। দেবকুমার সিংহ ১৭ রান করে। প্রণীত দাস ৩ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বেলাকোবা ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৭০ রান তুলে নেয়। সায়ন চক্রবর্তী ২৫ রান করে। আবির বৈদ্য ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট।

টেস্ট দ্বৈরথের আগে জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : সাদা বলে দল দৌড়োচ্ছে।

লাল বলের ফরম্যাটে যদিও ছবিটা একেবারে বিপরীত। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ। অস্ট্রেলিয়া সফরে জয় দিয়ে শুরু করেও ভরাডুবি। আইপিএল শেষে জুনের ইংল্যান্ড সফরের আগে তাই বাড়তি সতর্কতা। ফলস্বরূপ, ভারতীয় সিনিয়ার দলের বিলেত সফরের আগে ইংলিশ কন্ডিশনে লাল বলে বাড়তি প্রস্তুতির ভাবনা।

জুনের ইংল্যান্ড সফর

টিম ইন্ডিয়ার সফরের প্রাক্কালে 'এ' দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুটি চারদিনের ম্যাচ খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে খবর, আগাম প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের সঙ্গে সফরে পাঠানো হবে একঝাঁক টেস্ট স্পেশালিস্টকেও। ২০ জুন হেডিংলেতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শুরু। তার প্রাক্কালে জুনের শুরুতে দুটি চারদিনের বেসরকারি টেস্ট। ইংল্যান্ড লায়ন্সের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ সম্ভবত ৪ জুন শুরু হবে। দুইটি 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচের পাশাপাশি থাকছে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচও। সূত্রের খবর, 'এ' দলের সঙ্গে যেতে পারেন সিনিয়ার দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে গম্ভীর নাকি এই রকম ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন বোর্ডকে। টেস্ট দ্বৈরথের প্রাক্কালে নীল নকশা তৈরির কাজ এগিয়ে রাখতেই এই ভাবনা গম্ভীরের।

আবার হার পাকিস্তানের

ডুনেডিন, ১৮ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচেও হার পাকিস্তানের। প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় মঙ্গলবার ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করা হয়। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। সর্বাধিক ৪৬ রান করেন অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। কিউয়িদের পক্ষে জ্যাকব ডাফি, বেন সিয়ার্স, জিমি নিশাম ও ইশ সোধি ২টি করে উইকেট পান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩.১ ওভারে ১৩৭/৫ স্কোরে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। ওপেনার টিম সেইফার্ট ২২ বলে ৪৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। এরমধ্যে পাক বোলিংয়ের স্তম্ভ শাহিন শা আফ্রিদিকে এক ওভারে ৪টি ছয় মারেন তিনি। এরপরেও নেট দুনিয়া পাক তারকাকে নিয়ে ট্রোলিং শুরু হয়েছে। এদিন সেইফার্টকে যোগ্য সহযোগিতা করেন ফিন অ্যালেন (১৬ বলে ৩৮)। এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড।

বিস্ফোরক মেজাজে টিম সেইফার্ট।

চোটের জন্য বাছাইপর্ব থেকে বাদ মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ১৮ মার্চ : ২৬ তারিখ বিশ্ব ফুটবলে সবচেয়ে বড় মহারণ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ। অথচ দুই দলের সেরা তারকা এই ম্যাচে খেলবেন না। চোটের জন্য আগেই ব্রাজিল স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন নেইমার। এবার সেই একই কারণে আর্জেন্টিনা দল থেকে ছিটকে গেলেন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

রবিবার মেজর সকার লিগে আটলান্টার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে চোট পান আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ফলে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দুই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামবে আলবিসিলেস্তেরা। এমনিতেই চোটের কারণে আগেই দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন পাবলো ডিবালা ও গঞ্জালো মন্টিয়েল। ফলে বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে নামার আগে বেশ চাপে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

দল থেকে ছিটকে যাওয়ায় বেশ হতাশ মেসি। তিনি সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'আমি এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দুটি খেলতে চেয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যেতে হল। তবে খেলতে না পারলেও দলকে ম্যাচ জেতার জন্য উৎসাহ দেব।' তবে জানা গিয়েছে, মেসির চোট খুব গুরুতর নয়। ২৯ মার্চ ফিলাডেলফিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে মাঠে দেখা যেতে পারে।

আটলান্টা ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইন্টার মায়ামির হয়ে নেমে গোল পেলেও চোট পেয়ে যান মেসি।

ফুটবল দলবদল শুরু

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লীগের দলবদল মঙ্গলবার শুরু হল। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামের অপু শিশির সভাকক্ষে ১৩ জন দুইটি ফুটবল দলে সই করেছেন। পতিরাম ভোরের আলো দলে ৭ জন ও নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবে ৬ জন গিয়েছেন। ২২ মার্চ পর্যন্ত দলবদল চলবে। ২৪ মার্চ নাম প্রত্যাহার করা যাবে। ফুটবল সচিব কৃষ্ণ দত্ত জানিয়েছেন, বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দলবদল চলবে। এপ্রিল-মে মাস নাগাদ ফুটবল লিগ শুরু হবে।

TENDER NOTICE
Sealed Tender are invited for eNIT No:-eNit No:- 11/SAHA/I/15THFC/UNTIED/2024-2025 Date : 17.03.2025. For more details please visit GP Office Notice Board or go to the website **www.wbtenders.gov.in**. & Last date & Time of Dropping/submission of tender is 25.03.2025 upto 5:00 PM
Sd/- Pradhan
Sahapur-I GP, Goalpokher-I Dev. Block

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

৺দুলাল চন্দ্র দাস
BSc.LLB, Income Tax Lawyer
গত 9 March রবিবার স্বর্গের পথে পাড়ি দিয়েছেন। তার ক্রিয়াকর্ম আগামী 21 এ মার্চ নিজ আশ্রমপাড়া বাসভবনে সম্পন্ন হইবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। **9832012776, 7702777886**

স্মরণে

৺বিমল কুমার দাস
''আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,''-
যেখানেই থাকো ভালো থেকো
- পরিবারবর্গ

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সত্যিই সহজ নয়। ডিয়ার লটারি সকলকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দিয়ে এটি সম্ভব করেছে। আমি এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করেছি এবং এর থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা পার্থ হালদার - কে 01.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86L 90576
* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তাপসের ৫ উইকেট

ম্যাচের সেরা তাপস সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ২১৪ রানে বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টসে জিতে পতিরাম ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭৪ রান তোলে। রবিন তালুকদার ৯১ রানে অপরাজিত থাকেন। তাপস সরকারের অবদান ৫৯। অরিত্র বসাক ৩০ ও ঋষিকেশ রায় ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে টাউন ১৮ ওভারে ৬০ রানে অল আউট হয়। শেখর মহন্ত ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা তাপস ৩১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সঞ্জয় হাজরা (৩/৪)।

কলকাতার মাঠে প্রণব হাঁসদা।

চেতলায় প্রণব

গঙ্গারামপুর, ১৮ মার্চ : কলকাতা ফুটবল লিগে পঞ্চম ডিভিশনের ক্লাব চেতলা অগ্রগামী ক্লাবে সুযোগ পেল গঙ্গারামপুরের অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের মিডফিল্ডার প্রণব হাঁসদা। সে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব কোচিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণাধীন। প্রণব সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব কোচিং ক্যাম্পের কোচ স্বপন হাঁসদা। চেতলা অগ্রগামীর হয়ে খেলার জন্য ট্রায়াল থেকে প্রণবকে বেছে নেন ফুটবল কোচ সঞ্জয় সেন।

ফাইনালে রিভেঞ্জার্স

মালবাজার, ১৮ মার্চ : সৎকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল রিভেঞ্জার্স। মঙ্গলবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে ৬ উইকেটে এসটি ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে এসটি ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। জবাবে রিভেঞ্জার্স ১০.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং।

সোনা ইন্দ্রজিতের

চালসা, ১৮ মার্চ : আন্তঃ কলেজ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে হাই জাম্পে পুরুষ বিভাগে সোনা জিতলেন ময়নাগুড়ি কলেজের ইন্দ্রজিৎ রায়। ১.৮৪ মিটার লাফিয়েছেন তিনি। ইন্দ্রজিতের বাড়ি বাতাবাড়ি যোগেশ পাড়া এলাকায়। প্রতিযোগিতাটি ১৭ ও ১৮ মার্চ কলকাতায় হয়েছিল।